# সূচীপত্র।

## বালকাণ্ড।

# রামায়ণ।

## বালকাণ্ড।

### প্রথম সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি, তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান্, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা রোষ ও অসূয়ার বশবর্ত্তী নহেন? রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? তপোধন! পৃথিবীতে এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, আপনিই তাহা জানেন। এক্ষণে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

করেন, সেইরূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম নিষাদগণের অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অগাধসলিলা নদী সকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইয়া এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় স্বেচ্ছাক্রমে পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বন প্রস্থান করিলেন এবং বিনীত বেশে সত্যপরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় না, আপনি এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এই রূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারস্বভাব রাম পিতৃনির্দেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সুসম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্যপালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামের পাদ বন্দন পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমন-কাল প্রতীক্ষা করত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসি-দিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধসাধন পূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রাম সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশবাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষি-দিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুরগণের সংহার অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী শূর্প-ণখার নাশাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রত্য রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল।

রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বার বার নিবারণ পূর্ব্বক কহিয়াছিল, রাজন্! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যুর প্রেরণায় মারীচের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধসাধন পূর্ব্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রাম সীতা অপহৃত ও বিহগরাজ জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গান্ধর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে কহিল, রাম! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরীসন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী তাঁহাকে যথোচিত উপচারে

অর্চ্চনা করিলে তিনি পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট উপস্থিত হন।

অনন্তর তিনি হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত, বিশেষত সীতার দুরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর সুগ্রীব রামের মুখে সেই দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নিসন্নিধানে পুলকিত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালির সহিত তাঁহার শক্রতার বিশেষ কারণ কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষণ্ণ মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন। অনন্তর সুগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালির বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি বালির সমকক্ষ হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বালির বলবত্তায় রামের সম্যক্ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈত্য দুন্দুভির পর্ব্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শতযোজন অন্তরে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে স্বীয় বলবীর্য্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায়

উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালি সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালির প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালির রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থে তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান্ পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতযোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক অশোক বনে ধ্যানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণ-দ্বার চূর্ণ করিলেন।

পরে হনুমান পাঁচ জন সেনাপতি সাত জন মন্ত্রিকুমার ও রাবণের পুত্র মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হন এবং তিনি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে অবিলম্বে ব্রহ্মাস্ত্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন জানিয়া যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল রাবণকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোক বন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অসীমবল ধীমান হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো।

আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনু-
মানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগর-
তীরে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর-নিকর দ্বারা সমু-
দ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত
হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের
বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন
এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ
রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু
তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস-
নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন
এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে
না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অগ্নির
বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই
কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়া-
ছিলেন এবং ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক যার পর নাই সন্তুষ্ট
হইয়াছিল। পরে তিনি রাক্ষস-প্রধান বিভীষণকে লঙ্কায়
অভিষেক পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাম অমরগণের নিকট বর লাভ পূর্ব্বক বানর-
দিগকে সমর-শয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদ্‌গণ সমভি-
ব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা
করিলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া

ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন। পরে সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্গণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। এক্ষণে তিনি তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকেব জটাভার অবতরণ পূর্ব্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজা-পালন করিতেছেন। তাঁহার এই রাজ্য-কালে প্রজারা হৃষ্ট-পুষ্ট, আধিব্যাধি, বিবর্জিত দুর্ভিক্ষ-ভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক হইবে। পিতা কদাচই পুত্রেব মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। স্ত্রীলোকেরা সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্য-মধ্যে অগ্নিভয় বায়ু-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জল-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্র সকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কালহরণ করিবে। সেই রঘুকুল-তিলক রাম বহু ব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু ও প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এই রূপে তিনি দশ সহস্র দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যে ব্যক্তি এই আয়ুস্কর পবিত্র পাপ-নাশক পুণ্যজনক বেদোপমিত রাম-চরিত পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র পৌত্র ও অনুচরগণের সহিত দেহান্তে

দেবলোকে গিয়া সুখী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

---

## দ্বিতীয় সর্গ।

---

ধর্ম্ম-পরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্ত্ত কাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণ প্রদেশ কর্দ্দম-শূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দ্দম-শূন্য এবং ইহার জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় কেমন স্বচ্ছ, এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গুরু-শুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকির এইরূপ আদেশ

পাইবা মাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তীরবর্ত্তি নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন-সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান করত সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী, ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিত-লিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ, কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্ম-জনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চ-মিথুন হইতে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বার বার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণ-বদ্ধ, অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার

সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানানুসারে তমসায় স্নান করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি, শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথা উত্থাপন করত এক একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাপতির অনুমতি অনুসারে উপবিষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে

লাগিলেন, হায়! স্বৈরাচরণপর পামর ব্যাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রৌঞ্চীর দুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত্র রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীর-স্বভাব বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্ত্তি পাইবে। তোমার এই কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, তত দিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং তত দিন তোমার কীর্ত্তি-শরীর ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যার পর

নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন; গুরুদেব, তুল্যাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিযাছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চরিত হওযাতে তাহা শ্লোক বলিযা প্রথিত হইয়াছে। একণে সেই মহাত্মা এইপ্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্পও কবিযাছেন।

উদারদর্শন অতুলকীর্ত্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথ-তনয রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিযাছেন। এক্ষণে সকলে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগ-সম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদগুণোপেত বাক্যে সঙ্কলিত ঋষি-প্রণীত রাম-চবিত ও রাবণ-বধ শ্রবণ কর।

---

## তৃতীয় সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গ-সাধক হিতজনক সমগ্র রাম-চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্ব্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও

বিধানানুসারে আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্য্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশরথ, ইহাঁদিগের হাস্য পরিহাস, কথাবার্ত্তা ও ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সত্য-সন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে পর্য্যটন করত যেরূপ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য্য করতলস্থ আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যোগবলে এই সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকীর্ত্তিত, কামপ্রতিপাদক, সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার, শ্রবণ-মনোহর রাম-চরিত রচনা করিতে লাগিলেন। রামের জন্ম, তাঁহার বল, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সাধুতা, ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথি-মধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথোপকথন হইয়া-ছিল, তৎসমুদায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, ভার্গবের সহিত রামের বিবাদ ও রামের গুণ সমুদায়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোক-প্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপসংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন, গঙ্গাসন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ সন্দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরতকৃত রামের

প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ, পাদুকা-অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্যগমন, বিরাধবধ, শরভঙ্গদর্শন. সুতীক্ষ্ণসমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান ও সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্য দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখাসংবাদ ও তাহার বিরূপকরণ, খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ, রাবণের সীতাহরণোদ্যোগ, মারীচ-বধ, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, জটায়ুর মৃত্যু, রামের কবন্ধদর্শন, পম্পাদর্শন, শবরীদর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ. হনুমদ্দর্শন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত সখ্যভাব, বালি-সুগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, সুগ্রীবের রাজ্য-প্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রামসুগ্রীব-সংকেত, বর্ষানিশায় আবাসগ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবলসংগ্রহ, দূতপ্রেরণ, পৃথ্বীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গুরীয় দান, জাম্বুবানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতিদর্শন, পর্ব্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাকদর্শন, রাক্ষসীতর্জ্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকানিধন, লঙ্কা-দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কাপুরী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্ত্তব্যাবধারণ, পানভূমিগমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বন গমন, সীতাদর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসী তর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিঙ্কর সংহার, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গর্জ্জন, পুনরায় সাগর লঙ্ঘন, মধুহরণ,

রামকে আশ্বাস দান, মণিপ্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতু-বন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণসংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘনাদ-বধ, রাবণবিনাশ, রামের সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক দর্শন; অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজসমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানুরাগ ও সীতাপরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য সমুদায় বিষয় স্বপ্রণীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

---

## চতুর্থ সর্গ।

---

রঘুকুলতিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ, ও অর্থসংযুক্ত রামচরিতসংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্যমধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তর কাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভপ্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশধারী আশ্রমবাসী

যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাবণবধ নামক সীতাচরিতসংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুরকণ্ঠস্বরসম্পন্ন ছিলেন। উঁহারা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মূর্চ্ছনাতত্ত্ব সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকব, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণসম্মত ষড়্‌জাতি সপ্তস্বর সংযুক্ত, তাললয়ানুকুল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশ ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধ-স্বভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-বৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের

সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! গীতের কি মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল, রামের এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাচ অধুনা যেন তৎসমুদয় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক মধুর উচ্চ ও ষড়্জাদি স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি উচ্চরিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলশ প্রদান করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জানির্ম্মিত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপীন দান করিলেন। কোন এক মুনি সন্তুষ্ট হইয়া এক খানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ চীর বস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাষ্ঠাহরণ রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার এবং কেহ কেহ উদুম্বর-নির্ম্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "স্বস্তি" কেহ বা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রীত মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-সুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও শ্রবণমনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রাম সহসা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম সেই বিনীত রূপ-সম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেবপ্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চস্বরে রাগরাগিণীসহকারে বীণার ন্যায় মধুররবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন। শ্রুতিসুখকর গীতি, সভামধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন রাজা রাম পুনরায় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজচিহ্ন সমুদায় বহন করিতেছেন। ইহাঁরা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর এবং আমারই যশস্কর, অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে গাইতে

কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামের আজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গীত গাইতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন।

## পঞ্চম সর্গ।

প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণ রূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে সগরের গমনকালে ষষ্টিসহস্র পুত্র অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সেই মহীপালগণের বংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গসাধন উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুরধনধান্যসম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোসল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন

দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকসিত-কুসুমসমলঙ্কৃত ও নিয়ত-জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারি দিকে কপাট ও তোরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন এবং প্রাকাররক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজমান। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানা প্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষু-রসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ

বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন আত্মীয়স্বজনবিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তিসকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুলপ্রভাসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতীসদৃশ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

## ষষ্ঠ সর্গ।

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ বেদাঙ্গপারগ পরম ধার্ম্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোকবিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয়

দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি এক জন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবলপ্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল ইহাঁর সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইহাঁর প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ইহাঁর শত্রু সকল বিনষ্ট ও মিত্রদল পুষ্ট হইত। ধনধান্যাদি সংগ্রহনিবন্ধন ইনি সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ত্রিদশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্ম্মার্থকাম অনুসরণ পূর্ব্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্যকালে ঐ নগরীর লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ হৃষ্ট স্বধনসন্তুষ্ট অলুব্ধস্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো অশ্ব ও ধনধান্য সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্মত্ত দুরাচার ও ক্রূর ছিল না। তথায় মূর্খ ও ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নরনারী সকল ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাবসন্তুষ্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্ম্মানুগত ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর ছিল না। সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলেই অঙ্গদ নিষ্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। কেহই

ক্ষুদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতিসঙ্করসমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়নসম্পন্ন ও অনিষিদ্ধপ্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অসূয়া-পরবশ ও অশক্ত ছিল না। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিত। কেহ দীন ক্ষিপ্তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিল না। নরনারী সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অপূর্ব্বশোভাসম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় দেবভক্তিপরায়ণ আতিথেয় কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর ছিলেন। অকাল-মৃত্যু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী সরল-স্বভাব অসহিষ্ণু ও ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য-দেশীয় এবং সিন্ধুপ্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতজাত দিগ্গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ-জাতি সঙ্করজ * ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগ-

* যে হস্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত তাহা ভদ্র, যাহার দেহ স্থূল লোল ও সংক্ষিপ্ত তাহা মন্দ্র এবং যাহার আকার কৃশ ও দীর্ঘপ্রায় তাহা মৃগ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

মন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতিসঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উচ্চ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সর্ব্বতই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না। শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই সুদৃঢ়-তোরণ-যুক্ত অর্গল-সম্পন্ন বিচিত্র-গৃহ-পরিশোভিত লোক-সঙ্কুল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

## সপ্তম সর্গ।

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আট জন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা যশস্বী বিশুদ্ধস্বভাব ও গুণবান্। অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যাকার্য্য-পরিজ্ঞান-বিষয়ে ইহাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিত-সাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুই জন দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ,

জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন লজ্জাশীল নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ অপ্রতিহত-পরাক্রম কীর্ত্তিমান সাবধান স্মিতপূর্ব্বাভি-ভাষী যশস্বী ক্ষমাবান্ ও নৃপতির নিদেশানুবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁরা কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা ক্রোধনিবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয়েরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিযাছে, করিতেছে ও করিবে, দূতমুখে তৎসমুদায়ই অবগত হইতেন। ইহাঁরা সক-লেই ব্যবহার-কুশল। মহারাজ অগ্রে ইহাঁদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোশবৃদ্ধি ও সৈন্যসংগ্রহ বিষয়ে ইহাঁদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁরা নিরপরাধ শত্রুরও হিংসা করিতেন না। ইহাঁরা সকলেই বিপক্ষ-নিবা-রণ-ক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধি-কারস্থ সাধু লোকেরা ইহাঁদিগের প্রযত্নে নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচার পূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিয়া রাজকোশ পূরণ করি-তেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচার-কালে রাজ্যমধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসৎস্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্ব্বত্রই শান্তি-সুখ বিস্তীর্ণ। এই

সকল মন্ত্রী প্রবিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ইহাঁদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদেশেও যে সমস্ত ঘটনা হইত, ইহাঁরা আপনাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তৎসমুদায়ই অবগত হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ইহাঁদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ইহাঁরা সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে পারদর্শী ও সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা মন্ত্ররক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষ্ম-বিচার-পটু নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দূত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্মত প্রজাপালন পূর্ব্বক দেবলোকে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম্ম তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিক-বল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। তাঁহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সন্নত হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠানপর অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী কার্য্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইয়াছিলেন।

# অষ্টম সর্গ।

ঈদৃশপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ পুত্র-কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান্, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তানকামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। বিপ্র! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং

প্রফুল্লমনে তাঁহাকে কহিলেন; মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্র লাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ অশ্বমোচন ও সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানাপ্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। একারণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে শান্তি-কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রি-বর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তানকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহী-পালের এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়-কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

---

## নবম সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভি-মত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপ-নারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করি,

শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, তপোধনগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বনমধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও বনচারী হইয়া কালযাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু জানিবেন না। লোকমধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন, যে মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য * ও গৌণ † এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত অগ্নিপরিচর্য্যা ও পিতৃশুশ্রূষায় বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্ব্বভূতভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্ব্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রৌত কার্য্য অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়-

---

* যিনি ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করেন, তিনি মুখ্য ব্রহ্মচারী।

† যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দারগ্রহণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করেন, তিনি গৌণব্রহ্মচারী।

মের আদেশ করুন। তখন ঐ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণ নৃপতিকে কহিবেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে হউক রাজ্যমধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তার বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিয়া অমাত্যগণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও পুরোহিত ইহাঁরা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনতমুখে অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এই রূপে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারিবৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই ঋষিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তান-কামনা পূর্ণ করিবেন। মহারাজ!

সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

## দশম সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! অঙ্গরাজ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্ত্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ যে রূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা কখনই বিফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগরমধ্যে আনয়ন করিব, অপনি অবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন।

রূপবতী বারযুবতীরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া তথায় গমন করুক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

রাজা লোমপাদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই কার্য্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতিবিলম্বে সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন কোথাও যাইতেন না। জন্মাবধি নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই এবং তত্রত্য কোন প্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান করিতেছিল, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তৎকালে মধুর স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য দুরন্তর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আমাদিগের

একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরস পুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য্য, ইহা এই ভুলোকে প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, ঐ অদূরে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথায় বিধি পূর্ব্বক তোমাদিগের অতিথিসৎকার করিব।

অনন্তর সেই সমস্ত বারমহিলা ঋষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফল মূলাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকেব ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবাব মানসে তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগেব এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন, আপনাব মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত মনে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য উপযোগ করিয়া মনে করিলেন, যাঁহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কালহরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাঁহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই।

অনন্তর সেই সমস্ত চারনারী মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভাষণ

পূর্ব্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনীগণসংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক কহিল, সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষ রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারাও উঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা লোমপাদ বৃষ্টির সহিত তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া, ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্তমনে শান্তাকে সমর্পণ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্য-

শৃঙ্গ সর্ব্ব-কাম-সম্পন্ন হইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

---

## একাদশ সর্গ।

মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান্ সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন; আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহাঁর সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার বংশরক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহাঁকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা অবধারণ পূর্ব্বক পুত্রকলত্র-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্ট-মনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পুত্রার্থ ও স্বর্গ-লাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্য-শৃঙ্গকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যা-হারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন উপবন, নদ নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোম-পাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্র বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ-

কার্য্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্ত্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন বৎস! তুমি সহধর্ম্মিণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচারিত মনে শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর তিনি লোমপাদের আদেশে ভার্য্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও সুহৃৎকে সম্ভাষণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রমণ-কালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলিবন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসিদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যা-গমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহীপাল, ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খ-ধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ হইতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনদেবকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র, ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মান পূর্ব্বক নগরমধ্যে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসিরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার আগমন নিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচনা শান্তাকে ভর্ত্তার সহিত উপস্থিত দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা, মহীপাল দশরথ ও ঐ সমস্ত মহিলার প্রযত্নে সবিশেষ সমাদৃতা হইয়া ভর্ত্তার সহিত পরম সুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

---

## দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহুদিন অতীত ও মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবদীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। তখন রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের নিদেশানুসারে সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ,

বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণ-গণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিত পদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্র-লাভের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ ও শান্তি নাই। এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। এই ঋষিকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি-লেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ, অশ্ব মোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। আপনার যখন সন্তানার্থ এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুল্ল মনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান ঋষি কর্ত্তৃক অনুহৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজা মাত্রেরই এই যজ্ঞসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধা-

রণের সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞ-তন্ত্রবিৎ ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে শান্তি কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য্য-কুশল, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতি-বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

## ত্রয়োদশ সর্গ

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে

আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবদীয় কার্য্য ভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব।

অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবীণ, পরমধার্ম্মিক স্থবির, স্থপতি, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্ত্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি-নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পান-সমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালা সকল নির্ম্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত কর। দেখ, এই যজ্ঞে তোমরা যাহাকে যাহা দিবে সকলকেই সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিবে। যাহাতে লোকে আদর পাইলাম বলিয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এইরূপ আদর করিবে। কামক্রোধ বশত কাহাকেও অবমাননা

করিও না। যে সমস্ত পুরুষ ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সৎকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীতমনে আমার এই নির্দেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিযাছি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহারও অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়েও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্ম্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্য শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্ব্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমান পূর্ব্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃৎ, এই কারণে আমি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নেব প্রযত্ন করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোসলরাজ, এবং মহা-

বীর সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইহাঁদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্ব্ব-দেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয়, সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণকে দশরথের নির্দ্দেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইহাঁ-দিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্ম্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মহর্ষিকে নিবেদন করিল। তখন মহর্ষি তাহাদিগের প্রতি যৎপরো-নাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কাহাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহা-দিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি। ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্ন

পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। এই যজ্ঞভূমি, সংগৃহীত সকল প্রকার অভিলষিত দ্রব্যে পরিপুর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্ম্মিণীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

## চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর কাল পুর্ণ ও পুর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়া-ক্রম-কাল অনুসরণ

পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টি-বিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ-শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া হৃষ্ট মনে যথাবিধি প্রাতঃ-সবনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমত ইন্দ্রের আহুতি প্রদত্ত হইল। তৎপরে রাজাও নির্ম্মল অন্তঃকরণে অভিযুক্ত হইলেন। অনন্তর মধ্যন্দিন-সবন, তৎপরে তৃতীয় সবন কার্য্য যথাক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সাম গান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞাংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাকৃত ও অজ্ঞানত কোন কার্য্য পরিত্যক্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূত ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্য্যে শ্রান্তিবোধ হইল না। উঁহাদের প্রত্যেককে অন্যূন-এক শত অনুচর নিরন্তর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র তপস্বী ও সন্ন্যাসী সকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা যথেচ্ছ আহার করিতে লাগিল; এবং ভোজ্য দ্রব্যের পারিপাট্য হেতু সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কেহই আর পরিতৃপ্ত হয় না; 'অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও, সকলেরই মুখে এই কথা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিযুক্ত পুরুষেরা যাহার

যেরূপ প্রার্থনা, অকুণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্ব্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা দিক্‌দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞদর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা অন্নপানে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ লাভ করিলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত বাক্য রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল, এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা সুধীর ব্রাহ্মণেরা সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরাল কালে পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত কার্য্য-কুশল বিপ্র শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে এমন কোন ব্রাহ্মণই ব্রতী হন নাই। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্রবিচারে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজ্ঞে বিল্বনির্ম্মিত ছয়টি, খদিরনির্ম্মিত ছয়টি, পলাস-নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত একটি ও দেবদারুনির্ম্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র-বিশা-

রদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যূপোৎ-ক্ষেপণ-কাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ এক-বিংশতি-অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ তাবৎসংখ্যক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুবর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অষ্টকোণবিশিষ্ট সুদৃঢ়-নির্ম্মিত মসৃণ যূপ সকল বিধিবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষি-গণের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপ-লক্ষে যথাপ্রমাণ ইষ্টক সকল নির্ম্মিত হইযাছিল। শিল্পকর্ম্ম-কুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেব-গণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী সকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্ম-কামনায় স্থির চিত্তে এক রাত্রি অতি-বাহিত করিলেন। হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে * অশ্বের সহিত

* ক্ষত্রিয় রাজারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতীয়েরই কন্যা পরিগ্রহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রৌতকার্য্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বশা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনাব পাপ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সেই বশাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষোল জন ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সমুদায় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যান্যরূপ যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ করাই বিধি। ঋত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান। ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ্য ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ-কালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভুর সৃষ্ট অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ এই রূপে সমাপন পূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক্ দক্ষিণা দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে এই রূপে ভূমিদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হই-লেন। অনন্তর ঋত্বিকগণ সেই বীতপাপ মহীপাল দশরথের এইরূপ দানশক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবী রক্ষা করুন। আমরা

প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত। আমরা কোন ক্রমেই এই কার্য্যে পারগ নহি। বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? আপনি ভূমির মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ, ধেনু বা উপস্থিতমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তখন রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত দান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান্ বশিষ্ঠ ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই রূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রীত হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকৃতি প্রণতিপর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্ব্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি এই

রূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনার চারিটি বংশধর পুত্র অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

## পঞ্চদশ সর্গ।
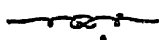
অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, তপোধন! যাহাতে আমার বংশলোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার

করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন; তন্নিবন্ধনই আমরা তৎকৃত সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া আছি। ঐ দুর্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে এবং অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। সে বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ, ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোর-দর্শন রাক্ষসের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কি রূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অব-ধারণ করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহি-লেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করি-য়াছি। সে বরগ্রহণ-কালে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া-ছিল, যে 'দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না', আমি তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নামগন্ধও করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে; তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। তখন সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি

ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবা-করের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্তব করিযা কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য্য-ভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষির ন্যায তেজস্বী। ইহাঁর হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি-সদৃশ তিন মহিষী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর এবং মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহু-বল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর বীর্য্যমদে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল নন্দন কাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় মূর্খ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনি-গণের সহিত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। দেব! তুমি আমাদিগের সকলেরই পরম গতি। তুমি সেই সুরশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও।

ত্রিলোক-পূজিত দেব-প্রধান বিষ্ণু এইরূপে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে। আমি সেই

দুর্দ্ধর্ষ, দেবর্ষিগণের ভয়-কারণ ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন পূর্ব্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিষ্ণু দেবগণকে এই রূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জন্মস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবার অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব রুদ্র ও অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, দেব। তুমি সেই বরলাভ-গর্ব্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ত্রিলোক-পীড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক অতিভীষণ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন করিও।

## ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ঋষিকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব,

তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন সুরগণ সেই অবিনাশী পুরুষকে কহিলেন, বিষ্ণু। তোমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার করিয়া সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। পূর্ব্বে সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রজাত সর্ব্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। শত্রুনাশন! ব্রহ্মা ঐরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্যহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন, বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুর-সমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্ত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত রজতময়-আচ্ছাদন-যুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্ব্বাঙ্গ

দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভ-লক্ষণযুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য পুরুষ গর্ব্বিত শার্দূলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্য-প্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্ব্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের কর নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণী-

গুণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এই রূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণী-দিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য-পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা তাঁহার ঈদৃশ অপক্ষপাত দর্শনে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভ ধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর, সিদ্ধ ও ঋষিগণ-পুজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

---

## সপ্তদশ সর্গ

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী

সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সকল সৃষ্টি কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর তুল্য বিক্রম, অন্যের অবধ্য, সন্ধি-বিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্যদেহযুক্ত, সর্ব্বাস্ত্রগুণবিৎ ও অমৃতাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা এক্ষণে গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীশরীরে তুল্যবল বানর সকল সৃষ্টি কর। পূর্ব্বযুগে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্যদেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছা-বিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালিকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে, এবং অনল স্বপ্রভ নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল বল, বীর্য্য, তেজ ও যশঃপ্রভাবে হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরে প্রখ্যাত-রূপ-সম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জ্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধি-মান্, বলবান্ হনূমানকে উৎপাদন করিলেন। এই রূপে

অমিতবল, কবি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ, কামরূপী যে সকল বানব দশাননের বিনাশসাধনেব নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লূক ও গোলাঙ্গূল সকল সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তাহারই সহিত প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীরসকল প্রস্তুত হইল। এই রূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট মনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানর সকল সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বানব দর্পে শার্দূল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্ব্বত ও শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশাবদ নখ ও দশনপ্রহাবে সুপটু। এই বানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গম সকল নিপাতিত, পর্ব্বত বিচালিত, বেগপ্রভাবে মহাসাগব বিক্ষোভিত, পদাঘাতে পৃথিবী বিদারণ ও স্থিব পাদপ সকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তবণ করিতে পারে। এইরূপ কামরূপী অসংখ্য যূথপতি বানর উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যূথপতিব মধ্যে আবার প্রধান যূথপতি সকল জন্মগ্রহণ কবিল। তৎপবে মহাবীর যূথপতি-শ্রেষ্ঠ সকলও সৃষ্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্ব্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। কতকগুলি সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালি এবং কতকগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে

আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহু বালি স্বভুজবীর্য্যে ভল্লুক গোলাঙ্গুল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃঙ্গতুল্য নানা-স্থানস্থিত নানা-লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্ব্বত-বন-সাগর-সমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

---

## অষ্টাদশ সর্গ।

মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা-নিয়ম সমাপন করিয়া বল ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুরপ্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জ্বলবেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ বশিষ্ঠ-প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া পুর প্রবেশ করিলেন। তিনি পুর প্রবেশ করিলে ঋষ্য-

শৃঙ্গ ভার্য্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সৎকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এই রূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপত্তির অপেক্ষায় পরম সুখে পুরমধ্যে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, দিব্যলক্ষণাক্রান্ত, মহাভাগ, মহাবাহু, রক্তোষ্ঠ, আরক্ত-লোচন, দশরথের আনন্দ-বর্দ্ধন, দুন্দুভির ন্যায় গভীরস্বর, জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-প্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যার পর নাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণালঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত মহাবীর সর্ব্বাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্ম্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীন লগ্নে এবং শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন

প্রিয়দর্শন এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যা নগরীতে সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথ সকল নটনর্ত্তকপূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থানে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিবিধ রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশঃ সেই সমস্ত প্রশস্ত রাজপথ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ স্থত মাগধ ও বন্দিদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্ট-মনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ ও অপরটির নাম শত্রুঘ্ন হইল। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসীদিগকে প্রচুর পরি-মাণে ভোজন করাইয়া বসিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। সেই রাজকুমারগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পিতার প্রীতি-কর ও স্বয়ম্ভুর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইলেন। রাজ-কুমারেরা বেদবিৎ, মহাবীর, সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎ-পর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে

তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু ছিলেন; এবং পিতৃশুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ শৈশবাবধি আপনার অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম, রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না; জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতীত কদাচই ভোজন করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয়ে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গুণ-সম্পন্ন লজ্জাশীল কীর্ত্তিমান ও দূরদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্র সকল লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত সমবেত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয়

বিশ্বামিত্র, তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন-সংবাদ দেও।

তখন দ্বারপালেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ। কুশিক-তনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বর পুরোহিতগণের সহিত একাগ্র মনে হৃষ্টান্তঃকরণে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন তদ্রূপ সেই কঠোরব্রত তেজঃপ্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতি-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোশ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং শত্রুগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানুষ কার্য্য ত সম্যক্ সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিগণের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজ-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম সমাদরে সংকৃত হইয়া উপ-বিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদারপ্রকৃতি দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বহুমান পূর্ব্বক কহিলেন, তপো-ধন! আপনার আগমন সুধারস লাভের ন্যায়, জলশূন্য প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্য্যার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, অনুদ্দিষ্ট পদার্থের পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায়

এবং উৎসবকালীন হর্ষের ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি, আদেশ করুন, আমি সন্তোষের সহিত কি প্রকারে তাহা সাধন করিব? আপনি সেবার যোগ্যপাত্র। আমার শুভাদৃষ্ট বশত অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আমার জন্ম সফল, জীবনেরও সম্যক্ ফল লাভ হইল। বলিতে কি, আজ আমার রজনী সুপ্রভাত, অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজর্ষিত্ব, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য। আপনার এই পরম পাবন আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে! প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংকোচ করিবার আবশ্যকতা নাই; আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম্মসঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয় সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই শ্রুতি-মধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

## ঊনবিংশ সর্গ

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এই রূপ বিস্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে জন্মিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বসিষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং এই রূপ বাক্যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করা আপনার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই রূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে, আমি যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে তৎসাধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইযাছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সংকল্পের এই রূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিযা আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। হা! এই কার্য্যে আমার যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিঘ্ন দেখিয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি। যজ্ঞ সাধন করিবাব কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর

রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজঃ-প্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোক-প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইহাঁর সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইহাঁর নিমিত্ত ভীত হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইহাঁর বিক্রমে রণস্থলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। রাম ব্যতীত ঐ দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন অংশেই রামের সমকক্ষ নহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ঐ দুই নিশাচর রামশরে সমরে শয়ন করিবে। আমি, এবং মহর্ষি বসিষ্ঠ, ও অন্যান্য তাপস, আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বসিষ্ঠ-প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এ বিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপনার ধর্ম্মলাভ ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পদ্মপলাশলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি রামকে স্বকার্য্য-সাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতা মাতার প্রতি আর তাদৃশ আসক্তি নাই। অতএব এক্ষণে ইহাঁকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই করুন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না। আপনার মঙ্গল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া শোকাকুল চিত্তে কম্পিতকলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত ও বিষণ্ন হইলেন।

# বিংশ সর্গ।

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথায় মুহূর্ত্ত কাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর, রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইহাঁর সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্র-বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার ভৃত্য। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক্ সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত

বালক ও অকৃতবিদ্য; অস্ত্রশিক্ষায় ও যুদ্ধে আজিও ইহাঁর পটুতা জন্মে নাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল-বিচারেও সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ রাক্ষসেরা কূটযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। তপোধন! রাম ব্যতীত মুহূর্ত্ত কাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপনার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। দেখুন ষষ্টি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতিক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাহাদের আকার কি প্রকার এবং পারাক্রমই বা কিরূপ? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি, আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট-যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্য্যমদে উন্মত্ত ও দুষ্টস্বভাব, আমি কি উপায়েই বা উহাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, রাবণ নামে পুলস্ত্যবংশোৎপন্ন মহাবল মহাবীর্য্য এক রাক্ষস আছে। সে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ত্রিলোকের সমস্ত লোককে অতিশয় পীড়ন

করিতেছে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।

রাজা দশরথ কহিলেন, তপোধন। আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট। এক্ষণে আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার দেবতা ও গুরু। জানিলাম সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বলবানদিগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচ সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার পুত্রগণকেই সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়ত সে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু কালান্তক যমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিবে; সুতরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হস্তে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্য-

ন্তরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। অন্যথা, আমরা সকলেই অনুনয় পূর্ব্বক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের কথা পরিত্যাগ করুন।

রাজা দশরথ এই রূপে বিশ্বামিত্রের আশা ভঙ্গ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

---

## একবিংশ সর্গ

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদ্গদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই, তুমিও আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুখে কালহরণ কর।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র পৃথিবী

বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও অন্তরে ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোককে একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইক্ষ্বাকু বংশে দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম্মত্যাগ করা আপনার সদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, আপনাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া লোকে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। অধর্ম্ম-ভাব বহন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন বা নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের রক্ষক, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বল-বান্, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্ব্বে যখন এই মহাত্মা রাজ্যশাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণি ইঁহাকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে জয়া বর লাভ করিয়া অসুরসৈন্য সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চা-

শত এবং সুপ্রভাও সংহার নামে উৎকৃষ্ট পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ; মহাবীর্য্য, দীপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইঁহার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষির প্রভাব এই রূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থ আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা হইল না।

## দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা

রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথ রামের মস্তক আত্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধূলিসম্পর্কশূন্য সুখস্পর্শ সমীরণ পদ্মপলাশলোচন রামকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদুমন্দ ভাবে বহিতে লাগিল, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল, অযোধ্যার চারি দিকে শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম ও তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই সুকুমার রাজকুমারের শরাসন তূণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইঁহারা যখন সমবেশে ত্রিশীর্ষ সর্পের ন্যায় ভীমভাবে বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীকুমারেরা পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। ফলত ইঁহাদিগের গমনকালে দশ দিকে এক অনির্ব্বচনীয় শোভার আবির্ভাব হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে বহু পর্য্যটনেও শ্রান্তি জ্বর ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা কার্য্যান্তর প্রসঙ্গে অনাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে

রাক্ষসেরা তোমায় পরাভব করিতে পারিবে না। বৎস। এই মন্ত্র জপ করিলে এই পৃথিবীতে—কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোকমধ্যেও তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, কি তত্ত্বজ্ঞান, কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহার বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যাবলে সর্ব্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিবে। ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কদাচ ক্লেশ দিতে পারিবে না এবং ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব দুইটী বিদ্যা পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। তুমি যোগ্য পাত্র বলিয়া আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তোমার যথেষ্ট গুণ আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়ম পূর্ব্বক এই দুইটী বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে।

অনন্তর ভীমবিক্রম রাম সহাস্যমুখে আচমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন প্রখর সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্য্য সকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূতটে রজনী যাপন করিতে

লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অনভ্যস্ত তৃণশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না।. রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল।

## ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, বৎস। প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোত্থান কর। এক্ষণে শৌচক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম বিশ্বামিত্রের মধুর আহ্বানে লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্নান অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাপন পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ গমন কবিতে করিতে দেখিলেন, একস্থলে ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গা-সরযূর শুভ সঙ্গমে একটী পবিত্র আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকন পূর্ব্বক বৎ-

পবোনাস্তি প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে বাস কবিতেছেন? আপনি বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য কবিয়া কহিলেন, বাম! এইটি যাঁহাব আশ্রম ছিল, কহিতেছি, শুন। লোকে যাঁহাকে কাম বলিযা নির্দ্দেশ করিযা থাকে, পূর্ব্বে সেই অনঙ্গ দেব মূর্ত্তিমান্ ছিলেন। তাঁহাবই এই আশ্রম। একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিযা দেবগণেব সহিত বিলাস-স্থানে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসবে ঐ নির্ব্বোধ কাম তাঁহাব চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষকলুষিত লোচনে হুঙ্কাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র কামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইযা যায। তদবধি তিনি অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। বাম! এই স্থানে কাম অঙ্গ পবিত্যাগ কবিযাছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশেব নাম অঙ্গদেশ হইযাছে। এই সমস্ত আশ্রমস্থ ধর্ম্মপবায়ণ মুনি পূর্ব্ব-পুরুষ-পবম্পবা-ক্রমে তাঁহাবই শিষ্য। ইহাঁরা নিষ্পাপ। বৎস! আজ আমরা এই গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গমে বজনী যাপন করিযা কল্য ইহা পার হইয়া যাইব। আইস, এক্ষণে আমবা স্নান জপ ও হোম সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয হইতেছে। এই খানে থাকিলে আমরা পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে পাবিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপো-বনবাসী তাপসেরা তপোবললব্ধ দিব্য-জ্ঞান-প্রভাবে তাঁহা-দিগকে উপস্থিত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎকার করিয়া, পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর ঐ সকল মহর্ষি উঁহা-দের নিকট প্রতিপূজা লাভ পূর্ব্বক নানা কথাপ্রসঙ্গে তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইযা আসিল। তখন সকলে অনন্য-মনে যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। পরে শয়ন-কাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইযা গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেই সকল ব্রতপরাযণ ঋষিদিগের সহিত পরম সুখে সেই সর্ব্ব-কামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিযা অতি মনোহর কথায় প্রিয়-দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

---

## চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিযা সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। এই অবসরে আশ্রমবাসী ঋষিরা একখানি উৎকৃষ্ট নৌকা আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই দুই রাজকুমারের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যান।

বিশ্বামিত্র ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তরণীযোগে সেই সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরঙ্গ-সঙ্গ-পরিবর্দ্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর জল-রাশি নিপীড়িত করিয়া চলিযাছে, তাহারই কি এই তুমুল শব্দ? মহর্ষি, রামের এই রূপ কৌতূহলপূর্ণ বাক্যে কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহার মানসী সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর। যে নদী অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরযূ। রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছেন। দেখ, নৌকার আগমনবেগে গঙ্গা ও সরযূর জল আন্দোলিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ সমাধান পূর্ব্বক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিয়া উহার দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসঞ্চারশূন্য, অতি ভীষণ এক অরণ্য রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! এই বন কি দুর্গম? ইহা নিরন্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ এবং ভীষণ-শ্বাপদ-কুলে সমাকীর্ণ। এই বনের মধ্যে নানাপ্রকার পক্ষী ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তী ইতস্ততঃ ধাবমান। ধব, অশ্বকর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক পাটল ও বদরী প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী চারি দিকে বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ অরণ্যটী কাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর বন যে অধিকার করিয়া আছে, কহিতেছি শুন। বহু দিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দেবনির্ম্মিত সুসমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধ-কালে ক্ষুধার্ত্ত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজলপূর্ণ কলশে তাঁহাকে স্নান করান এবং তাঁহার দেহ হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। এই স্থানে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) অপনীত হইল দেখিয়া উঁহারা অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। এবং ইন্দ্রও নির্ম্মল ও ক্ষুধা-শূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ হন। পরে তিনি এই ভূভাগের উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্টি লাভ করিয়া কহিলেন, যে যখন এই প্রদেশ আমার শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে অতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ

হইবে। এই ব্যাপারে দেবগণ তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতিসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্য্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহুযুগল বর্ত্তুলাকার, মস্তক সুপ্রশস্ত, মুখ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শনা রাক্ষসী সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্দ্ধযোজনেরও কিছু অধিক দূরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নিদেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিয়া আছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরী এই বন উৎসন্ন করিতেছে, অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না, উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে এই বন এই রূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

## পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, 'যক্ষদিগের শৌর্য্য বীর্য্য অতি যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা' কি রূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এই রূপ বল লাভ করিয়াছে, শুন। পূর্ব্বে, সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে এক সময়ে সন্তান-কামনায় সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নাম্নী এক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার বরে ঐ কন্যার দেহে সহস্র হস্তীর তুল্য বলবীর্য্য হয়। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোকপীড়া পরিহারার্থ সুকেতুর পুত্র-কামনা পূর্ণ করেন নাই।

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভনন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পন করে। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে

তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্য্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতু-সুতা তাড়কাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক্। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃত বেশে বিকটাস্যে মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস্, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর্। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্ব্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ, চাতুর্ব্বর্ণের হিতের নিমিত্ত রাজকুমারের ইহা কর্ত্তব্যই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে বিরোচনসুতা মন্থরা পৃথিবী বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল। সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার

করেন। আর মহর্ষি শুক্রের জননী পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র অধর্ম্মশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

## ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রঘুকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। সুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই দুই কারণে, আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব, কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো ব্রাহ্মণের হিত এবং দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ রবে চতুর্দ্দিক

প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীব-জন্তু সকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। রাক্ষসী তাড়কা আকুল হইয়া ধনুর জ্যাঘাত শব্দ লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই 'বিকটাননা বিকৃতদশনা দীর্ঘাঙ্গী রাক্ষসীকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ঐ যক্ষীর আকার কি ভয়ঙ্কর! উহারে দেখিলে কি ভীরু কি সাহসী সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দেখ আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভবশক্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা হইতেছে না।

এই অবসরে তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে ভৎসনা করিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা অন্তরীক্ষে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তার পূর্ব্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শরজালে ঐ রাক্ষসীর শিলাবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও

তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন হইযা রাক্ষসীমাযায রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবৃষ্টি ও প্রচণ্ডভাবে রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, রাম! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী পাপীয়সী ক্রমশই আপনার মাযাবল পরিবর্দ্ধিত করিবে। বিশেষতঃ নিশাচরেরা সন্ধ্যার সময় যার পর নাই দুর্নিবার হইয়া থাকে, অতএব সায়ংকাল উপস্থিত না হইতেই তুমি ইহাকে বধ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছিল। রাম কণ্ঠস্বরে তাহার সন্ধান পাইয়া, পরে শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ স্থির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শরনিকরে তাহাকে রোধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহাবেগে আসিতে দেখিযা শর দ্বারা তাহার হৃদয বিদ্ধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া এই ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা স্বচক্ষে এই রাক্ষসীর বিনাশ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে রামের

প্রতি তোমায় একটি স্নেহের কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রদিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়-দর্শন! আইস, আজ আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্য-মধ্যে রজনী অতি-বাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

---

## সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিয়া হাস্যমুখে মধুরস্বরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি

তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে তোমাকে প্রীতিনিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অদ্ভুত। অন্যের কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব্ব উরগ ও সুবাসুরগণও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তুমি ঐ অস্ত্র-প্রভাবে তাঁহাদিগকে অক্লেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈব শূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রাহ্ম অস্ত্র; মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম্ম পাশ, কাল-পাশ, বারুণ পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাক্ষসগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। পরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শত্রুতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্র শস্ত্র তুমি শীঘ্রই আমা হইতে গ্রহণ কর।

অনন্তর বিপ্রবর বিশ্বামিত্র দেবদুর্লভ মন্ত্রাত্মক অস্ত্র শস্ত্র রামকে প্রদান করিবার মানসে পূর্ব্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে

লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, রাম! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্য্যই সাধন করিব।

রাম প্রসন্ন মনে তাঁহাদিগের অঙ্গে করস্পর্শ পূর্ব্বক গ্রহণ স্বীকার করিয়া কহিলেন দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রাম অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রীতমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

---

## অষ্টাবিংশ সর্গ।

এই রূপে রাম পবিত্র হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্ল-মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে এই সকল অস্ত্রের উপসংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ধৈর্য্যশীল শুদ্ধস্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহার-

মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক পরিশেষে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যে আজ্ঞা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে ঋষি-প্রদত্ত অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র দিব্য-দেহ-যুক্ত প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত-অঙ্গার-সদৃশ, কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ এবং কেহ কেহবা চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, পুরুষপ্রধান! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব। রাম কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমার স্মৃতিপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

রামও প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্র শস্ত্র অবগত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে মধুর বাক্যে

মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! ঐ পর্ব্বতের অদূরে নিবিড় মেঘের ন্যায় পাদপদল অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান অতিরমণীয়। উহার ইতস্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও পক্ষিগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। আমরা একটী লোমহর্ষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সঞ্চারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। বলুন, ইহা কাহার আশ্রম? ব্রহ্মন্! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দুরাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে?

---

## ঊনত্রিংশ সর্গ

অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের পূর্ব্বাশ্রম। এই স্থানে বামন দেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু তপোনুষ্ঠানার্থ বহু সহস্র বৎসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোক-

বিখ্যাত বিরোচন-তনয় দানবরাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ববীর্য্যেপরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময়ে ঐ বলি মহা সমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্ণুব সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, বিষ্ণু! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ কবিয়াছে। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সুবকার্য্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ দিগন্ত হইতে যাচকেরা ঐ যজ্ঞে আগমন কবিতেছে। দানবরাজ বলিও যাহার যেরূপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক খর্ব্বকায় হইয়া দেবগণের শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বৎস! যখন সুরগণ নাবায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুবোধ করেন, তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজঃ-প্রদীপ্ত ভগবান্ কাশ্যপ দেবী অদিতিব সহিত দিব্য সহস্র বৎসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপন পূর্ব্বক বরদানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, দেব! তুমি তপোময় তপোরাশি তপোমূর্ত্তি ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি তপোবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। প্রভো! আমি তোমার শরীরেব মধ্যে এই সমুদায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বর দানের উপযুক্ত, এক্ষণে

তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত হও। দনুজদলন! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণকে সাহায্য দান কর। তোমার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই স্থানে বাস করিতেছ তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুর-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এস্থান হইতে উত্থিত হও।

অনন্তর নারায়ণ, দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোকহিতার্থে পাদত্রয়ে এই ত্রিলোক আক্রমণ করি-লেন। রাম! এই রূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছি-লেন। বৎস! বামনদেব পূর্ব্বে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস! আজ আমরা সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে

সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র-যুক্ত নীহার-নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব এক শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও অতিথিসৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা কহিলেন, অবিলম্বেই তৎসমুদায় সফল হউক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঐ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। স্কন্দ ও বিশাখ-সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া রাত্রি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ সমাপন পূর্ব্বক হুত হুতাশন এবং সুখাসীন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিলেন।

---

## ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থ যে সময়ে

মারীচ ও সুবাহুকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, যেন সেই কাল কোনও মতে অতীত না হয়। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যত দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত এই জন্য মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসেরা মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন, তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। অতএব তোমরা আজ অবধি এই কএক রাত্রি তপোবন রক্ষা কর।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ আদেশে শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রাবেগ পরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণার্থ নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত। তখন রাম সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এ দিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মা, পুরোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞকার্য্য সাধন করিতেছিলেন। কুশ, কাশ, স্রুক, সমিধ, কুসুম ও পানপাত্র ঐ বেদির চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইত্যবসরে সহসা ঐ

বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। বর্ষাকালে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া, ভীষণ গর্জ্জন মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, রাক্ষসেরা সেইরূপ আড়ম্বরে নানা প্রকার মায়া বিস্তার পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচর সকল উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া যজ্ঞ-বেদির উপর অনবরত রক্ত-ধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-পাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দেই। এই বলিয়া তিনি রোষভরে শরাসনে তেজঃ-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম মারীচকে অস্ত্র-বল-পীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণ্যমান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত বুঝিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ! আমার এই মনু-প্রযুক্ত মানবাস্ত্র মারীচকে বিনাশ করিল না, কিন্তু উহাকে বিচেতন করিয়া দূরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পাপাচারী রক্ষের অপ-

ক্ষারী নির্ঘৃণ রক্তপায়ীদিগকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে কার্ম্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান এবং লক্ষ্মণকে হস্ত-লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু রাম-শরাসন-নির্ম্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। এইরূপে মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন, এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থতই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

---

## একত্রিংশ সর্গ।
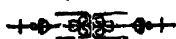
মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ এই রূপে রাক্ষস-বিনাশ পূর্ব্বক পুলকিত মনে সেই তপোবনে রাত্রি যাপন করিতে লাগি-

লেন। শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে।

তখন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ রামকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় যাইলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞসভায় উহা দান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা কি, সুরাসুর রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরাও ঐ কঠোর ও ভীষণ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিতে পারেন না। অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আসয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন রূপেই উহাতে গুণ-সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট মুষ্টি-বন্ধন-স্থান-যুক্ত ধনুঃরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল-স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপস-গণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদি-গকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর দিকে ভাগী-রথীতীরে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি এই বলিয়া সিদ্ধাশ্রম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য লইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের মৃগ পক্ষী সকল কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতি-ক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংকালীন স্নান সমাপন ও অগ্নিহোত্র সমাধান পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উপবিষ্ট হই-লেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে, রাম ও লক্ষ্মণও তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহর্ষি কৌশিকের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরে রাম কৌতুহল-পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

# দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্ম্মশীল এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান্ স্বয়ম্ভুর পুত্র। তাঁহার ভার্য্যার নাম বৈদর্ভী। সজ্জন-প্রতিপূজক মহাতপা কুশ এই সৎকুল-প্রসূতা পত্নী হইতে রূপগুণে আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। ইঁহারা সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম সুপ্রচার করিবার আশয়ে এই সমস্ত ধার্ম্মিক সত্যবাদী পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে প্রজাপালন করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর কুশের আদেশে উঁহারা নগর সকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী, ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অমূর্ত্তরজা হইতে ধর্ম্মারণ্য ও বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হইল। বৎস! এই গিরিব্রজ নামক স্থান, এই পাঁচটি শৈল ও এই শোণা নদী মহাত্মা বসুরই অধিকৃত। এই সুরম্য নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ ইহার পার্শ্বদ্বয়ে শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘৃতাচী রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী ছিলেন। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। কাল সহকারে এই সকল কন্যা রূপযৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠে। একদা তাহারা নানারূপ সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া বর্ষাগমে সৌদামনীর ন্যায় উদ্যানে আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্যে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। এই অবসরে বায়ু উঁহাদিগকে মেঘান্তরিত তারকার ন্যায় সুদৃশ্য দেখিয়া কহিলেন, কামিনীগণ। আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও।

কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল, প্রভঞ্জন! তুমি লোকের অন্তরের ভাব সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগের অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। নির্ব্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা; পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ভগ্ন ও তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সভয়ে পিতার আলয়ে গমন করিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবিরল-বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপন্না দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল কে তোমাদের প্রতি এই প্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে! মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না! কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাজকুমারীগণ ধীমান্ কুশনাভের পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! সর্ব্বব্যাপী বায়ু অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া

আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন; আমরা স্বাধীন নহি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, হয় ত তিনিই আমাদিগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু পিতঃ, সেই দুরাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিকৃতরূপ করিয়া দিল।

তখন কুশনাভ কন্যাদিগের দুরবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা বায়ুর প্রতি যথোচিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গৌরব রক্ষা করিয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষই হউক, ক্ষমা উভয়ের ভূষণ। দেখ, সুরগণ সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বায়ুর প্রতি অনুরাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে। তোমাদিগের যে রূপ ক্ষমা, অতঃপর আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই এই রূপ শিক্ষা করুক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম্ম; ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সুরবিক্রম মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবং দেশ কাল বিচার পূর্ব্বক রূপ-গুণে অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত তাহার সৎ পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চূলী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী সদাচার

আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। তৎকালে সোমদা নাম্নী ঊর্ম্মিলা-গর্ভ-সম্ভূতা কোন এক গন্ধর্ব্বকন্যা উঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণতি-পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর পরিচর্য্যা করিত। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঋষি সেই ধর্ম্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে। আমি তোমার পরিচর্য্যায় যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, বল, তোমার মঙ্গল হউক।

তখন সোমদা মহর্ষির পরিতোষে অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া মধুর স্বরে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা, ব্রহ্মশ্রী-সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে এক ব্রহ্মযোগী ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করি নাই, করিবও না। অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুকম্পা করুন। আমি আপনার কিঙ্করী, আপনি যথাবিধান আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মর্ষি চুলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিলেন। যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুরী প্রস্তুত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার কন্যাদানের সংকল্প করিলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রতুল্য মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে ঐ শত ভগিনীর পাণি-স্পর্শ করিবামাত্র উহাঁদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহাঁরা পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব শ্রীলাভ করিলেন। নৃপতি কুশনাভও কন্যাগণকে সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা পুত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ হইল দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং রাজা কুশনাভকে ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার বধূগণের অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

---

## চতুস্ত্রিংশ সর্গ

বৎস! ব্রহ্মদত্ত দারগ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ কুশনাভ পুত্রলাভের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা কুশ যজ্ঞ আরব্ধ হইলে কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে গাধি নামে পরম ধার্ম্মিক এক পুত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীর্ত্তি বিস্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ, কুশনাভকে

এই রূপ কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্ম-লোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। কুশের বংশে জন্ম বলিয়া আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। তিনি ভর্ত্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভগিনী লোকের হিতকামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। ইহার নাম কৌশিকী। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বৎস! আমি এক্ষণে সেই কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকি। আমার ভগিনী সবিদ্বরা সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা ও পতি-পরায়ণা। ধর্ম্ম ও সত্যে তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে ছাড়িয়া সিদ্ধা-শ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথা-প্রসঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে, নিদ্রিত হও, নতুবা পথপর্য্যটনের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বৎস। ঐ দেখ, বৃক্ষ সকল নিস্পন্দ ও মৃগ-পক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারি দিক রজনীর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন। ক্রমশঃ অর্দ্ধ প্রহর অবসান হইয়া আসিল। অন্ত-রীক্ষ নেত্রের ন্যায় নক্ষত্রসমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের সুনির্ম্মল প্রভায় আকীর্ণ। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলকিত করত অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাসাংশী ক্রূরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীচর প্রাণিসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষি কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মায়া বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুল যারপর নাই উজ্জ্বল করিতেছেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরারূঢ় ভাস্করের ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতকালে রামকে কহিলেন, বৎস!

নিশা অবসান হইয়াছে, পূর্ব্ব সন্ধ্যার কাল উপস্থিত। এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মহর্ষির আদেশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। গতিপথে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল পুলিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। অদূরেই জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-মুখরিত মুনিজন-সেবিত পুণ্য-সলিল গঙ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতে স্নান, বিধানানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। পরে অমৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে গঙ্গাকূলে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণ পূর্ব্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।

ভগবান কৌশিক রামের এইরূপ প্রশ্নে জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপ্তির কথা কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী

আছেন। তিনি সুমেরুর দুহিতা। এই মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী, কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! পৃথিবীতে এই জাহ্নবী ও উমায় শ্রীসৌন্দর্য্যের উপমা নাই। এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য্যসাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা, তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপঃ-সাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্ব্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যে রূপে জলবাহিনী পাপনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

---

## ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট এই রূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধর্ম্মফলপ্রদ অতি উৎকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী

জাহ্নবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব একণে ইহাঁর দিব্য ও মনুষ্যলোক সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। তপোধন! এই লোকপাবনী গঙ্গা কি কারণে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত ত্রিলোকমধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ইহাঁর কার্য্যই বা কি?

তখন বিশ্বামিত্র মুনিগণ-সন্নিধানে ভাগীরথীর কথা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৎস! পূর্ব্বে মহাতপা ভগবান্ রুদ্র দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। ঐ কার্য্যে দিব্য শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, তথাচ তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, এই হরপার্ব্বতী-সহযোগে যে পুত্র জন্মিবে তাহার বল বীর্য্য কে সহ্য করিতে পারিবে? পরে তাঁহারা রুদ্রের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবাদিদেব! আপনি লোকের শুভ সাধনে তৎপর। এক্ষণে আমরা আপনাকে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক সকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই ত্রিলোকের হিতার্থ ঐ তেজ আপনার তেজোময় শরীরে ধারণ করুন, লোক সকলকে কদাচ উচ্ছিন্ন করিবেন না।

মহাদেব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। কহিলেন, সুরগণ! আমি ও উমা আমরা স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে তোমরা ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোকের সহিত শান্তি লাভ কর;

কিন্তু বলিয়া দাও, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশত আমার হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইবে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিতে পারে? সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইবে, দেবী বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিবেন।

অনন্তর মহাদেব তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা এই পৃথিবী পর্ব্বত কাননের সহিত প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সুরগণের নিয়োগে রুদ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবন রূপে পরিণত হইল। দেবতা ও ঋষিগণ প্রীত হইয়া শিবপার্ব্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। বৎস! এই শরবনেই অগ্নি হইতে মহাতেজা কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরে শৈলরাজ-দুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহবাসে প্রবৃত্তা ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিয়াছ, অতএব আজ অবধি তোমরাও আপনার স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে। তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, পৃথ্বী! অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয়, তাহা তোর ইচ্ছা নহে।

অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন তোকে পুত্র-প্রীতি আর কদাচ অনুভব করিতে হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর অভিশাপে দেবগণকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎ-প্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি দেবী ভাগীরথীর প্রভাব কীর্ত্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

---

# সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পশুপতি পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, সেনাপতি লাভের অভিলাষে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই শত্রুবিনাশন মহাবীর আজিও জন্ম গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিমালয়-শৃঙ্গে তপস্যা করিতেছেন। সুতরাং এক্ষণে যাহা

কর্ত্তব্য, লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা করুন। আপনি ভিন্ন দেবগণের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, সুরগণ! গিরিরাজ-তনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহা কখন ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হুতাশন হইতে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটী পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠা গঙ্গা তাহাকে কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ধাতু-রাগ-রঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া পুত্রার্থ অগ্নিকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর। এইটী দেবকার্য্য, ইহা সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। তখন অগ্নি সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া গঙ্গার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে।

সুরতরঙ্গিণী অমরগণের অনুরোধে দিব্য নারীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশুপত তেজে গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে কহিলেন, হুতাশন! তোমার তেজের সহিত এই পাশুপত তেজ মিশ্রিত হও-

য়াতে ইহা একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোন রূপেই ইহা ধারণ করিতে পারিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুপ্ত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমালয়পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ কর। গঙ্গা অগ্নির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তন্নিঃসৃত তেজ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভ-মল সীসক রূপে পরিণত হইল। এই রূপেই নানা প্রকার ধাতুর উৎপত্তি। পর্ব্বতের বনবিভাগ ঐ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ পুত্রকে স্তনপান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটী আমাদিগেরই পুত্র হইবে, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে উহাকে স্তন পান করাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বতেজে হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্ত্তিকেয়কে স্নান করাইলেন। কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্দ—নিঃসৃত হইলেন, এই কারণে তাঁহার নাম স্কন্দ হইল।

অনন্তর কৃত্তিকা-নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইল। কার্ত্তিকেয় ছয় মুখ বিস্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও এক দিনে স্বীয় ভুজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম। এই আমি তোমাকে গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তরে কহিলাম। এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

---

## অষ্টত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষি কৌশিক পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী। এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভরাজের দুহিতা এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎপন্ন হন। বিহগরাজ গরুড় ইঁহারই সহোদর। মহীপাল সগর সন্তানলাভার্থ এই উভয় পত্নীর সহিত হিমাচলের

এক প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গিয়া তপোনুষ্ঠান করেন। বৎস! সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরন্তর অবস্থান করিতেন। মহারাজ সগর অতি কঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভৃগু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বর প্রভাবে তোমার পুত্র ও কীর্ত্তি লাভ হইবে। তোমার এই দুই সহধর্ম্মিণীর মধ্যে এক জন একটী মাত্র বংশধর পুত্র আর একজন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা সহস্রটী হইবে, বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ভৃগু ঐ দুই সপত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ ইচ্ছা, বল, বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাবল উৎসাহসম্পন্ন কীর্ত্তিমান বহু পুত্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোন্‌টী প্রার্থনীয়? তখন কেশিনী নৃপতির সাক্ষাতে বংশধর এক পুত্রের এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্রের বর লইলেন। বৎস! রাজা সগর এইরূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবং সুমতি

তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উঁহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ ষষ্টি-সহস্র পুত্র রূপবান্ ও যুবা হইয়া উঠিল। উহারা যখন অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ উহাদিগকে প্রতি দিন সরযূর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। অসমঞ্জ পাপাচারী, পৌরজনের অহিতকারী ও সাধুদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। ঐ অংশুমান্ অতি বলবান্ প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়-গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

---

## ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন,

তপোধন! আমার পূর্ব্ব-পুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে।

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশ যজ্ঞ-কার্য্যেরই উপযোগী। যজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশুমান্ সগরের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদনের নিমিত্ত রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব্বদিবসে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। তখন উপাধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব্বদিবসে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। অতএব আপনি অপহারককে সংহার করিয়া শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না।

তখন সগর সভা-মধ্যে ষষ্টিসহস্র পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! যদিও আমি মন্ত্রপূত হবির্ভাগ কল্পনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমার সদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব অশ্বকে কে লইয়া গেল, তোমরা তাহার অনুসন্ধান কর। এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমশঃ এক এক যোজন খনন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হও,

পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বলবান্ জীবজন্তু-গণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথাও আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বাপহারককে দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর আমা-দিগকে আর কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। তখন মহা-রাজ সগর ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। এই বার তোমাদিগকে সে অশ্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনয়েরা পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুন-রায় পাতালতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে একস্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্ব্বতাকার বৃহৎ দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকাননপূর্ণা অবনীর একদেশ ধারণ করিয়া আছে। যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন-পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বকালে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমি-কম্প হইয়া থাকে। সগরতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পূর্ব্বদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্ব্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে পর্ব্বতাকার আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল সম্ভাষণ পূর্ব্বক পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামক একটি হস্তী তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহে ভূভার

বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাপৃথ্বীকে দর্শন স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমশঃ রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা চতুর্দ্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে ভূমিখননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরেরা উত্তর পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্বটী সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া কহিল, রে নির্ব্বোধ। তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্, আমরা সকলে সগর-সন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

---

## একচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালবিলম্ব দেখিয়া পৌত্র অংশুমানকে কহিলেন; বৎস। তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য

ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে শীঘ্র তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভূগর্ভে যে সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য অসি ও শরাসন লও। তুমি পূজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহিদিগের বধসাধন পূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিও। বৎস! অধিক আর কি, যাহাতে আমার এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

তখন অংশুমান অসি ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি সুপ্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি ঐ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার কালে দেখিলেন, উহার এক স্থলে একটি দিগ্‌গজ বিরাজমান আছে এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পূজা করিতেছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ ঐ দিক্-নাগকে প্রদক্ষিণ ও কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক আপনার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিঙ্‌নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্‌নাগদিগকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্য-প্রয়োগ-সমর্থ ঐ সকল দিঙ্‌নাগেরাও পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্ দিক্‌গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে যে স্থানে তাহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া বহি-

য়াছে, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যার পর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণের তর্পণ করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগরাজ গরুড়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাবল গরুড় অংশুমানকে পিতৃশোকে আকুল দেখিয়া কহিলেন, পুরুষপ্রধান! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লোকের শ্রেয়ঃ হিতসাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, অতএব পার্থিব জলে ইহাদিগের তর্পণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। গঙ্গা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুমি তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের তর্পণ কর। লোকপাবনী সুরধুনী এই ভস্মাবশেষকলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আপ্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মরাশি আপ্লাবিত করিলে, ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানেরা সুরলোকে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

বীর্য্যবান্ অংশুমান্ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য

শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে এই শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানানুসারে যজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক কি রূপে ভূলোকে জাহ্নবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

---

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্ম্মশীল অংশুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তনু ত্যাগ

করেন। তাহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্ব্ব-পুরুষগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কি রূপে জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণা হইবেন, কি রূপে ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং কি রূপেই বা তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্ম্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখন পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী ও কখন বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন ঐ রাজর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করি-

যাছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যে আমা হইতে যেন পিতামহগণের ঊর্দ্ধদেহিক তর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উঁহারা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার এই বংশ যেন বিলুপ্ত না হয়।

ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ; আমার বরে ইহা অবশ্যই সফল হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হরকে প্রসন্ন কর। হর ব্যতীত গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে পারেন এমন আর কাহাকেই দেখি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

---

## ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

দেবদেব চতুর্ম্মুখ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া এক বৎসর পশুপতির উপাসনা

করিলেন। বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি তাঁহাকে কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনার্থ গঙ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান শঙ্কর এই রূপ কহিলে সর্ব্বজন-পূজনীয়া জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে দুঃসহবেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এই রূপ গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিয়া, ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাসটমধ্যে তিরোহিত করিলেন। পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সেই জটাজাল-জড়িত হিমগিরিসদৃশ অতি পবিত্র হর-শিরে নিপতিত হইয়া সবিশেষ চেষ্টা করিলেও তথা হইতে মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তিনি অনবরত জটাজাল পর্য্যটন করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদ্দৃষ্টে ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাকটাহ হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্তধারায় প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন প্রবাহ পশ্চিম দিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন প্রবাহ পূর্ব্ব দিকে, এবং অবশিষ্ট একটি প্রবাহ মহারাজ ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ

পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। বৎস! গঙ্গা আকাশ হইতে হরজটায়, পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তু সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুর মধ্যে কতকগুলি প্রবাহ-যোগে ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি পতিত হইতেছে," ইহাতে বসুমতীর অপূর্ব্ব এক শোভার আবির্ভাব হইল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ জাহ্নবীকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও হস্ত্যশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই ইহা দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তথায় আগমন করিল। তখন সেই জলদজাল-শূন্য স্বচ্ছ আকাশ আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণ-প্রভায় কোটি-সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্য সমূহ বিদ্যুতের ন্যায় উহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হংসসঙ্কুল শারদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। ঐ সময় গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুত-বেগে চলিল, কোন স্থলে কুটিল, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুগতিতে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত আরম্ভ হইল এবং ঐ সমস্ত তরঙ্গ কখন প্রবাহবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত কখন নিম্নে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই পাপাপহারক নির্ম্মল জাহ্নবীজল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

মর্ত্যলোকে ঋষি ও গন্ধর্ব্বেরা গঙ্গা শিবের মস্তক হইতে প্রবাহিত হইতেছেন দেখিয়া পবিত্রবোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ঐ গঙ্গা-জলে অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিল। সকলে গঙ্গা-জল দেখিবামাত্র পুলকিত হইয়াছিল, পরে, তাহাতে স্নানাদি সমাধান পূর্ব্বক বীতপাপ হইয়া সমধিক আনন্দিত হইল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে সর্ব্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগেরা জলজন্তুগণের সহিত তাঁহারি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গঙ্গা, ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই মহাবেগে চলিয়াছেন। এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন। গঙ্গা স্বীয় প্রবাহে ঐ যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু উঁহার মনে গর্ব্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া, রোষভরে তাঁহার সমস্ত জল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ যার পর নাই বিস্মিত। তাঁহারা মহাত্মা জহ্নুর স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা হইলেন, অতঃপর আপনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা জহ্নু দেবগণের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। বৎস! জহ্নুর দুহিতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

অনন্তর জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণ-বিবর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, তথায় সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী জাহ্নবী স্বীয় জলে সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানেরও পাপধ্বংস হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সুরলোক লাভ হইল।

---

## চতুশ্চত্বারিংশৎ সর্গ।

এই অবসরে সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান স্বয়ম্ভু রাজর্ষি ভগীরথকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে যাবৎ এই মহাসাগরে জল থাকিবে, তাবৎ উহাঁরা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে বাস করিবেন। অতঃপর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনিই স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর আর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে। মহারাজ! তুমি এক্ষণে পিতামহগণের উদকক্রিয়া

অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা-ভার অবতরণ কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষ যশস্বী ধর্ম্মশীল রাজা সগর আপনার এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশুমানও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে মহর্ষি-সম-তেজস্বী মত্তুল্য তপস্বী ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রযাস হইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কিন্তু তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্ব্বত্র তোমার এই যশ ঘোষিত হইবে। তোমা হইতেই জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন, এই কারণে তোমার নিশ্চয় ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ। এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই, অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর, আমি এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান করি। তুমিও পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও যথাক্রমে শাস্ত্রানুসারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিত্র ভাবে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া পরম সুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল, তাঁহার অদর্শন-শোক তাহাদিগের অপনীত হইয়া গেল এবং রাজ্যের গুরুভার বহনের ভাবনাও তাহাদের সম্পূর্ণ দূর হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবীর বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা ও অন্যান্য বর্ণকে এই আয়ুষ্কর যশস্কর স্বর্গপ্রদ ও বংশ-বর্দ্ধক জাহ্নবী-সংবাদ শ্রবণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয় এবং পাপ তাপ বিদূরিত, আয়ু পরিবর্দ্ধিত ও কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ, আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাকাল প্রায় অতিক্রান্ত হইল।

---

## পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুকুল-তিলক রাম পূর্ব্বরাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে দেবী জাহ্নবীর কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ছিলেন। পরে তিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পরিপূরণ আপনি এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রাতে কৃতাহ্নিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর

আপনার নিকট অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ ত্বরিত-পদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত একখানি নৌকাও উপস্থিত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নাবিক-সাহায্যে সকলকে লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গার উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত তপোধনদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

উহাঁরা জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইবামাত্র অদূরে সুরলোকের ন্যায় সুরম্য বিশালা নগরী দেখিতে পাইলেন। বিশ্বামিত্র তদভিমুখে রামের সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধীমান্ রাম কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশ বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, বলুন, আপনার মঙ্গল হউক।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বিশালার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম। আমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে এই বিশালার যে সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে ধর্ম্মপরায়ণ সুরগণ এবং মহাবল অসুরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, যে আমরা কি উপায়ে অজর অমর ও নীরোগ হইব। পরে স্থির হইল যে আমরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

সুরাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, বাসুকি অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শিলা অনলসঙ্কাশ বিষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল এবং উহার তেজে, সুরাসুর মনুষ্যের সহিত বিশ্বসংসার দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক, "রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এই অবসরে শঙ্খচক্রগদাধর হরি তথায় সমুপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে ভগবান শূলপাণিকে কহিলেন, দেব! তুমি সুরগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যাহা অগ্রে উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ কর। হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর শঙ্কর বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং অক্লেশে হলাহল অমৃতবৎ পান করিয়া দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন।

তখন দেবতারা আবার সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মন্দর পর্ব্বত সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধর্ব্বদিগের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে

কহিলেন, দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গতি, অতএব এক্ষণে মন্দর গিরিকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্ব্বদিগের অনুরোধে কমঠ-রূপ ধারণ করিলেন, এবং পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ পূর্ব্বক সাগরগর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত, তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্ব্বত-শিখর আক্রমণ পূর্ব্বক সাগরমন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্ব্বেদময় ধন্বন্তরি দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে সমুদ্রমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে শোভনকান্তি অপ্সরা সকল উত্থিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ) ক্ষীর রূপ জলের সারভূত রস হইতে উত্থিত বলিয়া উহাদিগের নাম অপ্সরা। উহাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকার সংখ্যা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরা সকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে সুরাসুরের মধ্যে কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; তদবধি উহারা সাধারণ-স্ত্রী বলিয়াই গৃহীত হইল।

অনন্তর সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণী উত্থিত হইলেন। বারুণী উত্থিত হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দৈত্যেরা তদবধি অসুর এবং প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। বৎস!

দেবতারা সেই অনিন্দনীয়া বরুণনন্দিনী বারুণীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমুদ্রকূলে তুমুল দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিস্তর অসুর নিপাত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। পুনরায় ত্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে সকল অসুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিল, তিনি তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট হইল। সুররাজ ইন্দ্র উহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোক সকল শাসন করিতে লাগিলেন।

---

## ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্!

আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রের বিনাশসমর্থ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ। আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন।

মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ দুঃখিতা দূষিতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্য্যন্ত না তোমার গর্ভে পুত্র জন্মে, তাবৎ পবিত্র হইয়া কালযাপন কর। সহস্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে ইন্দ্রের বিনাশ-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। মহর্ষি কশ্যপ এই বলিয়া পাপশান্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জ্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে, দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক এক তপোবনে গমন পূর্ব্বক অতিকঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেব-রাজ নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি কখন অগ্নি কুশ কাষ্ঠ, কখন বা ফল মূল জল, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গাত্র-সংবাহন করিতেন। ক্রমে নয় শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস। আর দশ বৎসর অতীত হইলে তপঃকাল পূর্ণ হয়। পরে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পুত্র

তোমার বিনাশ উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্ব্বিবাদ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃকৃত ত্রিলোকের বিজয়-মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বৎস! আমার প্রার্থনায়, সহস্র বৎসর পরে পুত্র জন্মিবে, তোমার পিতা আমাকে এইরূপই বর দেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দৈত্যজননী, দেবরাজ পুরন্দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইন্দ্র শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষের উদ্রেক হইল। পরে তিনি এই সুযোগে তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া, সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ঐ রোদন-শব্দে দিতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! "মা রুদ" রোদন করিও না, রোদন করিও না কিন্তু তৎকালে ঐ গর্ভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নির্গত হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

## সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

দৈত্যজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমারই অশুচিত্ব অপরাধে তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার কার্য্য যাহাতে উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই স্পৃহনীয়। বৎস! ত্বৎকৃত এই সাতটী খণ্ড সপ্ত বায়ু-স্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে।

তুমি ইহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া "মা রুদ" বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নামও মারুত হইবে।

তখন সুররাজ, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনার দেবরূপী আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষকরূপে অবস্থান করিবেন। রাম! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র এই তপোবনে পরস্পর এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। বৎস! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যে স্থানে তাপসী দিতির পরিচর্য্যা করেন, ইহা সেই স্থান। অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে ধর্ম্মশীল এক পুত্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হন। এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র সোমদত্ত। এক্ষণে এই সোমদত্তের পুত্র নিতান্ত দুর্জ্জয় প্রিয়দর্শন সুমতি এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে এই বিশালা নগরীর নৃপতিগণ অতি বলবান ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকার রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

এ দিকে বিশালা দেশের অধিপতি সুমতি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার

প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আজ আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

## অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরীসদৃশ গতি এবং শার্দ্দূল ও বৃষভের তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি, এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটী দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তরীক্ষ সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশ যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন। তপোধন!

আপনি ইহা সবিশেষ বলুন, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিশালাধিপতি সুমতির নিকট রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং অতিথিরূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক্ উপযুক্ত দুই রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতিকৃত সপর্য্যা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনকনগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জ্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! নির্মনুষ্য আশ্রম-সদৃশ এইটী কোন্ স্থান? পূর্ব্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল? বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এইটি যাহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। এই দেব-পূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্ব্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যাকে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি!

রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না, তুমি এখনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। দুষ্টা অহল্যা মুনিবেশে সুরপতি ইন্দ্রই আসিয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে দ্রুতপদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইত্যবসরে সহসা দেখিলেন দেব-দানবগণের দুরতিক্রমণীয় তপোবল-সম্পন্ন মহর্ষি গৌতম তীর্থ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন সদাচারী মহর্ষি গৌতম দুরন্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভার্য্যাসম্ভোগরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহর্ষি সরোষে এই কথা বলিবামাত্র বৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও

কহিলেন, রে দুঃশীলে! তোরেও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ুমাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কাল-যাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এই রূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশ-বর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি। তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই তোর এই পাপধ্বংস হইয়া যাইবে। এবং তুই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমাচলশিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

---

## একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়া চকিতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে কহি-লেন, দেখ আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্নসম্পাদন পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদায় দেবস্থান অধিকার

করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি যদি আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণহীন হইয়াছি, এবং তাপসী অহল্যাও স্বদোষের ফলভোগ করিতেছেন। সুরগণ! তোমাদের কার্য্যসাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, এক্ষণে যাহাতে আমি পুনরায় বৃষণটী পাই তাহার চেষ্টা করা তোমাদেরই কর্ত্তব্য।

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেব-সমাজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহন কহিলেন, পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন। দেখিতেছি, তোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে। অতএব তোমরা এই মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে দাও। এই মেষ ষণ্ডভাবাপন্ন হইলেও তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টিসাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না।

পিতৃদেবগণ অগ্নির বাক্যে মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষবৃষণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি

বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাক, নিকটস্থ হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলে বোধ হয় যে, বিধাতা বুঝি বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য। তিনি মায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং হিমব্যাপ্ত মেঘান্তরিত পৌর্ণমাসী শশি ও সূর্য্য পত্নী প্রভার ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শনকাল অবধি ত্রিলোকের অদৃশ্যা হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবসানে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা 'তপোবলবিশুদ্ধা পতিপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া, সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা

করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

---

## পঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তরপূর্ব্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন। দেখিতেছি, মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি পরিপাটী, এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষিনিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে নির্জ্জন সজল একটী নিবাস-স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

ইত্যবসরে বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকগণকে অগ্রে লইয়া, অর্ঘ্যহস্তে ত্বরিতপদে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র তৎপ্রদত্ত পূজা

গ্রহণ করিয়া, অনুক্রমে তাঁহার, যজ্ঞের, এবং উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পরে তিনি পুলকিত-মনে শতানন্দ প্রভৃতি মুনিগণকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষির সহিত আসন গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, ঋত্বিক্ এবং মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক, ইহাঁরা সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। পরে রাজা জনক বিশ্বামিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজ আপনার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম। স্বয়ং ভগবান্ যখন ঋষিগণের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যার পর নাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভাগ-লাভার্থী দেবগণের দর্শন পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুইটী বীর করিকেশরীসদৃশ গতি এবং শার্দুল ও বৃষভের তুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি, এই দুই পদ্মপলাশ-লোচন বীরের দেহে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে

ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তরীক্ষকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও কার্য্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটি কুমারকে দেখিতেছেন, ইঁহারা রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি, রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালাদর্শন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতমসমাগম ও হর-কার্ম্মুক নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আনুপূর্ব্বিক এই সকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

# একপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত, মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তেজস্বী শতানন্দ ধীমান্ বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপ-মোচনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং

অসুলভ বাম-সন্দর্শন লাভে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পবে তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! আপনি ত এই রাজকুমাবআমারকে জননী যশস্বিনী অহল্যাকে দেখাইযা দেন? সেই তাঁপসী কি এই সর্ব্বজনবন্দনীয়কে বন্য ফল পুষ্পাদি দ্বাবা সমুচিত সৎকাব করিযা- ছিলেন? ইন্দ্র তাঁহাব প্রতি যে কুব্যবহাব করেন, আপনি সেই বৃত্তান্ত ইহাঁকে ত কহিযাছেন? মহর্ষে। জননী বামের প্রসাদাৎ শাপমুক্ত হইয়া আমাব পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম আমাব পিতৃ-প্রদত্ত পূজা স্বীকার করিযা ত এস্থানে আগমন করিযাছেন? ইনি আশ্রমে গিযা পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই প্রশান্তমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন কবিযাছিলেন?

বাক্‌বিশারদ বিশ্বামিত্র কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্ত্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। যমদগ্নির বেণুকার ন্যায তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমেব সহিত সমাগতা হইয়াছেন। তখন শতানন্দ এই বাক্যে আনন্দিত হইয়া রামকে কহিলেন, পুরুষো- ত্তম! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষিব সহিত তোমার আগমন আমাদিগেরই সৌভাগ্যবলে ঘটিয়াছে। যাহাব অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অতি আশ্চর্য্যজনক, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিযাছেন, সেই কৌশিক আমা- দিগেব হিতকারী, আমি ইহা বিলক্ষণ জানি। বাম! এই উগ্রতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভূলোক- মধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কৌশিকেব যে রূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিযা- ছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান প্রজাপতির পুত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশ-নাভ। এই কুশনাভ মহাবল ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। কুশ-নাভের পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি পূর্ব্বে বহুকাল শত্রুদমন ও প্রজাগণের হিতসাধন পূর্ব্বক রাজ্যপালন করিতেন। একদা ইনি চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বহুসংখ্য নগর রাষ্ট্র নদী পর্ব্বত ও আশ্রম পর্য্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। ইনি তথায় গিয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, হরিণ সকল প্রশান্ত ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; ফলপুষ্পোপশোভিত লতাজালজড়িত তরুরাজি উহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান, দেব দানব ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতাশনসঙ্কাশ স্বয়ম্ভুসদৃশ ঋষিগণ এবং নির্দ্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা উহাতে সততই বিরাজমান আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ জলমাত্র পান এবং কেহ বায়ুমাত্র, কেহ শীর্ণ পত্র এবং কেহ কেহ বা ফলমূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মলোকের ন্যায় সেই আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

---

কামদে! অদ্য মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য শীঘ্রই সৃষ্টি কর।

## ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

কামধেনু শবলা মহর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ মাত্র লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে অবিলম্বে নানা প্রকার বস্তু সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইক্ষু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু খাণ্ডবে পূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন-পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। তখন সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-জন-বহুল সৈন্যমণ্ডলী, মহর্ষিকৃত আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান অন্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও দাসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে তিনি বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ব্রহ্মণ্! ভবাদৃশ ব্যক্তি, মাদৃশ লোকের কিরূপে সৎকার করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পবে তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম কবিযা পরস্পব পবস্পরেব প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তব ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে রাজা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনাব সহিত তোমাব আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষযে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্ব্বপ্রযত্নে পূজনীয়, অতএব তুমি মৎকৃত আতিথ্য সৎকার গ্রহণে সম্মত হও।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! প্রস্তাবনামাত্রেই আমার আতিথ্য করা হইল, আপনি আমাব পূজনীয়। আপনাব দর্শন এবং এই আশ্রমের ফল মূল পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চলিলাম, আপনাকে নমস্কার। অতঃপর আমাকে স্নেহেব চক্ষে নিবীক্ষণ করিবেন।

ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে ধর্ম্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবাব তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণে অনুবোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকাব কবিতে না পাবিযা কহিলেন, ভগবন্! ভাল, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

তখন বশিষ্ঠ পাপাপহারী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিযা আমাব একটী কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আমি উৎকৃষ্ট ভোক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহারাজ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করিব। অতএব তুমি বাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিযা আমাব এই ইচ্ছা পূর্ণ কর।

# দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান বশিষ্ঠও স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে আসনে উপবেশন করিবার আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে বিধানানুসারে ফল মূলাদি দ্বারা তাঁহার আতিথ্য করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র তৎ-প্রদত্ত আতিথ্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অগ্নিহোত্র শিষ্য ও আশ্রমস্থ বৃক্ষসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল ত? তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন পূর্ব্বক নৃপতির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে ত প্রতিপালন করিতেছ? তুমি ত ভৃত্যবর্গকে বেতনাদি দান করিয়া ভরণ পোষণ করিয়াথাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ নহে? বীর! তুমি ত বিপক্ষগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছ? এবং তোমার চতুরঙ্গ সৈন্য, ধনাগার, মিত্র, ও পুত্রপৌত্রগণের মঙ্গল ত?

বিশ্বামিত্র এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে

আমি আপনার এই অতিথিসপর্য্যায় অপরিমেয় আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আমার একটী প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দিতেছি, আপনি তাহার বিনিময়ে আমায় এই শবলা দান করুন। আপনার এই ধেনুটি রত্ন-বিশেষ, রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তিযাছে।

তপোধন বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শত কোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য দেও, আমি কোনও মতে শবলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা পরি-ত্যাগের পাত্রী নহে। এই ধেনু মহৎ লোকের কীর্ত্তির ন্যায় সতত আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহা হইতেই অগ্নি-হোত্র বলি ও হোম সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট্কারসাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ এবং বিদ্যা ইহারই অধীন। মহারাজ! আমি সত্যই কহিতেছি, শবলা আমার সর্ব্বস্ব। ইহারে দেখি-লেও আমি সুখী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমায় এই ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।

তখন মহারাজ বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল ও গ্রীবাবন্ধন-যুক্ত কক্ষ্যাভূষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দ্দশ সহস্র মাতঙ্গ, বাহ্লীকাদি দেশজাত সৎকুলোৎপন্ন বেগবান এক সহস্র দশটি তুরঙ্গ, শ্বেতাশ্বচতুষ্টয়শোভিত কিঙ্কিণী-জাল-মণ্ডিত আটশত স্বর্ণময় রথ, তরুণ ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎসংখ্য মণি কাঞ্চন

প্রার্থনা করেন, সমুদায়ই দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোন মতেই শবলা দান করিতে পারিব না। শবলা আমার ধন ও রত্ন, এবং শবলাই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব। আমি ইহার সাহায্যে প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ এবং অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকি। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোন মতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

---

## চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনাপূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বল পূর্ব্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। তখন ধেনু গলদশ্রুলোচনে শোকাকুল ও দুঃখিত মনে ভাবিল, মহর্ষি কি যথার্থতই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! রাজপরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যায়। আমি সেই মহাত্মার এমন কি করিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে ভক্ত ও অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে পরিত্যাগ নিশ্চিন্ত করিতেছেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই বহুসংখ্য রাজভৃত্যদিগের হস্ত আচ্ছিন্ন করত তেজস্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল, এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে সজল-নয়নে কাতর বচনে কহিল, ভগবন্! রাজভৃত্যেরা কেন্ আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন?

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলাকে কহিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না, এবং তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই মহাবল মহীপাল বল পূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ইঁহার তুল্য নহে। দেখ, ইঁহার এই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল ধ্বজপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেক্ষা বলশালী। ইনি রাজা, বল-বান রাজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তখন ঋষিধেনু শবলা বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বল-সম্পন্ন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বিশ্বামিত্র মহাবলপরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারি। অতএব আপনি

আমাকেই নিযোগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার দর্প, বল ও যত্ন সমুদায়ই চূর্ণ করিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের সৈন্য-বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বেই সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে হুম্বা রব পরিত্যাগ করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইল। উহারা উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের সমক্ষে প্রতিপক্ষীয় সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধভরে নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্রে ঐ সমস্ত পহ্লবকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র শস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাবীর্য্য, তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশ-ধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বরসংবৃত। এই উভয় জাতীয় সৈন্যে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা তাঁহার অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

---

# পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলাকে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে পুনর্ব্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখর-মূর্ত্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। পরে তাহার আপীন দেশ হইতে বর্ব্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের পদাতী হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদায় সৈন্য নিপাত করিল।

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান হইল। বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। বিশ্বামিত্রের আত্ম-জেরাও অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লজ্জিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিস্তরঙ্গ মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত দিবাকর, এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত

নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। পুত্রেরা সসৈন্যে বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত, এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হওয়াতে যার পর নাই উৎসাহশূন্য ও নির্ব্বিণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি গত্যন্তর বিরহে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষাত্র ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন, এবং কিন্নরসেবিত ও উরগপবিত্রিত হিমাচলের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, ভগবান ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল, তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনায় আসিয়াছি। কিরূপ বরেই বা তোমার অভিলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন; দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিলোকে যে সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই আমাতে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক। দেব! এই আমার প্রার্থনীয়, আপনার প্রসাদে যেন ইহা সফল হয়। তখন মহাদেব তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া একেই ত গর্ব্বিত, এক্ষণে দেবপ্রভাবে অস্ত্রলাভ হওয়াতে তাঁহার মনে আরও গর্ব্বের

সঞ্চার হইল। তিনি পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায বল বীর্য্যে বর্দ্ধিত হইযা মনে কবিলেন, এইবাবে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমাব হস্তে বিনষ্ট হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থিব কবিযা, পুনর্ব্বাব বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্রবর্ষণ কবিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের তেজে সমস্ত তপোবন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দ্দিকে পলাযন কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ ঋষিশিষ্য ও মৃগপক্ষী সকল আকুল মনে চাবি দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শূন্যপ্রায় হইযা মুহূর্ত্তকাল গভীব বনের ন্যায নিস্তব্ধ হইযা বহিল। তখন বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেখ, তোমরা কেহ ভীত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহাব কবেন, সেইরূপ আমি এই দুষ্টকে অবিলম্বেই বিনষ্ট কবিতেছি। এই বলিযা, তিনি রোষকষাযিত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, বে নরাধম! তুই অতি দুবাচাব ও মূর্খ। তুই যখন বহুকালেব এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি, তখন তোবে আব বড জীবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিযা তিনি প্রলযকালের বিধূম পাবকেব ন্যায ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া যমদণ্ড সদৃশ এক দণ্ড উদ্যত করিলেন।

---

## ষট্পঞ্চাশৎ সর্গ।

ইত্যবসরে মহাবল বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠের প্রতি "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! এই ত আমি দণ্ডায়মান, তোর কতদূর বল, এখনই তাহা প্রদর্শন কর্। তপস্যালব্ধ অস্ত্রে তোর মনে যে গর্ব্বের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব। রে কুলকলঙ্ক! বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয়বলের তুলনাই হয় না। তুই আমার সেই অলৌকিক বল এখনই প্রত্যক্ষ কর্।

এই বলিয়া, তিনি যেমন জল দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র অধিকতর কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, দুর্জ্জয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রুদ্রপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ, ও ক্রৌঞ্চাস্ত্র এবং ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র,

ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র বশিষ্ঠের প্রতি প্রযোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই মনে যৎপরোনাস্তি বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র নিরাস করিয়া বিশ্বামিত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সমস্ত লোক যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। তখন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মতেজোযুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি ত্রিলোকের লোম-হর্ষণ ও অতিভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে ধূমাকুল জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়-যমদণ্ড-সদৃশ সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয়কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ সংবরণ করুন। উহা শত্রুর প্রতি প্রযোগ করিলে আপনার বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিসংহার করাই শ্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যথেষ্টই নিগ্রহ করিলেন, অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিগণের প্রার্থনায় শত্রুবিনাশবাসনা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ব্রাহ্ম বলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হা! ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা

আমার সমুদায় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিব।

---

## সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, মনে নির্ব্বেদও উপস্থিত হইল। পরে তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফল মূলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে সত্যধর্ম্মপরায়ণ চারটী পুত্র উৎপন্ন হইল।

সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক অধিকার করিয়াছ। এক্ষণে আমরা তোমায় রাজর্ষি বলিয়াই বুঝিব। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এই বলিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হা! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম, কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে বোধ হয়, এইরূপ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব নহে। বিশ্বামিত্র এই ভাবিয়া পুনরায় অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশবর্দ্ধন মহীপাল ত্রিশঙ্কু মনে করিলেন, আমি যজ্ঞসাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তিনি এই স্থির করিয়া বশিষ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ কোনও মতে সিদ্ধ হইতে পারে না।

অনন্তর রাজা ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন, এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সমস্ত দীর্ঘতপা মনস্বী ঋষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকলকে অভিবাদন করিলেন, এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা শরণাগতবৎসল, আমি যদিও বহুসংখ্য লোকের শরণ্য তথাচ আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছি। ঐ যজ্ঞে বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি

আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ হউন, ইহাতে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে পারিব। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং আপনাদিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপুত্র। দেখুন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরম গতি। ভগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন।

---

## অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ অসুবোধ বাক্যে রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, নির্ব্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাও। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরম গতি। তাঁহারা গুরুবাক্য কোন ক্রমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন, তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর।

আমাদের পিতা ত্রৈলোক্যসিদ্ধির নিমিত্তও যাগ করিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য, তাহা সাধন করিতে গিয়া, আমরা কোন মতেই তাঁহার অবমাননা করিতে পারিব না।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আবার তোমরাও আমার প্রার্থনাসিদ্ধি কল্পে অসম্মত হইলে, ভালই, আমি না হয় এক্ষণে গত্যন্তর দেখি, তোমরা কুশলে থাক।

ঋষিতনয়েরা ত্রিশঙ্কুর এই অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন না করিবার জন্য আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন। তাহার কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ, এবং কেশ অতিশয় খর্ব্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মালা, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজারা তাঁহার এই-রূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পরে ঐ সুধীর রাজা দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মশীল কৌশিক উহাকে ভীমবেশ ভগ্নমনোরথ ও চণ্ডালরূপী দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে?

তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সৌম্য! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব, এই আশ্বাসে গুরুদেব বশিষ্ঠের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার অভীষ্টসিদ্ধি করা দূরে থাক, তাঁহারা আমার জাতি, বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। বলিতে কি, আমি পূর্ণ এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, এবং এক্ষণে ক্ষাত্র ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কষ্টের দশায় পড়িলেও কোন কালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং সদ্গুণ ও সদাচারে গুরুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মসাধন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে যত্নবান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগসংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং উহাই লোকের পরম গতি। ভগবন্! আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক।

---

# একোনষষ্টিতম্ সর্গ।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্যে একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া মধুর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি যে পরম ধার্ম্মিক, তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম, আর ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণকে আহ্বান করিব, তুমি তাঁহাদের দ্বারা পরম সুখে যজ্ঞ সাধন করিতে পারিবে। যদিও বশিষ্ঠতনয়গণের অভিশাপে তোমার রূপের এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তথাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগত-বৎসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম্মশীল পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। পরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেখ, তোমরা আমার নিদেশানুসারে শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত সমুদায় ঋষি এবং বহুদর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদ্গণকে আহ্বান কর। যদি কেহ

আহূত হইয়া কোন রূপ অনাদরের কথা বলেন, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কৌশিকের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে কৌশিকের শিষ্যেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামে এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শত সংখ্য পুত্র যজ্ঞস্থলে আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষত্রিয, বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবি ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য আহার করিয়া, বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবেন। ভগবন্! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়েরা রোষারুণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কহিয়াছেন।

তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ অদ্যাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাত শত জন্ম শববস্ত্র আহরণ, এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে

কুক্কুরমাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। নির্ব্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে। অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া, নির্দ্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে, এবং তাহাকে আমার রোষে নানাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ মধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

## ষষ্টিতম সর্গ।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া ঋষিগণকে কহিলেন, এই ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন মহারাজ ত্রিশঙ্কু ধর্ম্মপরায়ণ ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত ইহাঁর যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইহাঁর অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

ধার্ম্মিক মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুসারে কহিলেন, এই কোপন-স্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্যই

সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই অনলসঙ্কাশ ঋষি রোষ-ভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। এক্ষণে ইহাঁরই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা সকলে সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকেরা সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল, মহাতপা বিশ্বামিত্র ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ যজ্ঞে কেহই আগমন করিলেন না। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, রাজন্! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জ্জিত তপস্যার বল প্রত্যক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অসু-লভ, তথাচ আমার যা কিছু তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ত্রিশঙ্কু! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, তাহার প্রভাবে সুরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন পুনর্ব্বার ভূলোকে গমন কর। মূঢ়! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন, অতএব তুমি এই

দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও। তখন ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে কাতর স্বরে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" এই বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে সুরলোক হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তিষ্ঠ"। এই বলিয়া ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণ দিকে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং অন্যান্য নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আমি হয়, অন্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয়, মৎকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া দেবতা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন, তপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, সুতরাং সশরীরে স্বর্গলাভ করা ইহাঁর উচিত হইতেছে না। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেবগণ! আমি নৃপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে হয়, ত্রিশঙ্কু সশরীরে অনন্ত-কাল স্বর্গ ভোগ করুন, না হয়, আমি যে সমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎ পৃথিব্যাদি লোক, তাবৎকাল তৎসমুদায়ই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমরা ইহার অনুমোদন পক্ষে আমাকে অনুজ্ঞা কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই

হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য মহারাজ ত্রিশঙ্কু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুজ্জ্বলিত হইয়া অবনতমস্তকে অবস্থান করিবেন, এবং স্বর্গ অধিকার করিলে যেরূপ হয়, সেই রূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য্য কীর্ত্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে।

ধর্ম্মশীল বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

## একষষ্টিতম সর্গ।

সকলে প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামিত্র তাপসদিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের তপস্যার মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল, আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপোনুষ্ঠান করি। তাপসগণ! শুনিয়াছি, পশ্চিম দিকে অনেকানেক বিস্তীর্ণ তপোবন রহিয়াছে। তথায় পুষ্কর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের

তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। উহা সর্ব্ব প্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফলমূল মাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত অন্যের দুষ্কর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞকালে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার দুর্নীতিনিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষাকার্য্যে বিশেষ পটুতা নাই, দোষ সকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, হয় সেই অপহৃত পশুটি সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয়স্বরূপ দিয়া পশুসংগ্রহে অভিলাষ করিলেন, এবং এই প্রসঙ্গে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রম সকল পর্য্যটন করিয়া, পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন অম্বরীষ সেই তপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভি-

বাদন করিলেন, এবং সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যদি লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতিনিধি-স্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি সমুদায় দেশই পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি মূল্য লইয়া আপনার একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

তখন তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোন মতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, মহারাজ! কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়-তর, সুতরাং আমিও তাহাকে দিতে পারি না। দেখ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই জন্য কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ।

মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেপ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই বিক্রেয়, অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু হিরণ্য ও অসংখ্য রত্ন দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

---

# দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ, ঋচীকতনয় শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি পিপাসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষণ্ণবদনে তাঁহার উৎসঙ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধব কেহই নাই, এক্ষণে আপনি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হন, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য্য হন, এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি এইরূপ বিধান করুন। আমি অনাথ, প্রসন্নমনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর কি কহিব, পিতার ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন।

তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মুনি-বালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশীল, এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। ইহাতে এই ঋষিকুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন হইতে পারে।

শুনিয়া বিশ্বামিত্রের তনয়েরা সাহঙ্কার বাক্যে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! আপনি আপনার পুত্রদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ কার্য্য, ইহাও তদনুরূপ হইতেছে।

তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি। ইহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরমাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দীন শুনঃ-শেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশনির্ম্মিত

পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব যূপে বদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দুইটি গাথা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, এবং যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তখন অম্বরীষ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রফুল্লমনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতি-ক্রমে শুনঃশেপকে কুশনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তা-ম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত করিয়া পশুরূপে যূপে বন্ধন করিয়া দিলেন। শুনঃশেপ যূপে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্নির স্তুতিবাদ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও যূপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অম্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

---

## ত্রিষষ্টিতম সর্গ

মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণ রক্ষা করিয়া পুষ্কর তীর্থে পুনর্বার সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান স্বয়ম্ভু তপস্যার ফল প্রদান বাসনায় দেবগণের সহিত আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীতিবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্ম্ম-প্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। তোমার মঙ্গল হউক। কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতেছিল। মহর্ষি সেই অলোকসামান্য-রূপলাবণ্য-সম্পন্না মেনকাকে মেঘমধ্যে সৌদামনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনঙ্গ-তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অপ্সরাসহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীত এবং বিশ্বামিত্রেরও ঘোরতর তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, আমার এই তপোবিঘ্ন সম্পাদন দেবগণেরই কার্য্য সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির ন্যায় চলিয়া গেল, এবং অবলম্বিত ব্রতেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎকালে তাঁহার অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বিদায় দিয়া অবিলম্বে উত্তর পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৌশিকী তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তাঁহারা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মাকে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, আপনি না হয় এক্ষণে ইঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বাক্য

শ্রবণ ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র ভগবান স্বয়ম্ভুকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! আপনি আমাকে সদাচারলভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং আমার বোধ হয় যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারি নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার না জন্মে, তবেই তুমি জিতেন্দ্রিয় হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্নবান্ হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণ ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতকালে অহোরাত্র জলের মধ্যে কালযাপন করিতেন। এইরূপ কঠোরতায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

---

## চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সুরপতি ইন্দ্র এই অদ্ভুত কার্য্যে সুরগণের সহিত পার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিতসাধন ও বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদনের জন্য রম্ভাকে কহিলেন, রম্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া কামমোহে মোহিত করিতে হইবে। তুমিই সুরগণের এই গুরুতর কার্য্যভারটি গ্রহণ কর।

রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া ভীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ত্রিদশনাথ! এই ঋষি অতি উগ্রস্বভাব। ইনি আমার ছলনায় কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্য্যে আমার কিছুতেই সাহস হয় না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে। দেখ, আমি এই বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত বসন্তকালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব, তুমি মনোহর বেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া ঐ মহর্ষির চিত্ত-বিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল, এবং বিশুদ্ধ-স্বর-সংযোগবতী গীতি দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহুরব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও কোকিলের কুহুরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত পুলকিত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই চাতুরী-জাল বিস্তার করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রম্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি এক্ষণে কাম ক্রোধ জয় করিতে অভিলাষী, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিস্, এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচ আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিব এবং

ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক দেহশোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্যন্ত না তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকিব।

---

## পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র উত্তর দিক্ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল, তথাচ তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না, প্রত্যুত তিনি ক্রোধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পরিপূর্ণ হইল। তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাঁহার নিকট আসিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদায় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপেও পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইল।

তাঁহাব ব্রহ্মবন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্বসংসাব প্রদীপ্ত ও একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব পন্নগ উবগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইযা সর্ব্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে গিয়া কহিল, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপাযে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত কবিবার চেষ্টায ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমবা তাঁহাব শবীবে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যদি আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তবে নিশ্চয় তিনি তপোরূপ তেজে সমস্ত বিশ্বসংসার দগ্ধ করিবেন। ঐ দেখুন, এখন চাবিদিক একান্ত আকুল হইযাছে, সমস্তই যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মহাসমুদ্র তবঙ্গ-সঙ্কুল, পর্ব্বত বিদীর্ণ ও ক্ষণে ক্ষণে ভুমিকম্প হইতেছে। বায়ু নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে সঞ্চরণ কবিতেছে। সুর্য্যেব আর তাদৃশ প্রভা নাই। লোক সকল নিশ্চেষ্ট এবং মোহগ্রস্তের ন্যায় অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত। এক্ষণে উপায় কি, আমবা ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। সেই তেজস্বী মহর্ষি যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায যাবৎ বিশ্ব-বিনাশের সঙ্কল্প না করিতেছেন তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে। এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, যদি ঐ মহর্ষির সুরবাজ্য অধিকারেরও স্পৃহা হইয়া থাকে, আপনি না হয তাহাও তাঁহাকে প্রদান করুন।

অনন্তব ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা কৌশিকের সন্নিহিত হইয়া মধুব বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার এই কঠোর

তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পরিতোষ পাইলাম। এক্ষণে তুমি এই তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইলে। তোমার বিঘ্ন দূর হউক এবং অতিদীর্ঘ কাল জীবিত থাক। বৎস! অতঃপর তোমার যথায় ইচ্ছা গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহা-দিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আয়ুর সহিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বষট্‌কার ও বেদসমুদায় আমাকে বরণ করুন, এবং যিনি বেদবিৎ ও ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সুরগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া বিশ্বা-মিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রীস্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই ব্রহ্মর্ষি হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বর্ত্তিয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বা-মিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অধিকার পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে অর্চ্চনা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইনি মুনিগণের প্রধান, মূর্ত্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তপোবল

একমাত্র ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রাম-লক্ষ্মণ-সমক্ষে গৌতমতনয় শতানন্দের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন। আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তরে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, আমি তাহা মহাত্মা রামের সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদাস্যেরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে শুনিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শক্তি অপরিমিত এবং গুণও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিতে সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মে। এক্ষণে সূর্য্যমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হইতেছে; দৈবক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহ্ন-ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এই বলিয়া মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি কৌশিকও সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সংকৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

# ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সুনির্ম্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সংকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। বাক্‌বিশারদ ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্রিলোকবিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইঁহারা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

জনক কহিলেন, তপোধন! যে সূত্রে এই ধনু আমার হস্তগত হইয়াছে, আপনি অগ্রে তাহা শুনুন। পূর্ব্বে মহাবল রুদ্র দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমারা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া, আমার পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দেন। এই সূত্রে উহার আগম।

অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ঐ কন্যা ক্ষেত্রশোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম রাখিলাম সীতা। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার গৃহেই পরিবর্দ্ধিতা হয়। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্য্যশুল্কা বলিয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন কিছুই করিতে পারেন নাই। তপোধন! আমি সেই মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই নির্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরা ও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইঁহাকেই কন্যা দান করিব।

# সপ্তষষ্টিতম সর্গ।
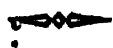
মহর্ষি কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্ম্মুক প্রদর্শন করুন। জনক মহর্ষির এই আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিপ্ত মাল্যশোভিত দিব্য শঙ্কর-ধনু আনয়ন কর। মহাবল সচিবেরা রাজ-আজ্ঞামাত্র পুরপ্রবেশ করিয়া ধনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। অতি-দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে হরধনু আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক হয়, তবে এই সর্ব্বরাজপূজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইঁহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগে-

বাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনুই আনাইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামকে কহিলেন; বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জূষা উদ্‌ঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অব লীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোর ও গভীর শব্দ হইল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয়, চারিদিক সেই রূপে কাঁপিয়া উঠিল। তৎকালে বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত আর সকলেই অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা জনকের যে এত কাল সংশয় ছিল, তাহাও অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি এই দাশরথি রামের বীর্য্যপরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। মনেও করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটী কুলকীর্ত্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর

আমাব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। আমি রামেব সহিত প্রাণসমা জানকীব বিবাহ দিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমাব দূতগণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাক্। বিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামেব সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করুক। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্ব্বিঘ্নে আছেন, ইহাবা গিয়া প্রীতমনে এই সংবাদও দিবে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাজর্ষি জনকেব প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশবথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন কবিবাব নিমিত্ত দূতদিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ কবিলেন।

---

## অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাহাদিগেব বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূব অতিক্রম করিয়া তাহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। দ্বারপালেরা পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে মহারাজেব নিকট লইয়া চলিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূত অমরপ্রভাব বৃদ্ধ রাজা দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক কর্ম্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং ভগবান বিশ্বামিত্রের অনুমোদিত কার্য্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, "যিনি ধনুর্ভঙ্গপণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যাদান করিব, পূর্ব্বে এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আপনি তাহা অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল এই ধনুর্ভঙ্গে অপারগ হইয়া রোষ-কষায়িতমনে প্রস্থান করিয়াছেন, আপনি ইহাও জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আসিয়া সভামধ্যে সেই প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইঁহাকে কন্যা দান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইব, আপনি এই বিষয়ে আমায় অনুমতি করুন। মহারাজ! আপনি অবিলম্বে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে চক্ষে দেখুন এবং আমাকেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আসিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন।" নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রিদিগকে

কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই।

মন্ত্রিগণ ঋষিদিগের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি, পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

---

## একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধন রত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে

চতুরঙ্গিণী সেনা সুসজ্জিত হইয়া নির্গত হউক। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতেরা শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋত্বিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করত কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই দুই রাজকুমারের বিবাহজনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমার সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিসীমা নাই। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে কন্যাদানের বিঘ্ন সকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণের মুখারবিন্দ অবলোকনে পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষ সম্পাদন পূর্ব্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমুদায় সমাপন করিয়া বিশ্রামশয্যায় গমন করিলেন।

---

## একসপ্ততিতম সর্গ।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলক

সমুদায় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্ম্মশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ আমার যজ্ঞরক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তিনি এস্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দকে এইরূপ কহিলে কার্য্য-কুশল দূতেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনিও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দেবদূতেরা যেমন ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুকে আনিতে যায় সেইরূপ ঐ সমস্ত দূত দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মহারাজ কুশধ্বজকে আনিবার জন্য যাত্রা করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রাজা জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর বিবাহ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাজযোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি গিয়া এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রাজা দশরথকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত

অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। তখন রাজমন্ত্রী সুদামন রঘুকুল-প্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অবনত-শিরে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ। রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন।

মহারাজ দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া, ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন, কহিলেন, মহারাজ। ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাদিগের কুলগুরু। আমার সকল কার্য্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুলপর্য্যায় কীর্ত্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য;

অনবণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়াছিল। দুর্ব্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষীর সহিত হিমাচলে গমন ও মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্ব্বতে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। কমললোচনা অসিতমহিষী মহাভাগা কালিন্দী পুত্রকামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ব্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পরমসুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না।

পতিদেবতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার করিলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার সপত্নী গর্ব্ভবিনাশবাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়, এই কারণে

উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। পরে ইহাঁরই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ ইহাঁরই আত্মজ। বিদেহনাথ! এই বংশ-পরম্পরাপরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে, আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপগুণসম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করুন।

---

## একসপ্ততিতম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা

সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্ম্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনকশব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত, রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমণ, মহারোমণের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ। এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে ছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত

সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কর্ম্মুক ও কমল-লোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইঁহার জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্য্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীতমনে অবশ্যই এই কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান-বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

---

# দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর কি বলিব, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ সম্যক্ উপযুক্তই হইল, এবং ইহাঁদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। রাজন্! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য আছে, আপনি তাহাও শুনুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুইটী কন্যা আছে। আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য ঐ দুইটিকেও প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, রাজা দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালতুল্য এবং ইহাঁদের বিক্রম দেবতার অনুরূপ। অতএব আপনি ঐ ভরত ও শত্রুঘ্নেরও বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলকে বন্ধন করুন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে তপোধন বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে

অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই হইবে। রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে কুশধ্বজের দুইটী কন্যাকেই সম্প্রদান করা যাইবে। আগামী পরশ্ব উত্তর ফল্গুনীনক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। এক্ষণে চারিটী রাজপুত্র এক দিনেই চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

সুশীল জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিন জনেরই রাজসিংহাসন অধিকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগ্য রাজধানী অযোধ্যাও আমার পক্ষে তদ্রূপ। অতএব আপনারা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না, যেরূপ উচিত বোধ করিবেন, তাহাই করুন।

তখন মহীপাল দশরথ হৃষ্টমনে কহিলেন, মিথিলানাথ! আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীমগুণসম্পন্ন। জনকবংশের ঋষিতুল্য রাজগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদায় বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এই বলিয়া যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ভগবান বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা

হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের শুভ সংকল্পে চারি লক্ষ স্বর্ণ-শৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন এবং সেই গোদান-সংস্কার-সংস্কৃত পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

---

## ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

মহারাজ দশরথ যে দিবস এই গোদান-সংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিনে কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল, মহাবীর যুধাজিৎ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়রাজ স্নেহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, "বৎস! তুমি যাঁহাদের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল।" মহারাজ! পিতা

আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানী অযোধ্যায় গিয়া শুনিলাম, আপনার পুত্রেরা বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার আশয়ে সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম। পরে রাজা দশরথ ঐ মাননীয় প্রিয় অতিথি সুধাজিৎকে পাইয়া যথাচিত উপচারে পূজা করিলেন।

অনন্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত হইল। অযোধ্যার অধিনাথ, পুত্রগণের সহিত পরম সুখে নিশাযাপন পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্ত্তে সর্ব্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিপতি জনককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসূত্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশদ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গৃহীতা একত্র হইলে সকল কর্ম্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।

দাতা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা জনক কহিলেন, তপোধন! দ্বারে এমন কোন্ দ্বারপাল আছে?' সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা

করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার, সুতরাং নিজগৃহপ্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদায় মঙ্গলাচার, সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বেদিমূলে সমবেত আছেন। আমিও এই বেদিতে আসীন, এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখে রাজর্ষি জনকের এই শিষ্টাচারের কথা শুনিয়া ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বেদির চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত, সবাঙ্কুরযুক্ত চিত্র কুম্ভ, শরাব, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। পরে তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা আমার দুহিতা; ইনি তোমার

সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি ইঁহার পাণি গ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক রামকে সীতা সম্প্রদান করিয়া হৃষ্ট মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ। এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। আমি ঊর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইঁহার পাণি গ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত। তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকেও কহিলেন, শত্রুঘ্ন! তুমিও শ্রুতকীর্ত্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সুশীল ও ব্রতপরায়ণ। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর ঐ চার রাজকুমার বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভি ও অন্যান্য রূপ বাদ্যও বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে সকলের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাজা দশরথের পুত্রগণ তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত

শিবিরে গমন করিলেন। দশরথও বরবধূসঙ্গমে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া উহাঁদিগের অনুগামী হইলেন।

---

## চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ জনক প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি সংখ্য বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধন-স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যাকে শত সংখ্য সখী এবং দাসী ও দাসও দিলেন। এইরূপে বিবাহকালীন সমস্ত লৌকিক কার্য্যই সুসম্পন্ন হইল। তখন মহারাজ জনক দশ-রথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে পুত্র-দিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চিৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, তপোধন! ঐ ভীম-

দর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চিৎকার করিতেছে এবং মৃগ সকলও দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। এক্ষণে বলুন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত, ইহার পরিণাম সেরূপ শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইতেছে, ইহাতেই বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু মৃগগণের অনুকূল গতি উহার শান্তি সূচনা করিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল। কোন দিক আর কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুবশে ভস্মরাশি উড্ডীন হইয়া সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। উহারাও অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুরসংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ ঐ কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যুগান্ত বহ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বতেজঃপ্রদীপ্ত, পামরগণের দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে সহসা দেখিতে পাইলেন। জপহোম-

পরায়ণ বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই জমদগ্নিতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল কি নির্ম্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয়বধ করিয়া পূর্ব্বে ইঁহার ক্রোধানল ত নির্ব্বাণ হইয়াছিল, এক্ষণে কি পুনর্ব্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া অর্ঘ গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক সেই ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও ঋষিগণপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

---

## পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য্য ও ধনুর্ভঙ্গ সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শরযোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে বীর্য্যপরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

তখন রাজা দশরথ বিষণ্ণ বদনে দীন নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাতপা ব্রাহ্মণ, ক্রোধ সংবরণ করিয়া ক্ষত্রিয়বধে ক্ষান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে অনুনয় করি, আপনি আমার এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গবদিগের বংশে আপনার জন্ম। আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মসাধনে মনঃসমাধান ও ভগবান কাশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। এক্ষণে কি কেবল আমারই সর্ব্বনাশের নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুন, রামের কোন রূপ অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি আর প্রাণে বাঁচিব?

জমদগ্নিনন্দন তাঁহার এই কথায় অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুই খানি কার্ম্মুক প্রযত্নসহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্ব-লোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গি-য়াছ, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর-সংহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই দুর্দ্ধর শরাসন বিষ্ণুকে দান করিয়াছিলেন। এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

কোন এক সময়ে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও পরস্পর

জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্র দেবও স্তম্ভিত হন।

তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন, ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুই অধিকবল। পরে ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতকে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার হস্তে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ, ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। অনন্তর একদা তপোবল-সম্পন্ন, মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন অধর্ম্ম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। রাম! আমি পিতার এই বিসদৃশ দারুণ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছি। পরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরধনু ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমার এই পৈতৃক শরাসন গ্রহণ ও ইহাতে শরসংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

---

## ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

দাশরথি রাম পিতৃসান্নিধ্য নিবন্ধন মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। নির্যাতনের ইচ্ছা বীরের অবশ্যই শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আপনি যে আমাকে দুর্বল অক্ষম বোধ করিয়া অবমাননা করিতেছেন, ইহা কোন মতেই সহিতে পারি না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম দুইই দেখুন।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ঐ শরাসনে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ, কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর স্ববীর্য্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোকসমুদায়, কি এই আকাশগতি, কোনটি নষ্ট করিব?

ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর, যক্ষ রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার

নিবীক্ষণ কবিবাব নিমিত্ত তথায সমাগত হইযাছিলেন। তাঁহাদিগেব সমক্ষেই জামদগ্ন্যেব তেজ বামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নির্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বহিলেন।

অনন্তব তিনি পদ্মপলাশলোচন বামকে মৃদু বচনে কহিতে লাগিলেন, বাম! আমি যখন মহর্ষি কশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধবা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিযাছিলেন, তুমি আমাব বাজ্যে আব বাস করিতে পারিবে না। আমি তাঁহাব এই প্রতিষেধে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি আমি পৃথিবীতে আব বাত্রিবাস করি না। অতএব তুমি এক্ষণে আমাব গতিনাশ করিও না। আমি এই গতিবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা কবিব। আর আমি তপোনুষ্ঠান দ্বাবা যে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিযাছি, তুমি এই দণ্ডে এই শবদণ্ডে তাহা সংহাব কর। বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ কবাতেই আমি বুঝিলাম, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনাশী বিষ্ণু। এক্ষণে তোমাব মঙ্গল হউক। জগতে তোমাব প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই এবং তোমাব কার্য্য অলৌকিক। এই সকল দেবতা সমাগত হইযা তোমাকেই দর্শন করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকেব অধীশ্বর। তুমি যে আমাকে পবাভব করিলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি, এই অসম শব প্রতিসংহার কর। আমিও মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা কবি।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোক

সকল বিনষ্ট ও সমস্ত দিক্ তিমির নির্ম্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্যও পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন।

## সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

জামদগ্ন্য প্রস্থান করিলে দাশরথি রাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরাধিপতি বরুণকে ঐ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতা দশরথকে ভীত দেখিয়া কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগ্ন্য প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য আপনার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে আলি-ঙ্গন পূর্ব্বক বারংবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত

হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের অপূর্ব্ব রচনায় সুশোভিত এবং উহার রাজপথ সকল জলসেকে সিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তূর্য্যরব উহার চতুর্দ্দিক নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পুরবাসিরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশদর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল হইয়াছে।

তখন পৌরবর্গ ও পুরবাসি বিপ্রগণ রাজা দশরথের প্রত্যুদ্গমন করিল। তিনি পুত্রগণের সহিত হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক বিবিধ রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হইলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ পুর্ব্বক হোমপূত কৌশেয়বস্ত্রশোভিত বধূগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং উহাঁদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

প্রবেশোপযোগী মঙ্গলাচারসকল পরিসমাপ্ত হইল। বধূগণ নির্জ্জনে পুলকিতমনে ভর্ত্তৃগণের সহিত ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও কৃতদার ও কৃতাস্ত্র এবং ধন জনে পূর্ণ হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে রাজা দশরথ কুমার ভরতকে কহিলেম, বৎস! তোমার মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে আছেন। তুমি উহাঁর সহিত তথায় গমন কর। তখন রাজ-

কুমাব ভরত পিতার আজ্ঞাক্রমে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহেব আলযে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পিতা মাতৃগণ ও প্রিযকারী রামকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাত্রা কবিলেন। তাঁহাবা উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে দেখিযা কেকযাধিপতির হর্ষেব আর পরিসীমা রহিল না।

ভবত মাতুলালযে গমন করিলে বাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আবাধনায প্রবৃত্ত হইলেন। বাম তাঁহাব আজ্ঞানুবর্ত্তী হইযা পৌরকার্য্য সমুদায় পর্য্যালোচনা কবিতে লাগিলেন। তাঁহাব প্রযত্নে পুববাসিদিগের প্রিয ও হিতকব সকল বিষযই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণেব প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক সম্পাদন কবিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশবথ বামের এইরূপ চবিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ কবিলেন। ব্রাহ্মণ বণিক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহাব প্রতি সবিশেষ অনুবাগ প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন। দশবথের পুত্রগণমধ্যে সত্যপবাক্রম রামই অতি যশস্বী ও ভূতগণমধ্যে স্বয়ম্ভুব ন্যায গুণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার সহিত নানা প্রকার সুখভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও এক ক্ষণেব নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয হইতে বহিষ্কৃত কবিতেন না। তাঁহার পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে বামেব হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারণে এবং তাঁহাব বমণীয রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁহাব প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও বামের প্রতি

দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানিতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন।

তখন সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইলেন।

---

বালকাণ্ড সম্পূর্ণ।

# রামায়ণ

## অযোধ্যাকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্র
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮০৪

# সূচীপত্র।

## অযোধ্যাকাণ্ড

| সর্গ | | পৃষ্ঠা হইতে | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|

| সর্গ | | পৃষ্ঠা হইতে | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|

অযোধ্যাকাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

---

# রামায়ণ

## অযোধ্যাকাণ্ড।

### প্রথম সর্গ।

রাজকুমার ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার কালে প্রেমাস্পদ শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ দুই ভ্রাতা তথায় মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে পুত্রনির্ব্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃদ্ধ পিতাকে এক ক্ষণের নিমিত্ত ভুলেন নাই। রাজা দশরথও উঁহাদিগকে কোনও সময় বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু যদিও পুত্রের মধ্যে সকলেই তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল, তথাচ তিনি রামকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভূর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। তিনি স্বয় নারায়ণ সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাক্ষস-

রাজ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মর্ত্তালোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বজ্রধর ইন্দ্র দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই অমিততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্ এবং প্রশান্তস্বভাব। তিনি মৃদু বাক্যে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে কটূক্তি করিলে তিনি কঠোর কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটি-মাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে এবং অপকার অনন্ত হইলে স্বীয় উদারগুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশকালে সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। যদি কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্য্যমদে কখন উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী বিদ্বান্ ও বৃদ্ধবর্গের মর্য্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তি-পরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে সমাদর করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গ লাভ হয়,

এইই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অমঙ্গল-প্রসঙ্গে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় সুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষের লক্ষণ পরীক্ষায় সুদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদবেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত এবং তিনিই তদ্বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি তেজস্বী ও সবল। সঙ্কট স্থলেও তিনি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লোকাচারকুশল বিনীত গম্ভীর গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জন ও সৎপাত্রে দান করিতে হয়, তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্যশূন্য সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ প্রবেশ লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যভার বহনে তাঁহার আলস্য ও ঔদাস্য নাই।

যে সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদায় জানিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান তিনি এই দুইটী কার্য্যে সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন, শত্রুসংহার ও ব্যূহরচনা তিনি এই সমস্ত কার্য্যে সুপারগ। তিনি ধনুর্ব্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত ও ত্রিলোকপূজিত। তিনি ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিগুণে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর প্রজারঞ্জন এইরূপ গুণগ্রামে, করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অপ্রধৃষ্যপরাক্রম লোকনাথসদৃশ রামকে অধিনাথরূপে প্রার্থনা করিলেন।

একদা বৃদ্ধ রাজা দশরথ রামকে এইরূপ গুণবান্ দেখিয়া মনে করিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাজা হইবেন তদ্দর্শনে না জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে! কবে আমি প্রিয়পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব! রাম সততই লোকের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাঁহার দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং মদপেক্ষা তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি এবং পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য। অধিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই

গুণবান ও শ্রেষ্ঠ। হা। আমি কবে এই বৃদ্ধ বযসে তাঁহাকে এই পৃথিবী সাম্রাজ্যেব বাজা দেখিযা স্বর্গ লাভ কবিব।

অনন্তব মহারাজ দশবথ বামকে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ অনন্যসুলভ অপবিচ্ছিন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত দেখিযা মন্ত্রিগণেব সহিত পরামর্শ কবত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিলেন। কহিলেন, মন্ত্রিগণ।, আমাব দেহে জবাব সঞ্চাব হইযাছে এবং অন্তবীক্ষে গ্রহনক্ষত্রেব প্রতি-কূলতা, বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রকাব উৎপাতও প্রাদুর্ভূত হইতেছে। এই সমস্ত কাবণে এই যৌববাজ্য-প্রদানেব প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসুন্দবানন লোকাভিবাম বামেব ও প্রকৃতিগণেব সবিশেষ প্রীতিকব হইবে।

পবে সেই রাজাধিবাজ যোগ্য অবসবে আপনাব ও প্রজা-গণেব হিতার্থ এবং বামেব ও প্রজাগণেব প্রতি স্নেহ প্রদর্শ-নার্থ বামকে যৌববাজ্যে অভিষেক কবিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণ দ্বাবা নানা নগব ও জনপদেব প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন এবং মর্য্যাদা অনুসাবে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানা প্রকাব বাসোপযোগী বস্তু প্রদান কবি-লেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই অভিষেক-সংবাদ প্রদান কবা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কবি-লেন না। ভাবিলেন, ইঁহারা অতঃপব অবশ্যই এই প্রিয সমাচার জানিতে পারিবেন।

বিজযী বাজা দশবথ সভাভবনে উপবেশন করিযা আছেন, ইত্যবসবে লোকপ্রিয পার্থিবগণ আগমন কবিতে

২

লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া রাজদত্ত আসনে রাজারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইহাঁরা রাজভক্তিপ্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ইহাঁদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

---

## দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিসদৃশগম্ভীর ও মধুর স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদগণকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, পারিষদগণ! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন তোমরা ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ আমি পূর্ব্বতন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসুখনিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত

শক্ত্যনুসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেত ছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এক কালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিতেছি, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, এবং ইহা বীর পুরুষেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি এক্ষণে সেই গুরুভারে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সকল উপস্থিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের অনুরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি সর্ব্বাংশে তোমাদিগেরই যোগ্য। ত্রিলোকের সমস্ত লোক তাঁহাকে পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদ্যই পৃথিবীর এই হিতানুষ্ঠান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সুখী হইব। এক্ষণে বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুকূল হইবে কি না? অথবা যদি আমি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকি, তবে, এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে, তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ, মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বাপর-পক্ষসঙ্ঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

নীল মেঘ দেখিলে ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভূপালগণ মহারাজ দশরথের বাক্য সেইরূপ সন্তোষের সহিত স্বীকার করিলেন। তখন সভামধ্যে সর্ব্বাগ্রে সামন্ত রাজগণের আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। পরে জনসাধারণের আন্দোলনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্ম্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া ঐক-মত্য অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই কারণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাই আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন রাজা দশরথ তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবনামাত্র তোমরা যে রামকে যৌবরাজ্যদানে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই আমার মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি যখন জীবিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতি-ষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর।

অনন্তর ভূপালগণ এবং পৌর ও জনপদবাসিরা তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার আত্মজ রামের বহু প্রকার

সদ্‌গুণ আছে। এক্ষণে আমরা আপনার সমক্ষে তাঁহার গুণব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য্য দেবরাজ-সদৃশ রাম অলোকসামান্য গুণে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভূলোকে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য। কেহ দুঃখিত হইলে তিনিই সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদর্শন। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণে ইহ লোকে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি যশ ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। সমগ্র বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। কারণসত্ত্বেও তিনি কদাচ ক্ষুব্ধ হন না। ধর্ম্মার্থনিপুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবীর রাম গ্রাম বা নগররক্ষার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না। তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আইসেন, তখন পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় পুরবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ

কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র ভৃত্য শিষ্য ও অগ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপুর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্যের শুশ্রূষা, ভৃত্যের একান্তমনে সেবা, এইরূপ বিষয়ও তন্ন তন্ন করিয়া তিনি প্রায়ই আমাদিগকে জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ উপস্থিত হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন এবং উঁহাদের উল্লাসে পিতার ন্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার মুখারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদায় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তিনি সুর-গুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শনে সমর্থ। তাঁহার ভ্রূদ্বয় অতি সুদৃশ্য এবং লোচনযুগল বিশাল ও আরক্ত। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শৌর্য্য বীর্য্য এবং রণক্ষেত্রে ক্ষিপ্র গমনাগমন এই সমস্ত বীরোচিত গুণে সাধারণেই তাঁহাকে ভাল বাসিয়া থাকে। তিনি প্রজাপালক। বিষয়লোভ তাঁহার চিত্তকে কদাচ কলুষিত করিতে পারে না। এই পৃথিবীর কথা ত সামান্য বিশ্বরাজ্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নীতিপথ অনুসরণ করিয়া বধার্হকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দোষ তাহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ নাই, প্রত্যুত প্রসন্নতা প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে প্রচুর অর্থদানও করিয়া থাকেন। রাম প্রজাগণের প্রীতিকর

অতি উদার গুণযোগে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! সেই গুণবান মহাবীর যৌবরাজ্যের ভার প্রাপ্ত হন আমাদিগের ইহাই প্রার্থনা। তিনি আমাদেরই ভাগ্যবলে শ্রেয়স্কর রাজকার্য্যে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় মহর্ষি কশ্যপের ন্যায় আপনি সৌভাগ্য-বলেই তাদৃশ গুণের পুত্রকে পাইয়াছেন। সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল সকল কালেই রামের অভ্যুদয়কামনায় তদ্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দেখিব। এক্ষণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী পুত্রকে প্রফুল্লমনে রাজ্যে অভিষেক করুন।

---

## তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালগণের এই বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক

প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছ, কি আনন্দ! কি বিচিত্রই বা আমার প্রভাব।

দশরথ সকলকে এই রূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত। কানন সকল নানাবিধ কুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌবরাজ্যভার প্রদানের সমুদায় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশমিত হইলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করুন। তৎকালে মন্ত্রিগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদায়, পূজাদ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য লোকের অভীষ্ট ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ

দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভৃত দক্ষিণা প্রভাতে দ্বিজগণকে সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। সর্ব্বত্র পতাকা উড্ডীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেক কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন এবং চৈত্য স্থানে অন্ন অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ ও প্রচুর দক্ষিণা দিয়া দেবপূজা কর। বীরপুরুষেরা বেশভূষা করিয়া বিশাল অসি ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উৎসবময় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক। বিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া পৌরোহিত্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য রাজা দশরথের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় প্রস্তুত হইলে তাঁহারা প্রীতি সহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ধার্ম্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র "যথাজ্ঞা মহারাজ!" এই বলিয়া রথী রামকে রথে আরোপণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দিক্‌দিগন্তের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ আর্য্য আরণ্য ও পার্ব্বত্য জাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। দশরথ সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে বিরাজমান।

এই অবসরে তিনি প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, মেঘ যেমন গ্রীষ্মতাপতপ্ত প্রজাদিগের নয়ন মন অপহরণ করে; সেইরূপ ঐ গন্ধর্ব্বরাজস্বরূপ বিখ্যাতবীর মত্তমাতঙ্গগামী চন্দ্রবদন অতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার গুণযোগে সকলের নয়ন মন অপহরণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। তৎকালে দশরথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজকুমার রাম রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিতৃ সন্নিধানে চলিলেন। সুমন্ত্র তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য কৈলাস-শিখরাকার প্রাসাদে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে আপনার পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

রাজসভায় মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় রমণীয় এক সিংহাসন রামেরই জন্য আনীত ছিল। রাজা দশরথ তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। রাম উপবিষ্ট হইলেন। তখন সুমেরু পর্ব্বত যেমন উদীয়মান তেজঃপুঞ্জময় সূর্য্যে উদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ ঐ উৎকৃষ্ট আসন রামের অধিষ্ঠানে যার পর নাই সুশোভিত হইল। চন্দ্র যেমন গ্রহনক্ষত্রসঙ্কুল শারদীয় আকাশকে অলঙ্কৃত করেন, তদ্রূপ ঐ নানালোকপূর্ণ রাজসভাও রামের অধিষ্ঠানে সমধিক শোভা ধারণ

করিল। তখন লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন পরিতুষ্ট হয়; সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর তিনি রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্ব্ব-প্রধানা সর্ব্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বগুণে গুণবান; এই জন্য আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজগুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে স্বয়ং যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যত্নবান হও। কামক্রোধনিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। অস্ত্রাগার ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ রাখিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগসংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, অমৃত লাভে দেবতার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকার্য্য পর্য্যালোচনে যত্নবান হও।

তখন রামের প্রিয়কারী সুহৃদেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমন পূর্ব্বক

তাঁহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন করিলেন। কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত প্রিয়-প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ, রত্নভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

এদিকে রাম পিতা দশরথের পাদবন্দন পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসিরাও অভি-লষিত বস্তু লাভের ন্যায় ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের অভিষেক-বিঘ্ন শান্তির আশয়ে দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

## চতুর্থ সর্গ।

পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যা-সংক্রম হইবে। ঐ দিনেই পদ্মপলাশলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা স্থির হইল। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে পুনর্ব্বার এই স্থানে আন।

সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুতপদে রামের

নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। রাম উঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি জন্য পুনরায় আইলে বল। সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! রাজা পুনর্ব্বার আপনাকে দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে যেরূপ অভিপ্রায় হয় আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহপ্রবেশের অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহপ্রবেশ করিয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, বৎস! আমি দীর্ঘায়ুলাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখ উপভোগ কবিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাচকগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান ও গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছি, অন্নদান ও প্রভুত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছি। যাহার তুলনা ভূমণ্ডলে নাই আজ সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এই রূপে দেবতা ঋষি বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে আমাব সম্পূর্ণই মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমায় রাজ্যাভিষেক করা ব্যতীত আমার কর্ত্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তাহা শুন।

বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবাব

বাসনা করিতেছে, এই জন্য আমি তোমাকেই রাজ্যে অভি-ষেক করিব। বিশেষতঃ আজ আমি নিদ্রাযোগে বড় অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি; যেন দিবাভাগে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়া-ছেন। এইরূপ অশুভ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, তাঁহার মৃত্যুঘটনাও ইহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। বৎস! মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবত অস্থির। অতএব আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে ঘটিবে। এক্ষণে আমি তোমায় যৌবরাজ্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা কল্যই তোমাকে অভিষেক করিব। অতএব তুমি আজিকার রাত্রি-যোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও। দেখ, শুভ কার্য্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই জন্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া আজ তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে আছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুস-ম্পন্ন হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা। ভরত যথার্থতই ভ্রাতৃ-বৎসল ও সজ্জন। ঈর্ষায় তাঁহার মন কলুষিত হয় না এবং তিনি তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মন অবশ্যই বিকৃত হয়। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিগের মনও

রাগ দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব বৎস! এক্ষণে তুমি যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এ দিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া, সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেবগৃহে গমন পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণপুরুষকে ধ্যান করিতেছিলেন এবং সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবভবনে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

পরে তিনি জননীকে অভিবাদন পূর্ব্বক শুভ সংবাদে পুলকিত করিয়া কহিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন-ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন, উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিলেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজিই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া হর্ষগদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি শ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার স্বগুণে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। আহ্লাদের কথা আর কি বলিব, আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, এত দিনে তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

ঐ স্থানে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। রাম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তোমাকেও আমার সহিত এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত, অতএব তুমি ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখ উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

---

# পঞ্চম সর্গ।

এদিকে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন। অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তি ও রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করিবার আদেশ প্রদান করিয়া আসুন।

বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষি, রাজার বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণের অনুরূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাজকুমার রামের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান ভবনে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশ-দ্বার পার হইলেন। রামও সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি জানকীর সহিত উপবাস করিয়া থাকিও। কল্য প্রাতে মহারাজ প্রীতি সহকারে তোমায় রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন।' এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত রামকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সুহৃদ্গণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন পূর্ব্বক তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় নরনারী সকলেই আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত। তৎকালে উহা প্রফুল্ল-সরোজ-বিরাজিত মদমত্তবিহঙ্গশোভিত সরোবরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রাসাদসদৃশ আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে। সকলে পরম কুতূহলে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। লোকের সঙ্ঘর্ষ ও হর্ষে সর্ব্বত্র সমুদ্রের গর্জ্জনশব্দের ন্যায় একটী তুমুল শব্দ হইতেছে। ঐ দিবস সকল পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত। নগরীর চতুর্দ্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে উন্মত্ত হইয়া রামের অভিষেকদর্শনার্থ সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। এবং সকলেই প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির নিদান প্রীতিবর্দ্ধন এই মহোৎসবের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া আছে।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজপথে এইরূপ লোকের কোলাহল দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় জনস্রোত বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরি-সদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া, ইন্দ্রের নিকট যেমন বৃহস্পতি গমন করেন তদ্রূপ নরেন্দ্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন অবনিপাল মহর্ষিকে দেখিবামাত্র সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইল। অনন্তর রাজা বিনীত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আমার অভিপ্রেত কার্য্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমুদায়ই সাধন করা হইয়াছে।

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরীমধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শশাঙ্ক যেমন তারকাখচিত নভোমণ্ডলকে একান্ত উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত স্ত্রীজনসঙ্কুল অমরাবতীতুল্য অন্তঃপুরকে যারপর নাই শোভিত করিলেন।

---

## ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে বশিষ্ঠদেব বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচনা জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নম-

স্নাব কবিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে হবির হোমাবশেষ ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার ইষ্টসিদ্ধিপ্রার্থনা কবিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালযের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন কবিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিযা অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান কবিলেন। ঐ সময় সূত মাগধ ও বন্দিগণ শর্ব্বরী প্রভাত হইযাছে দেখিয়া, মধুর স্বরে মঙ্গলগীত গান কবিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্ব্বসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা কবিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গভীর পুণ্যাহ-ঘোষে সমস্ত রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন এই সংবাদে নগরবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত হইল।

অনন্তর পৌরজনেরা সমস্ত পুরী সুসজ্জিত কবিতে লাগিল। শুভ্র মেঘের ন্যায় ধবল গিরিশিখর-সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সমূহে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপগন্ধে সুবাসিত ও মাল্যে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেকান্তে যদি রাজকুমার রাম

রাত্রিকালে নগরপরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক দিবার নিমিত্ত বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিল। স্থানে স্থানে অনেকানেক লোক নট নর্ত্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গণে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর ঐ অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। অনেক লোক সভা ও প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া রাজা দশরথের প্রশংসাবাদ পূর্ব্বক কহিল, এই ইক্ষ্বাকু-কুল-প্রদীপ রাজা অতি মহাত্মা। দেখ, ইনি আপনার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত দেখিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম লোকপরীক্ষায় দক্ষ। তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন, ইহাতেই আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। রাম বিনীত বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল। তিনি আমাদের সহিত ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সস্নেহ ব্যবহার করেন। এক্ষণে রাজা দশরথ চিরজীবী হউন। আমরা তাঁহারই প্রসাদে আজ রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব। ঐ সময় দিগ্‌দিগন্ত হইতে নানা জনপদের লোক রামের অভিষেক দর্শনার্থী হইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছিল। তাহারা স্থানে স্থানে পৌরগণের মুখে ঐ সমস্ত কথা শুনিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন প্রবলবেগ মহাসমুদ্রের পর্ব্বকালীন ঘোর গর্জ্জনশব্দের ন্যায় চতুর্দ্দিকে অভ্যাগত লোকের কোলাহল উত্থিত হইল।

এবং ঐ অমরাবতীসদৃশ অযোধ্যাও একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তুবিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

---

## সপ্তম সর্গ।

মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর দাসী। কৈকেয়ী ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। প্রাতঃকালে নগরীর চতুর্দ্দিকেই তুমুল জনকোলাহল উত্থিত হইয়াছে। মন্থরা ইহার কারণ জানিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর উঠিল। দেখিল, অযোধ্যার সমস্ত রাজপথ চন্দনজলে সিক্ত এবং রক্তোৎপলে শোভিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা। কোন স্থানে নিম্নোন্নত পথ এবং কোথাও বা গতিসৌকর্য্যের জন্য সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সকলেই কৃতস্নান। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে কোলাহল করিতেছেন। সমস্ত দেবালয়ের দ্বারদেশ সুধাধবলিত। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলেই আমোদে উন্মত্ত। বেদগান নগরভেদ করিয়া উঠিতেছে। এবং হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্য্যন্ত আনন্দনাদ করিতেছে।

পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা ব্যযকুণ্ঠ হইয়া আজ কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষাবেগে বিদীর্ণ হইয়া কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শান্তপ্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, বৃথা আর কেন শয়ন করিয়া আছ। তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি বুঝিতেছ না যে দুঃখভার প্রবলবেগে তোমায় পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হও। গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? আজ কি কারণে তোমাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থতই কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল।

সে বাহ্য আকারে আরও বিষাদের লক্ষণ দেখাইয়া তাঁহার মনে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য পূর্ব্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি ত আপাততঃ এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্ম্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্ত্তার কেবল মুখেই ধর্ম্ম, কিন্তু তিনি অতিশয় শঠ। তাঁহার বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় যার পর নাই ক্রূর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জান এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। তুমি আপনার হিতাভিলাষে পতিব্যপদেশে সর্পের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ ঘাটিয়া থাকে রাজা দশরথ হইতে তোমার পুত্রের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপাত্মা। তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য সমুদয়ই নিরর্থক। তিনি রামের রাজ্যদানপ্রসঙ্গে তোমা-

কেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও এবং এই বিপদ হইতে আপনাকে ভরতকে ও আমাকেও রক্ষা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের শুভ অভিষেক-সংবাদে যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে পারিতোষিক উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কহিলেন, মন্থরে। তুমি আমায় আজ কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে। এক্ষণে এমন আমার কি আছে, যা দিলে এই সুখ বাদের অনুরূপ হইতে পারে। বৎস রাম ও ভরত উভয়েই আমার পক্ষে সমান, সুতরাং মহারাজ যে রামকে রাজ্য দান করিবেন, ইহাতে আমারই অধিকতর সন্তোষ। বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা প্রীতিকর সংবাদ আর আমার কিছুই নাই। মন্থরে। তুমিই আজ তাহা আমায় শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

---

## অষ্টম সর্গ।

তখন মন্থরা দুঃখ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া, পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া

প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি। তুমি কিজন্য অযথা-স্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, অতঃপর তোমায় দুঃখের পারাবারে পড়িতে হইবে? আমি তোমার এই ব্যবহারে অতি দুঃখেও মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যাহা শোচনীয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ শত্রু সপত্নীপুত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মনে উল্লাস হয়? কিন্তু তোমার যে এই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহাতেই আমার দুঃখ। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃ-সাধারণের ভোগ্য, এই জন্য ভরত হইতে রামের ভয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ভীত ব্যক্তিই আবার ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সর্ব্বতোভাবে রামের আশ্রিত, সুতরাং তাঁহা হইতে রামের কোনও ভয় নাই। যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত, অতএব শত্রুঘ্ন হইতেও রামের কোনরূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রতি এইরূপ কোনও আশঙ্কা হইতে পারে না। রাম নিরলস শাস্ত্রজ্ঞ এবং সন্ধিবিগ্রহাদি রাজ-কার্য্যের বিশেষজ্ঞ। তিনি যে পরে ভরতের সর্ব্বনাশ করিবেন, এক্ষণে আমার এই চিন্তাই প্রবল। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, আজ শুভ ক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু সকল দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। আমরা তোমার ন্যায় তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব এবং ভরতও

রামের দাস হইবে। সীতা সখীগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিবেন, আর তোমার বধূরা ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব প্রদর্শন করিতে দেখিয়া, তাঁহার গুণের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! বৎস রাম ধার্ম্মিক, গুণবান, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও পবিত্রস্বভাব। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। ঐ দীর্ঘজীবী, ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদে এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? রামের শত বৎসর পরেইত আবার ভরতের পৈতৃক রাজ্যে অধিকার, তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন স্বপুত্র ভরতের শুভাকাঙ্ক্ষী, তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক রামের শুভকামনা করিয়া থাকি, এই জন্য রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয়, তথাচ উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া থাকেন।

তখন মন্থরা অতিশয় দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ বলিয়া আপনার দুরবস্থা কিছুই বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, ইহার পর আবার তাহার পুত্রও রাজ্য পাইবে, সুতরাং ভরত

একেবারেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন! দেখ, রাজার সকল-পুত্র কিছু রাজ্য পান্ না, পাইলে একটী মহান অনর্থ উপস্থিত হয়, এই জন্য নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্পণ করেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, অতঃপর ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিতেছ না, প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে আমায় পারিতোষিক দিবারও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয় জানিও রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে হয় নির্ব্বাসিত না হয় বিনাশ করিবে। ভরত বালক, কিছুই জানেন না, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এ স্থানে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। দেখ, তৃণ লতা গুল্ম একস্থানস্থ বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এ সময় না হয় কেবল ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলেও অবশ্য বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে বনজীবিরা একটী বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু উহা কণ্টকবনে বেষ্টিত থাকায় রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক; দুই অশ্বিনীকুমারের ন্যায় তাঁহাদের সৌভ্রাত্র সর্ব্বত্র বিদিত আছে। এই জন্য রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণহন্তারক হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভরত মাতুলালয়

রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগের ও মঙ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতে যে আমাদের সকলেরই শ্রেয়োলাভ হইবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে। হা! বৎস ভরত চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু, রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া আর কিরূপে বাঁচিবেন। দেবি! অরণ্যে সিংহের আক্রমণ হইতে যেমন হস্তীকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি ভরতকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। রামজননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী। তুমি ভর্ত্তৃসৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছ, এক্ষণে তিনি কেনই না তাহার প্রতিশোধ লইবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি বলিব, রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইলে, পুত্রের সহিত তোমায় বিস্তর অবমাননা সহিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহাই অবধারণ কর।

তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! আজই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজই আমি ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে, তুমিই তাহা বুঝিয়া দেখ।

# নবম সর্গ।

অসাধুদর্শিনী 'মন্থরা' রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার জন্য কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন এবং উহা সঙ্গত হয় কি না তুমি স্বয়ংই তাহা বুঝিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি তোমার আর কিছুমাত্র মনে নাই, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেক বার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমারই মুখে শুনিবার জন্য গোপন করিতেছ? যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয় তবে শুন।

তখন কৈকেয়ী সুরচিত শয়নতল হইতে কিঞ্চিত উত্থিত হইয়া কহিলেন, মন্থরে! বল, এমন কি উপায় আছে, যাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতেরই হইবে।

মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটী নগর আছে। তথায় তিমি-ধ্বজ নামা মায়াবী এক অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুরযুদ্ধে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। তৎকালে সৈন্যগণ যুদ্ধশ্রমে কাতর হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিত। তখন রাজা দশরথ অসুরগণের

সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটী বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না, পূর্ব্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলত তোমার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বলপূর্ব্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং তাঁহার নিকট রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইলে তোমার পুত্র ভরত এই সময়ের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত, কি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিও না, কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন করিও। মহারাজ তোমাকে যে বড়ই ভাল বাসেন, তাঁহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না, এবং তুমি ক্রুদ্ধ

হইলে তিনি তোমার মুখের পানে চাহিতেও পারিবেন না। তিনি তোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এইরূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ক্রোধশান্তির নিমিত্ত মণি মুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন, কিন্তু দেখিও তুমি তাহাতে লুব্ধ হইও না। সুরাসুরযুদ্ধে তিনি যে তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে স্বকার্য্য সাধন করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। যখন মহারাজ স্বয়ং তোমাকে ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া বরদানের জন্য ব্যাকুল হইবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিবে। দেবি! রামের বনবাসেই ভরতের সমস্ত অভিলাষ সফল হইবার সম্ভাবনা। তিনি নির্ব্বাসিত হইলে তাঁহার উপর প্রজাগণ বীতরাগ হইবে এবং ভরতও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন। আর যখন রামের প্রত্যাগমন কাল উপস্থিত হইবে তখন দেখিও ভরত সকলের প্রীতিভাজন হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্বাহ্যে অধিকার করিয়া বসিবেন। অতএব তুমি অগ্রে সাহস পূর্ব্বক মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকল্প হইতে নিরস্ত কর। তাঁহাকে এই বিষয়ে ক্ষান্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

মন্থরা এইরূপে কৈকেয়ীর মনে এই অসঙ্গত বিষয়কে

সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিত মনে তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তিনি মন্থরার প্রবর্ত্তনায় বালবৎসা বড়বাবৎ অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়ভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! তুমি অতি সৎকথাই কহিতেছ। আমি তোমার প্রজ্ঞার অবমাননা করিতেছি না। পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, বুদ্ধিনিশ্চয়কল্পে তুমি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার শুভ কামনা করিয়া থাক এবং নিয়তই আমার শুভানুষ্ঠানে তৎপর আছ। বলিতে কি, মহারাজের এই দুশ্চেষ্টার বিষয় আমি অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিলাম। মন্থরে! তোমা ছাড়া এই পৃথিবীতে অনেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই কেবল কুব্জভাবাপন্ন হইয়া বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষঃ উভয় পার্শ্বে সন্নত এবং মধ্য হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত উন্নত. নিম্নে নাভিযুক্ত উদর বক্ষের এতাদৃশ উন্নতি দর্শনে যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার স্তনযুগল কঠিন, জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদামশোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা শব্দায়মান হইতেছে। তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় সুনির্ম্মল। মন্থরে! মরি তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উরুদ্বয় কেমন দীর্ঘ! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। শম্বরাসুরের সহস্র মায়া তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট। বক্ষের উপর যে রথঘোণের ন্যায় এই উন্নতাকার মাংসপিণ্ডটী আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়া থাকিবার স্থান।

উহার মধ্যে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাসী করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কার ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই মুখকমল চন্দ্রমাকেও স্পর্দ্ধা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্রুবর্গের প্রতি গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। তুমি যেমন আমার পদসেবায় নিযুক্ত আছ, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও পদসেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইয়া গেলে আলিবন্ধন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে ক্রোধ প্রদর্শন কর।

অনন্তর স্বর্ণবর্ণা কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কণ্ঠের বহুমূল্য মুক্তাহার ও সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে। এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছু-

মাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ, রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কিঙ্করী মন্থরা ভরতের হিতকর ও রামের অহিত-কর ক্রূর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! রামের রাজ্য হইলে তোমায় পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, তুমি বিধি-মতে তাহারই চেষ্টা কর।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে পুনঃপুনঃ আহত হইয়া সবিস্ময়ে হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, মন্থরে! আমি এই ক্রোধাগারে দেহত্যাগ করিলে তুমি হয় সেই কথা মহারাজকে গিয়া শুনাইবে, না হয় দেখিবে রামের বহুদিনের জন্য বনবাস ও ভরত পূর্ণাভিলাষ হইল। যদি রাম বনবাসী না হয়, তবে আমার শয্যা মাল্য চন্দন অঞ্জন পান ভোজন এবং জীবনেও প্রয়োজন নাই।

কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর বাক্যে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ন করি-লেন। তাঁহার মুখশ্রী ক্রোধান্ধকারে আবৃত, সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য, তৎকালে তামসী নিশায় নক্ষত্রহীন আকাশের ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব এক শোভা হইল। তিনি বিমনায়মান হইয়া শয়ন করিলেন।

## দশম সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ী নাগিনীর ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া মন্থরার নিকট মৃদুবাক্যে সমুদায়ই কহিলেন। তখন তাঁহার ঐ হিতকরী সুহৃৎ তাঁহার এই অধ্যবসায়ের কথা সম্যক অবগত হইয়া হৃষ্টমনে অনুমান করিল যেন সে স্বয়ংই কৃতকার্য্য হইয়াছে। রাজমহিষী কৈকেয়ী রোষারুণলোচনে ভ্রূকুটি বন্ধন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত, সুতরাং তৎকালে উহা নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সুদৃঢ় বেণিবন্ধন পূর্ব্বক মলিন বসনে বলহীন কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া, সভাস্থ লোকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, বুঝি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ী তাহা জানেন না, তিনি এই ভাবিয়া এই প্রিয় সংবাদ দিবার জন্য চন্দ্র যেমন মেঘধবল, রাহুর অবস্থানে নিতান্ত ভীষণ অন্তরীক্ষে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ কৈকেয়ীর কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, তথায় ইতস্তত কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল রহিয়াছে। কোথাও শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও

ও-সগণ কলরব করিতেছে। কোথাও বেণু বীণা প্রভৃতি বাদ্য মধুর স্বরে বাদিত হইতেছে। কোন স্থলে লতাগৃহ ও নানারূপ চিত্রিত গৃহ, কোথাও সর্ব্বদাবিকসিত সর্ব্বকালফলপ্রদ নানারূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত। কোথাও সুন্দর দীর্ঘিকা, কোথাও নানাবিধ অন্নপান ও মহামূল্য অলঙ্কার। রাজা দশরথ সেই সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কোথাও থাকিতেন না এবং মহারাজও পূর্ব্বে কখন এইরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধুদর্শিনী যে স্বপুত্র ভরতের রাজশ্রী অভিলাষ করিতেছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কখন কৈকেয়ীকে না দেখিতে পাইলে যেমন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শূন্যহৃদয়ে সেইরূপ এক প্রতীহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রতীহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা দশরথ একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে শয়ান আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্য্যা পাপীয়সী কৈকে-

য়াকে ছিন্ন লতার ন্যায়, সুরলোকপরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায়, পরচিত্তমোহন-প্রযুক্ত মায়ার ন্যায়, বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষাক্তবাণবিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার দেহে কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কামুক রাজা ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে তোমায় অপমান এবং কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় পতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছি। বল তোমার পীড়া কি, ঐ সমস্ত বৈদ্যই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রিয়ে। তোমার প্রেমে আমার মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া আছে, এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ? অকারণ আপনার দেহে এইরূপ আর ক্লেশ প্রদান করিও না। দেখ আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধকে বধ এবং কোন অপরাধীকেই বা মুক্ত করিবে? কোন্ দীন দরিদ্রকে সম্পন্ন এবং কোন্ ধনবানকেই বা অসম্পন্ন করিবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই বিরুদ্ধাচরণে সাহসী নহি। যদি

নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, এখনই করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে বল তোমার মনে কি হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি একান্ত আসক্ত, তুমি ইহা অবশ্যই জান, সুতরাং মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবার পক্ষে কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি নিজের সুকৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিব। এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তদবধি আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোশলা এই সমুদায়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে সমুদায়ই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশস্বীকারের আর আবশ্যকতা নাই। গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল। যেমন দিবাকর স্বীয় করজালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত করিব।

---

## একাদশ সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর

যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণ ভাবে কহিলেন, নাথ ! কেহ আমাকে অপমান ও কেহই আমাকে তিরস্কার করে নাই। আমি মনে মনে একটি সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও; নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ভূতল হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতে ! তুমি কি জান না, যে, কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে সেই দুর্জ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন রামের দিব্য, বল তোমার মনে কি হইয়াছে ? যিনি ক্ষণ-কালের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা যাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার কার্য্য সাধনে উন্মুখ রহিয়াছে, এই বিশ্বাস করিয়া তুমি অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার অনুরাগে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্বীয় প্রার্থনাভঙ্গে অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। আমি স্বীয় সুকৃতিকে উল্লেখ করিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

তখন কৈকেয়ী দশরথকে এই রূপে বচনবদ্ধ দেখিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন, এবং হৃষ্টমনে স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক সংকল্প করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় লোমহর্ষণ কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য্য, দিবারাত্রি, দশ দিক, আকাশ, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা, গৃহদেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও অন্যান্য সমস্ত জীবও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। এক জন শুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্ম্মিক রাজা আমাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেবতারা ইহা শ্রবণ করুন। রাজমহিষী কৈকেয়ী আপনার উদ্দেশ্য সাধনে অটল রাখিবার নিমিত্ত অগ্রে রাজা দশরথকে এইরূপে স্তব করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি দেবাসুরযুদ্ধের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমায় বিনষ্ট করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়। তৎকালে আমি বিশেষ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া বিস্তর যত্নে তোমাকে রক্ষা করি, এই জন্য তুমি আমায় দুইটী বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু তখন আমি তোমার নিকট কোন বরই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বরদান না কর, তাহা হইলে আমি আজই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোন্মত্ত রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্য্যে বশীভূত

করিয়াছিলেন! দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত বাগুরায় বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্য রক্ষায় অঙ্গীকার করিয়া আপনার মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বিবেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ! আজই ভরত নির্ব্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজই রাম অরণ্যে প্রস্থান করুন, এই আমার ইচ্ছা, এইই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুল শীল রক্ষা কর। তপস্বীরা কহিয়া থাকেন যে, সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

---

## দ্বাদশ সর্গ।

দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল পরিতাপ পূর্ব্বক মনে করিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনরায় তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ কথা আবার মনে পড়িল। তিনি যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং ব্যাঘ্রীদর্শনে মৃগের ন্যায় ব্যথিত হইয়া দীন ভাবে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। পরে মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ সর্পের ন্যায় সক্রোধে 'হা ধিক্', এই বলিয়া শোকে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

বহুক্ষণের পর তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। তিনি দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়া সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুলনাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোর কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীনির্ব্বিশেষে তোর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুই কি জন্য তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিস্। হা! আমি না জানিয়াই আত্মবিনাশার্থ তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় তোরে গৃহে আনিয়াছিলাম। যখন সকলেই রামের গুণে একান্ত পক্ষপাতী, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি, কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজশ্রীও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণধন পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, না দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। সূর্য্যব্যতীত জীবলোক থাকিতে পারে, জল ব্যতীত শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার দেহে কিছুতেই প্রাণ থাকিবে না। তুমি এখনই এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি

আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ কথা আর মনে করিও না।

পাপীয়সি! আমি ভরতকে ভাল বাসি কি না তুই কখন কখন আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিস্, ভালই, তাহাতে রামের প্রতি আমার স্নেহ কমিবে না, কিন্তু তুই যে কহিতিস্ শ্রীমান্ রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই ধার্ম্মিক, বোধ হয় ইহা কেবল আমারই মনোরঞ্জনার্থ হইবে, নতুবা তুই তাঁহার রাজ্যাভিষেকে শোকাকুল হইতিস্ না এবং আমাকেও এইরূপ সন্তপ্ত করিতিস্ না। অথবা বোধ হয় তুই ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকিবি। তুই ভূতাবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছিস্, নচেৎ তোর মনে কদাচ এই রূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইত না।

কৈকেয়ি! তুই কখন আমার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ কি আমার কোন অপকার করিস্ নাই, এই জন্য বোধ হয় না যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন তোর বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিক্রমরূপ দুর্নীতির এই সূত্রপাত। এই বিষয়ে তোর চিত্তবিকারই কারণ। তুই এমন অনেকবার বলিয়াছিস্ যে, আমি রাম ও ভরত দুই জনকেই অভিন্নভাবে দেখি, তবে এখন সেই ধর্ম্মশীল রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য কি রূপে বনবাস দিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, নিদারুণ বনবাস কি তাঁহার যোগ্য? রাম সর্ব্বদাই তোর সেবা করিয়া থাকেন, বল্ দেখি তুই কি বলিয়া তাঁহাকে বনবাস দিবি। তিনি তোর পুত্র ভরত হইতেও অধিক গুণে তোর শুশ্রূষা করেন, তদপেক্ষা তোর প্রতি যে

ভরতের কিছু বিশেষ ভক্তি আছে ইহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন বল্ দেখি তিনি ব্যতীত তোর সেবা সম্মান ও আজ্ঞাপালন অধিকরূপে আর কে করিবে? আমার এই আলয়ে বহুসংখ্য স্ত্রী ও বহুসংখ্য ভৃত্যের মধ্যে একজনও নাই যে তাঁহার অপযশ করিতে পারে। তিনি নির্ম্মল মনে সকলকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়কার্য্যে দেশবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্যনিষ্ঠায় সকল লোককে, দানধর্ম্মে ব্রাহ্মণকে, সেবাশুশ্রূষায় গুরুজনদিগকে এবং বলবিক্রমে শত্রুগণকে বশীভূত করিয়াছেন। সত্য, তপস্যা, মিত্রতা, শুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত সদ্‌গুণ লোকাভিরাম রামের প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি ঋষিতুল্য তেজস্বী দেবপ্রভাব ও সবল। হা! তুই কিরূপে তাঁহাকে এই বনবাসের ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। যিনি সকলকে প্রিয় কথায় পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অপ্রিয় কথা কহিতে হইবে ইহা স্মরণ হইলেও মনে কষ্ট বোধ হয়, এক্ষণে বল্ দেখি তোর অনুরোধে আমি কিরূপে তাঁহাকে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমার আধার, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয়, হা! সেই রাম বিনা আমার আর কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার অন্তিম কাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদায়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি

রামকে রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ শোক দুঃখে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রুরস্বভাবা কৈকেয়ী তাঁহাকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বর দান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় অনুতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্ম্মিকতা কি রূপে প্রচার করিবে। যখন রাজর্ষিগণ তোমায় আসিয়া আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসিবেন, তখন তুমি তাঁহা-দিগের নিকট কি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবে? আমি যাহার প্রসাদে জীবন পাইয়াছি, যে আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার অন্য রূপ কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই একটী অপযশ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া শ্যেনপক্ষী ও কপোতকে আপনার মাংস দিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক কোন এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। মহাসমুদ্রও অদ্যাপি তীরভূমি অতিক্রম করেন না। তুমি এক্ষণে এই সমস্ত নিদর্শন দেখ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিও না। নরনাথ! বুঝিলাম

এক্ষণে তোমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত,। তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত বিহারের ইচ্ছা করিতেছ। সুতরাং আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় এক দিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতীত কিছুতেই আমার মনে সন্তোষ হইবে না।

রাজমহিষী কৈকেয়ী নীরব হইলেন। তৎকালে তিনি রাজার সকরুণ বিলাপে আর কর্ণপাতও করিলেন না।

তখন রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্রসম কঠোর কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। উহাঁর মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই অভিপ্রায় ও আপনার শপথের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, ও নিস্তেজ সর্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি দীনমনে করুণবচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! বল তোমাকে কে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবেশে উন্মত্তবৎ আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইরূপ দূষিত, পূর্ব্বে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন বস্তুতই তাহা বিপরীতবৎ বোধ হইতেছে। বল, তুমি কেন আমার নিকট এইরূপ নিদারুণ বর প্রার্থনা করিতেছ, আর কিজন্যই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা হইয়াছে। যদি প্রজাগণের, ভরতের ও আমার কোন প্রীতিকর কার্য্য করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছি? তোমাকে দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সংকল্প কিছুতে সিদ্ধ হইবার নহে। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি। সে যে রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবে, আমার কিছুতেই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। হা! আমি যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা শুনিবা মাত্র রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কি রূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এইমাত্র মিত্রগণের সহিত তাঁহার অভিষেকের সমস্ত কথা স্থির করিয়া আইলাম, এখন পরাজিত সেনার ন্যায় কি রূপে সেই সকল কথার প্রত্যাহার

দেখিব। আমি অনুরোধে পড়িয়া এইরূপ অন্যায়াচরণ করিলে মহীপালগণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক। ইনি কেন এতকাল রাজ্যপালন করিলেন। যখন শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান্ বৃদ্ধগণ আসিয়া প্রাতঃকালে আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম কোথায়? তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব। কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় রামকে বনবাস দিয়াছি, যদি এই সত্য কথাও বলি, তথাচ কেহই ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না।

হা! রাম বনবাসী হইলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন। আর এই রূপ অপকার করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি কহিব। তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, শুভানুধ্যানে ভগিনীর ন্যায়, এবং স্নেহপ্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমায় অনুরক্ত করিয়াছেন। সেই প্রিয়বাদিনী আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার ভয়ে তাঁহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতদিন যে তোমার মনোরক্ষা করিতাম, অপথ্য অন্নব্যঞ্জন যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দেয়, তদ্রূপ তাহা আমাকে পীড়া দিতেছে। হা! দেবী সুমিত্রা রামের এই রাজ্যনাশ ও বনবাসের কথা শুনিলে অতিশয় ভীত হইবেন। তিনি আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না।

এক্ষণে বধূ জানকী আমার মরণ ও রামের নির্ব্বাসন এই দুইটী অপ্রিয় কথা শুনিবেন। শুনিলে তিনি হিমাচলে কিন্নরবিরহিত কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে দেহপাত করিবেন। যখন আমি জানকীকে রোদন ও রামকে বনপ্রস্থান

করিতে দেখিব, তখন আর বড় অধিক দিন আমায় বাঁচিতে হইবে না; সুতরাং রে পাপীয়সি! তুই বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবি। লোকে দৃষ্টিপ্রিয় মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ যেমন চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া বুঝিলাম। তুই বৃথা কথায় আমার তুষ্টিসম্পাদন পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিস্, সুতরাং ব্যাধ যেমন সঙ্গীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করিয়া থাকে, তুই সেইরূপেই আমায় বধ করিলি। বলিতে কি, আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রীসুখ ক্রয় করিলাম। অতঃপর ভদ্র লোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কষ্ট! হা কি কষ্ট! আমি বরদান অঙ্গীকার করিয়া তোমার এইরূপ নিদারুণ কথা সহিলাম, এই জন্য জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় এই দুর্নিবার দুঃখও আমায় অনুভব করিতে হইল। কৈকেয়ি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগ্ন উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে লইয়া কতই আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, মোহপ্রভাবে এত দিন তাহা জানিতে পারি নাই। আমি নির্জ্জনে বালকের ন্যায় স্বহস্তে কালসর্পকে স্পর্শ করিয়াছি। আমি অতি দুরাত্মা, এমন গুণের পুত্রকে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত করিলাম, অতঃপর এই বলিয়া লোকে নিশ্চয় আমাকে নিন্দা করিবে এবং আরও কহিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মূর্খ,

তিনি স্ত্রীর অনুরোধে এমন প্রিয় পুত্রকে বনবাস দিবেন। রাম বাল্যাবধি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারা কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও কি আবার বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় কখন দ্বিরুক্তি করেন না, বৎস! বনে যাও, আমি এই কথা বলিবামাত্রই তিনি কহিবেন, আজ্ঞা হাঁ, চলিলাম। যদি তিনি আমার বাক্যে অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে ভালই হয়, কিন্তু তিনি করিবেন না। আমি ক্ষমার অযোগ্য এবং সকলেরই ধিক্কারের পাত্র। রাম বনপ্রস্থান করিলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘটিবে। কৈকেয়ি! আমি মৃত ও নরোত্তম রাম নির্ব্বাসিত হইলে, আর যাহারা আমার আপনার জন থাকিবেন, জানি না, তুমি আবার তাঁহাদিগকেও কোন্ অভাবনীয় বিপদে ফেল। এক্ষণে দেবী কৌশল্যা যদি রামকে ও আমাকে হারান, যদি সুমিত্রা লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, রাম ও আমাকে আর না পান, তবে দেখিবে, ঐ দুই পতিব্রতা এই দুঃখ সহিতে না পারিয়া নিশ্চয় আমারই অনুগমন করিবেন। পাপীয়সি! তুই এখন কৌশল্যা, সুমিত্রা, রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও আমি এই কএক জনকে নরকে ফেলিয়া সুখী হ। আমি ও রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে তুই এই আকুল ইক্ষ্বাকুকুল—গুণগৌরবে পূজিত ব্যাপক কালের এই নিরাকুল ইক্ষ্বাকুকুল একাকী পালন করিবি। যদি রামের বনবাস ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে সে যেন আমার দেহান্তে আমার অগ্নিসংস্কারাদি না করে।

কৈকেয়ি! আমার মৃত্যু ও রামের বনবাস হইলে তুই বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যপালন করিবি। তুই

দুর্দ্দৈবশত আমার আলয়ে আসিয়াছিস্, ইহার জন্যই আমাকে অতুল অকীর্ত্তি, পরাভব, এবং পাপীর ন্যায় লোকের অবজ্ঞা সহিতে হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব ও রথে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কিরূপে পাদচারে সঞ্চরণ করিবেন। যাঁহার ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্ব্বাগ্রে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া প্রসন্নমনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবেন! রাম জন্মাবধি দুঃখ কিরূপ জানেন না। তিনি সর্ব্বদা মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে কাষায় বস্ত্র কিরূপে গ্রহণ করিবেন! জানি না, রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুই অচিন্তিত নিদারুণ কথা তোমায় কে শিখাইয়া দিল। স্ত্রীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক্। না, স্ত্রীলোক মাত্রকেই এই রূপ বলা আমার অভিপ্রায় নহে, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই আমি এইরূপ কহিলাম।

নৃশংসে! অনিষ্টকারিণি! বিধাতা কি আমায় অনুতাপ দিবার জন্যই তোর মন এইরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। আমি ও হিতকারী রাম আমরা এমন কি তোর অপরাধ করিয়াছি? দেখ্, রামকে দুঃখে নিমগ্ন দেখিলে সমুদায় জগতে একটী ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার, স্ত্রী পতির এবং পতি স্ত্রীর স্নেহ প্রীতি ও ভক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া, পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার অনুগমন করিবে। হা! যখন শুনি, দেবকুমারের ন্যায়

'সুরূপ রাম সুবেশে আমার নিকট আসিতেছেন, তখন আমি যেন চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ পাই এবং যখন তাঁহাকে চক্ষে দেখি, তখন বৃদ্ধ হইয়াও যেন আবার যুবার সজীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য্যব্যতীত সকলে জীবিত থাকিতে পারে, মেঘ ব্যতীতও সকলে তিষ্ঠিতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে রামকে বনপ্রস্থান করিতে দেখিলে জগতের জীব আর কেহই বাঁচিবে না। কৈকেয়ি! তুই আমার বিনাশার্থী অনিষ্ট-পর শত্রু। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায়, তোরে স্বগৃহে স্থান দিয়াছি এবং তীক্ষ্ণবিষ বিষধরের ন্যায় এতদিন সহমোহে ক্রোড়ে রাখিয়াছি, হা! এই জন্যই মরিলাম। এক্ষণে ভরত, রাম লক্ষ্মণ ও আমায় বিসর্জ্জন দিয়া কেবল তোর সহিত রাজ্য শাসন করুক, তুইও পতিপুত্র এবং পুর ও রাষ্ট্র সমস্তই উৎসন্ন করিয়া আমার শত্রুবর্গকে সুখী কর্। রে নৃশংসে! এই চরম দশাতেও আমায় পুত্রবিচ্ছেদের যাতনা দিলি? আজ তুই যখন পতিপত্নীর সম্বন্ধ এককালে বিস্মৃত হইয়া এই নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠের বাহির করিতে পারিলি তখন তোর দন্ত কেন সহস্রধা চূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িল না। রাম তোরে কখন অপ্রিয় কথা বলেন নাই, তিনি ঐরূপ কথা মুখাগ্রে আনিতেও জানেন না, তিনি মিষ্টভাষী, সকলেই তাঁহার গুণে একান্ত অনুরাগী, বল্ আজ কি রূপে তাঁহাকে বনবাস দিতে তোর ইচ্ছা হইল। রে কেকয়রাজ-কুল-কলঙ্কিনি! এক্ষণে তুই ক্লেশই পা, ভূগর্ভেই লীন হ, অগ্নি-প্রবেশ বা বিষপানই কর্, তোর এই কঠিন অনুরোধ আমি কখনই রাখিব না। তুই খরধার ক্ষুরের ন্যায় ভীষণ,

কেবল বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোর কার্য্য। তুই দুষ্টস্বভাবা ও স্ববংশনাশিনী। তুই অপ্রীতিকরী, তুই আমার প্রাণের সহিত সমস্ত হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিস্, প্রার্থনা করি, তুই এখনই মর্।

হা! সুখের কথা দূরে থাক, আমার জীবনেই সংশয় উপস্থিত। পুত্র ব্যতীত আত্মজদিগের সুখ সম্ভবিতেই পারে না। দেবি! তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না। আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী সীমা অতিক্রম করিয়া দশরথের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিলেন। দশরথ অনাথের ন্যায় এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, উঁহার প্রসারিত পদদ্বয় স্পর্শ করিবার জন্য পতিত হইলেন। কিন্তু আতুর ব্যক্তি যেমন কোন বস্তু গ্রহণের ইচ্ছায় হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন অকৃতকার্য্য হইয়া অর্দ্ধ পথে মূর্চ্ছিত হয়, সেইরূপ তিনিও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন।

---

## ত্রয়োদশ সর্গ।

দশরথ ধরাসনে শয়ান। তিনি যেন রাজা যযাতির ন্যায় পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত। স্ত্রীর অনুচিত পাদস্পর্শেও তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়াও কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ীর

কিছুমাত্র নষ্ট হইল না। সে লোকাপবাদে নির্ভয়। রাম হইতে ভরতের যে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে এই ভয়ই তাহার প্রবল। সে দশরথের চৈতন্যসম্পাদন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল, কি জন্য অঙ্গীকৃত বরদানে আমায় বঞ্চিত করিতেছ।

তখন দশরথ মুহূর্ত্ত কাল বিহ্বল অবস্থায় থাকিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, অনার্য্যে! শত্রুরূপিণি! আমায় প্রাণে মারিয়া এবং নরোত্তম রামকে বনবাস দিয়া তুই পূর্ণকাম ও সুখী হ। হা! স্বর্গেও যখন সুরগণ আসিয়া রামের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব! আমি রামকে বনবাস দিয়াছি এই কথা বলিলে তাঁহারা প্রত্যুত্তর যাহা কহিবেন তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব! আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে বনবাস দিয়াছি, এই সত্য কথাও তাঁহারা নিশ্চয় মিথ্যা মনে করিবেন। আমি বহুদিন নিঃসন্তান ছিলাম, অতিকষ্টে রামকে পাইয়াছি, এক্ষণে বল্ আমি কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব! রাম মহাবীর কৃতবিদ্য ক্ষমাশীল ও শান্তস্বভাব, আমি সেই পদ্মপলাশলোচনকে কিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যামকে কোন্ প্রাণে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব। তিনি কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, জন্মাবধি ভোগসুখে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার এই দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সুখী হই। রে পাপীয়সি! তুই কি

জন্য আমার প্রিয়তম রামের অনিষ্ট করিতেছিস্। যদি আমি তোর অনুরোধে তাহাকে বনবাস দেই, তাহা হইলে স্ত্রৈণ অপবাদে আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত হইবে।

রাজা দশরথ উদ্‌ভ্রান্তমনে এই রূপ পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্কশোভিত শর্ব্বরী দুঃখার্ত্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সকাতরে কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রাতঃকালে রাম বনে গমন করিলে এবং আমার মৃত্যু হইলে, যাহার নিমিত্ত আমায় এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর মুখ আর দেখিতে হইবে না।

দশরথ শর্ব্বরীকে এই রূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! দেখ, আমি ধন প্রাণ সমুদায়ই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীনহীন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না! আমি অতি দুঃখেই বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছি। সরলে! প্রসন্ন হও, ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদত্ত রাজ্যসম্পদ লাভ করুন, ইহাতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি গুরুজনের সকলেরই প্রীতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণভাবে এইরূপ বিলাপ করিলেও কৈকেয়ী তাহাতে কর্ণপাত করিল না। প্রত্যুত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাক্যে রামকে বনবাস দিবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং ব্যথিত হৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। বৈতালিকেরা আসিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার জন্য স্তুতিগান করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের সময় সমস্তই অসহ্য বোধ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিবারণ করিয়া দিলেন।

---

## চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর পাপীয়সী কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগশোকে মূর্চ্ছিত, ভূতলে নিপতিত, ও মুমূর্ষুর ন্যায় বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে যেন ঘোর পাপাচরণপূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্যাদারক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা কহিয়া থাকেন, সত্যই পরম ধর্ম্ম। আমি সেই সত্যধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়াই বরদানে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছি।

দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া, শ্যেন পক্ষীকে আপনার মাংস দিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলর্ক প্রার্থিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র উৎপাটন পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসমুদ্র সামর্থ্যসত্ত্বে কেবল সত্যরক্ষার্থই পর্ব্বকালে যৎসামান্য তীরভূমি লঙ্ঘন করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবে পরম পদ লাভ হয়। এক্ষণে তোমার যদি ধর্ম্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তবে সত্য রক্ষা কর। তুমি যে বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহার যেন অন্যথা না হয়। আমি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্দেশে কহিতেছি, তিন বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্ব্বাসিত কর। যদি তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষার জন্য তোমার সম্মুখে আজই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অশঙ্কিত মনে এইরূপ কহিলে রাজা দশরথ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। তিনি ছলী বামনের নিকট দানবরাজ বলীর ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যগত ধুরকাষ্ঠের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ ধর্ম্মশীল রাজা ধৈর্য্যসহকারে কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দৃষ্টিতে কৈকেয়ীকে যেন না দেখিয়াই কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোকে ও আমার ঔরসজাত পুত্র তোর ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। অতঃপর সূর্য্যোদয় হইলেই গুরুজনেরা আসিয়া রামের

রাজ্যাভিষেকের জন্য নিশ্চয় আমাকে ত্বরা দিবেন। যদি তুই তৎকালে তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাঘাত দিস্ তাহা হইলে অভিষেকের জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে রাম তদ্দ্বারা আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। তুই কিংবা তোর পুত্র ভরত তোরা ঐ কার্য্য না হয় নাই করিবি। আমি রামের যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোনও মতে তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারিব না। বরং ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

পাপীয়সী কৈকেয়ী দশরথের এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিল, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কিপ্রকার কথা কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এস্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

তখন রাজা দশরথ কশাহত অশ্বের ন্যায় যার পর নাই ব্যথিত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ, আমার চেতনা বিলুপ্ত হইতেছে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর, আমি দ্বিরুক্তি করিব না। কেবল আমার চৈতন্য থাকিতে একটীবার আমি রামকে চক্ষে দেখিব।

এদিকে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শুভ ক্ষণ, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বশিষ্ঠদেব অভিষেকের যাবদীয় দ্রব্য লইয়া শিষ্যগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার সমস্ত পথ জলসিক্ত ও

পরিষ্কৃত, আপণ সকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে পতাকা উড্ডীন, এবং চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই সুরপুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন, উহা ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত। তৎকালে পুরবাসী ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজা এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ উপস্থিত। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে রাজা দশরথের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সারথি সুমন্ত্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে ছিলেন। বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি গিয়া শীঘ্র মহারাজকে আমার আগমন সংবাদ দেও এবং বল, সাগরজল এবং গঙ্গাজলে স্বর্ণ কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। উদুম্বর পীঠ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ পুষ্প, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, অশ্ব-চতুষ্টয় যুক্ত রথ, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, স্বর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডু-বর্ণ বৃষ, চতুর্দন্ত মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, হুতাশন, সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ধেনু এবং নানা রূপ পবিত্র মৃগপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভৃত্যগণের সহিত বণিকেরা উপস্থিত। ইঁহারা ও অন্যান্য অনেকেই

দিকদিগন্তবাসী নৃপতিগণের সহিত রামের অভিষেকদর্শনার্থ প্রীতমনে আসিয়াছেন। সুমন্ত্র! এক্ষণে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক যাহাতে সম্পন্ন হয়, তুমি মহারাজ দশরথকে গিয়া শীঘ্র তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হইতে বল।

মহাবল সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশমাত্র রাজা দশরথের বাসগৃহাভিমুখে চলিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল। তৎকালে রাজার হিতকারী বিশ্বস্ত দ্বারপালেরা ঐ বৃদ্ধকে নিবারণ করিতে পারিল না। ঐ সময় দশরথের যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সুমন্ত্র ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি অশঙ্কিত মনে উপস্থিত হইয়া চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যোদয় হইলে সমুদ্র যেমন উষারাগ-রঞ্জিত জলে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ আপনি স্বয়ং প্রীত হইয়া প্রফুল্ল মনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। এই সূর্য্যোদয়ের সময়েই সুরসারথি মাতলি দানবজয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য সুররাজ ইন্দ্রের উদ্বোধন করেন, সেইরূপ আমিও আপনার মনে উৎসাহ-সঞ্চারের জন্য আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধ বিদ্যা যেমন সৃষ্টিপ্রপঞ্চবিস্তারের জন্য সর্ব্বলোক-প্রভু ভগবান স্বয়ম্ভুর উদ্বোধন করিয়া ছিলেন, সেইরূপ এক্ষণে আমিও আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্রসূর্য্য উদয়াস্ত দ্বারা যেমন প্রতিদিন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের উদ্বোধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও অদ্য আপনাকে প্রবোধিত

করিতেছি। আপনি গাত্রোত্থান করুন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক মহোৎসব। আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বল দেহে সুমেরু পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন সেইরূপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমস্তই আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের যাবদীয় লোক বণিকগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত দ্বারে উপস্থিত। মহারাজ! যেমন চন্দ্রব্যতীত রাত্রি, রক্ষকবিরহিত পশু, নায়কশূন্য সেনা এবং বৃষবিযুক্ত ধেনু, অরাজক রাজ্যও সেইরূপ শোচনীয়। অতএব আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করুন।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ পুনর্ব্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দমনে আরক্তলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আমায় অধিকতর মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

রাজা দশরথের মুখে সহসা এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া, সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে

আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ব্যতীত আমি কি রূপে যাইব।

তখন রাজা দশরথ মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি প্রিয়দর্শন রামকে একটীবার দেখিব; তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে এই ভাবিয়াই রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় কৈকেয়ী পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি রাজকুমারকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াই এইরূপ ত্বরা দিতেছেন। এক্ষণে মহারাজও বোধ হয় জাগরণক্লেশে আর বহির্গত হইবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমুদ্রান্তর্বর্ত্তী হ্রদের ন্যায় ঐ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন।

---

## পঞ্চদশ সর্গ।

বেদপারগ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, বণিক ও রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ইঁহারা সকলেই দ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকালস্থ কর্কট লগ্ন লাভ

করিয়া অভিষেকের যাবদীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন। অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমতীর্থের জল, অন্যান্য পুণ্য নদী হ্রদ কূপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, পরম সুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বটপল্লব ও পদ্মদলে-শোভিত বারি-পূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য কুম্ভ, জ্যোৎস্নাধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্র-মণ্ডলাকার শ্বেত ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এই সমস্ত এবং সূর্য্যবংশীয় দিগের অভিষেকার্থ আর আর যে সকল বস্তু আহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই তাঁহারা রাজাজ্ঞা ক্রমে আনয়ন করিয়াছেন। তৎকালে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজদর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে গিয়া কে আমাদিগের সংবাদ দিবে। এদিকে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে কৈ এখনও ত দেখিতেছি না। উঁহারা ঐরূপে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমি রাজার আদেশে রাজকুমার রামকে আনিবার জন্য চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা রাজা ও রাজকুমার রাম উভয়েরই পূজনীয়। সুতরাং আপনাদিগের বাক্যানুসারে আমিই না হয় মহারাজকে সুখশয়নপ্রশ্ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, মহারাজ! সকলে কহিলেন, আপনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়নগৃহে

গমন পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র এই সমস্ত দেবতা আপনাকে জয়শ্রী প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভ দিনও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। রাজন্! ব্রাহ্মণ, সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র। রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি, তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া রামকে আনয়ন কর।

এই কথা শুনিয়া সুমন্ত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা তখনও উঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি ধ্বজপতাকা-শোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলে পুলকিত হইয়া রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল। তিনি যাইবার কালে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, অদূরে রাজকুমার রামের শারদীয় মেঘবৎ শুভ্র কৈলাস-পর্ব্বতবৎ ধবল অপূর্ব্ব প্রাসাদ। যদিও রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিন্তু তখনও উহার কবাট বদ্ধ। ঐ প্রাসাদের ইতস্ততঃ শত শত বেদি প্রস্তুত, এবং সম্মুখে বহুসংখ্য স্বর্ণময়ী প্রতিমা।

উহার তোরণ সকল প্রবাল ও মণি মুক্তায় খচিত। উহা মধ্য-মণিশোভিত স্বর্ণপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে চিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং ইতস্ততঃ সারস ও ময়ূরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য। উহার প্রখর জ্যোতি লোকের মন ও চক্ষু আকর্ষণ করে এবং উহা দর্দ্দুরগিরিবৎ অগুরু গন্ধে সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। উহা দাসদাসীতে পরিপূর্ণ। ঐ প্রাসাদের দ্বারে জনপদ-বাসী প্রজারা প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। তাহারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধমুখে রামাভিষেক প্রতীক্ষা করিতেছে। সুমন্ত্র রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সুশো-ভিত ও পুরবাসীগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে তিনি কৈলাসপর্ব্বতবৎ ধবল, সুসজ্জিত, স্বর্গের ন্যায় রমণীয় কএকটী প্রকোষ্ঠ পার হইয়া রামের অধীনস্থ বহুসংখ্য ব্যক্তিকে অতিক্রম পূর্ব্বক অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকেই রাজ্যাভি-ষেকের উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত। তাহারা রামের শুভসূচক নানা রূপ আহ্লাদের কথা লইয়া জল্পনা করিতেছে। সুমন্ত্র এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রামের নিবাসগৃহ সুরম্য, সুরপুরপ্রতিম ও মৃগপক্ষিসঙ্কুল। উহা সুমেরুশিখরবৎ উচ্চ এবং স্বপ্রভায় অপূর্ব্ব শোভমান। উহার দ্বারপথে অসংখ্য অসংখ্য মনুষ্য যানবাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক

বিবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; তন্নিবন্ধন উহা কোলাহলে একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। উহার কোথাও রামের বাহন মেঘশ্যামল, শৈলাকার, মদস্রাবী, দুর্নিবার, দুঃসহ শত্রুঞ্জয় নামে মহাকায় একটী হস্তী। কোথাও বা রামের প্রিয় অমাত্যেরা বেশভূষা করিয়া, যান, বাহনে অবস্থিত। সুমন্ত্র সর্ব্বত্রই অবারিতদ্বার। তিনি এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রত্নবহুল সমুদ্রমধ্যে যেমন মকর প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

---

## ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজকুমার রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। উহা কোলাহলশূন্য ও নিস্তব্ধ। উহার ইতস্ততঃ কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্রহস্তে সতত সাবধানে আছে, এবং দ্বারদেশে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট। উহারা সুমন্ত্রকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তখন সুমন্ত্র বিনীতহৃদয়ে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া শীঘ্র রাজকুমার রামকে বল, সুমন্ত্র দ্বারে দণ্ডায়মান। তখন উহারা গিয়া শীঘ্র সস্ত্রীক রামের নিকট এই সংবাদ দিল। রামও পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে পিতারই হিতার্থে তথায় আনয়ন করাইলেন।

সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক উত্তরচ্ছদশোভিত স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে ধনাধিপতি কুবেরবৎ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দেহ বরাহরক্তাকার সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। দেবী জানকী চামরহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট, বোধ হয় যেন চিত্রার সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন। রাম মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজে প্রদীপ্ত। সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদশয্যায় উপবিষ্ট ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া এখনই চলুন।

রাম হৃষ্টমনে সুমন্ত্রের কথায় সম্মত হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তিনী জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জন্য পিতা অম্বা কৈকেয়ীর সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয় আমারই অভিষেকসংক্রান্ত কোন মন্ত্রণা করিতেছেন। ঐ কৃষ্ণলোচনা মহারাজের একান্ত অনুকূল ও শুভার্থী। তিনি আমারও শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে মহারাজের অভিপ্রায় জানিয়া, বুঝি তিনি প্রীতমনে আমারই জন্য তাঁহাকে ত্বরা দিতেছেন। আমার পরম ভাগ্য যে তাঁহারা এই সুমন্ত্রকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি আমারই হিতার্থী। অন্তঃপুরে সভা যেরূপ দূতও তাহার অনুরূপ আসিয়াছেন। আজ নিশ্চয় পিতা আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া কৌতুকে থাক, আমি গিয়া শীঘ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতেছি।

রাম সসম্মানে এইরূপ কহিলে জানকী মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। গিয়া কহিলেন, নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন; সেইরূপ আজ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি ব্রতপরায়ণ ও দীক্ষিত হইয়া মৃগচর্ম্ম ও মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিবে, আমি এক্ষণে তাহাই দেখিবার ইচ্ছা করি। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব্ব দিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

অনন্তর মঙ্গলাচরণ পরিসমাপ্ত হইলে রাম জানকীর সম্মতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি গিরি-গুহা-বিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন, বিনীত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারে দণ্ডায়মান। মধ্য-প্রকোষ্ঠে সুহৃদ্গণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি উঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া উঁহাদিগকে সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক স্বর্ণমণিমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত, এবং সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃশ্য। উহা স্বতেজে লোকের দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছে। রাম উজ্জ্বল শ্রীতে বিরাজিত হইয়া মেঘাবরণ হইতে চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রথও মেঘের ন্যায় ঘর্ঘররবে মহাবেগে যাইতে লাগিল। তৎকালে সকলে রামকে ইন্দ্রবৎ দেবপ্রভাবে যাইতে দেখিয়া পথে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ঐ সময়ে

মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরহস্তে রথোপরি উঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বহুসংখ্য পর্ব্বতাকার হস্তী ও অশ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনচর্চ্চিত বীর পুরুষেরা অসি চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিল। নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, বন্দিবর্গের স্তুতিগান এবং বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ হর্ম্মে ও কেহ কেহ নিম্নতলে দাঁড়াইয়া রামের তুষ্টিসম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজ-মহিষী কৌশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্গত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেছেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ। তিনি জন্মান্তরে নিশ্চয় অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়া ছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় কদাচ ইঁহার সহচারিণী হইতেন না। রাজকুমার রাম চতুর্দ্দিকে এইরূপ শ্রুতিসুখকর মধুর কথা শুনিতে শুনিতে গমন করিতে লাগিলেন।

একস্থলে বহুসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রী লাভার্থ পিতৃ-গৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিবেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এক কালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন আমাদের ইহাই পরম লাভ। ইঁহার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোন রূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

## সপ্তদশ সর্গ।

তিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, উহা করী করিণী অশ্ব ও রথে আকুল। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। দুই পার্শ্বে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তাস্তবক ও স্ফটিক মণি। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। উহার পরিসর বিস্তীর্ণ। উহাতে পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং মঙ্গলাচারার্থ দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ বিকীর্ণ হইয়াছে। রাজকুমার রাম এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহুলোকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রব-

র্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষাও অধিকতর সুখে থাকিতে পারিব। যদি আজ আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগৃহ হইতে নির্গত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের আর কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম সুহৃদ্গণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অবিকৃতমনে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ তিনি রাজমার্গে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও তৎকালে কেহ তাঁহা হইতে মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকেও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাম চাতুর্বর্ণের মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই কৃপা করেন বলিয়া, সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তন সকল বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ মেঘবৎ ধবলবর্ণে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবতীতুল্য সর্ব্বোত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া ধনু-র্ধারী পুরুষে সুরক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন। পরে পাদচারে আর দুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে

রাজকুমারকে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

## অষ্টাদশ সর্গ।

রাজা দশরথ শুষ্ক মুখে ও দীন ভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরে প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাম!

নামগ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আর তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

রাম নৃপতির এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সর্প পাদস্পৃষ্ট হইলে যেরূপ ভয় হয় সেইরূপই ভীত হইলেন। তখন রাজা দশরথ শোকসন্তাপে ক্লিষ্ট হইয়া ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ক্ষুভিত মহাসাগর এবং রাহুগ্রস্ত

দিবাকরের ন্যায় আকুল। ঋষি মিথ্যবাদী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি সেইরূপই নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন।

পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কিপ্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোনও কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। এই ভাবিয়া রাম শোকাকুল মনে বিষণ্ণবদনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসিলেন, অম্ব! বল, আমি ভ্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? তন্নিমিত্ত পিতা কি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? এক্ষণে আমার দোষে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য তুমিই ইঁহাকে প্রসন্ন কর। পিতা আমার প্রতি সর্ব্বদা একান্ত স্নেহবান্ হইয়াও, আজ কিনিমিত্ত অপ্রসন্ন মনে বিষণ্ণমুখে দীন ভাবে আছেন, এবং কিজন্যই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? শরীর ধারণে সকল সময় সুখ সুলভ হয় না; ইঁহার শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে? প্রিয়দর্শন কুমার ভরত এবং মহামতি শত্রুঘ্নের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃগণ ত কুশলে আছেন? আমি পিতার অবাধ্য হইয়া এবং ইঁহার রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে চাহি না। যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্ম, তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, কে তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিবে? মাতঃ! তুমি কি ক্রোধ বা অভিমানে পিতাকে

কোন কঠোর কথা কহিয়াছ? তজ্জন্যই কি ইঁহার মন এইরূপ বিরূপ হইয়া আছে? ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবার জন্য আমার মন একান্ত অস্থির। বল, ইঁহার এই রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার কি কারণে উপস্থিত হইল?

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার হিতোদ্দেশে কহিল, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইঁহার দুঃখও এমন কিছু নয়। কিন্তু ইনি তোমার ভয়ে আপনার কোন মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইঁহার মুখে কথা সরিতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই তোমার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইনি পূর্ব্বে সম্মান পূর্ব্বক আমাকে দুইটী বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি সেই বর প্রার্থনা করাতে ইনি নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। দেখ, জল নির্গত হইলে সেতুবন্ধনে যত্ন করা নিরর্থক। সত্য ধর্ম্মের মূল, ইহা সাধু লোকের অবিদিত নহে। এক্ষণে রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সত্যরক্ষায় বিমুখ না হন। ইনি তোমাকে যাহা কহিবেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যদি তুমি তাহা পালন কর, তবেই আমি তোমায় সমস্ত কহিতে পারি। অথবা রাজা স্বয়ং তোমাকে কিছুই কহিবেন না, কিন্তু আমি ইঁহার হইয়া যা কিছু তোমাকে কহিব, যদি তুমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লও তবেই আমি তোমায় সমস্ত কহিতে পারি।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিতমনে

নৃপতিসন্নিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এরূপ কথা বলিও না। আমি মহারাজের নিদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা। ইঁহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, বল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্যই তাহা রক্ষা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী ঐ সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিল, রাম! পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে মহারাজ অসুরগণের অস্ত্রশস্ত্রে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। তখন আমিই কেবল পরিচর্য্যা করিয়া ইঁহার প্রাণরক্ষা করি। তজ্জন্য রাজা আমাকে দুইটি বর দিবার অঙ্গীকার করেন। এক্ষণে আমি সেই বর প্রার্থনা করিয়াছি। ভরতের রাজ্যাভিষেক ও আজিই তোমার দণ্ডকারণ্যবাস, আমি এই দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছি। বৎস! যদি তুমি সত্যবাদী হও, যদি পিতৃসত্য পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি আমার কথা শুন। ইনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তুমি তাহা রক্ষা কর। তুমি আজই এই রাজ্যাভিষেকের লোভ ছাড়িয়া জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনচারী হও। রাজা তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরত অভিষিক্ত হউন। তিনি হস্ত্যশ্বরথ ও সমস্ত ধনরত্ন পাইয়া এই অযোধ্যায় রাজ্যশাসন করুন। এই আমার ইচ্ছা। মহারাজ এই কারণেই আজ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া শুষ্কমুখ হইয়াছেন এবং এই জন্যই ইনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে

সমর্থ হইতেছেন না। অতএব বৎস! তুমি মহারাজের কথা রাখ এবং সত্য পালন করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ কথায় কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাকুল হইলেন না। তৎকালে কেবল দশরথই ভাবী পুত্রবিয়োগদুঃখে যার পর নাই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

---

# একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই মৃত্যুবৎ পীড়াকর কথায় কিছুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া কহিলেন, অম্ব! ভালই আমি পিতৃ সত্য পালনের জন্য জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে বনপ্রস্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল পূর্ব্ববৎ কেন আমায় আর সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! তুমি রুষ্ট হইও না, তোমার নিকটে কহিতেছি, আমি জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনপ্রস্থান করিব, তুমি প্রসন্ন হও। শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু, পিতা, কৃতজ্ঞ রাজার আদেশ পাইলে এমন কি আছে, যাহা বিশ্বস্ত চিত্তে না করিতে পারি। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং যে ভরতের অভি-ষেকের কথা কহিলেন না, এক্ষণে এই একমাত্র দুঃখেই

আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। দেবি! রাজাজ্ঞার কথা কি, তোমার হিত সাধন ও পিতৃসত্য পালনের জন্য আমি স্বয়ংই ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য ধন প্রাণ, অধিক কি, সীতা পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, তুমি ইহাঁকে আশ্বাস দেও। ইনি কি জন্যই বা অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? আজই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য দূতেরা ইহাঁর আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে যাত্রা করুক। আর আমিও অবিচারিত চিত্তে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শীঘ্রই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এই কথায় সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার বন গমনে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়া কহিল, ভালই, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার জন্য শীঘ্রই যাইবে, কিন্তু রাম! তুমি যখন বনগমনে এইরূপ উৎসুক হইয়াছ তখন তোমার বিলম্ব করা আর ভাল বোধ হয় না, তুমি এখনই যাত্রা কর। দেখ সত্যরক্ষায় বিলম্ব দেখিয়াই মহারাজ এইরূপ লজ্জিত হইতেছেন, এবং এইজন্যই ইনি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। এতদ্ব্যতীত কথা না কহিবার অন্য কোনও কারণ নাই। অতএব তুমি শীঘ্র অরণ্যযাত্রা করিয়া ইহাঁর এই দীনদশা দূর কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনপ্রস্থান করিতেছ তাবৎ তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

তখন রাজা দশরথ হা ধিক্ কি কষ্ট! এই বলিয়া এক

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকভরে সেই স্বর্ণমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইলেন। রামও শশব্যস্ত তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কৈকেয়ীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, এবং উহার কঠোর কথায় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। তুমি আমাকে তত্ত্বদর্শী ঋষির ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানিও। যদি প্রাণ দিয়াও পূজনীয় পিতার হিতসাধন করিতে পারা যায়, তবে মনে করিও, তাহা আমার করাই হইয়াছে। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহান্ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আমি তোমার নিদেশেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! তুমি স্বয়ং আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গুণই তোমার গোচর নাই। আজ জননীর অনুমতি গ্রহণ ও জানকীকে অনুনয় করিতে আমার যা কিছু বিলম্ব, ফলত এখনই আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, তুমি তাহার যত্ন করিও। দেবি! পিতৃসেবাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।

রামের এই কথায় রাজা দশরথের দুঃখ উদ্দাম হইয়া উঠিল। তিনি শোকাবেগে কোন কথা কহিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর রাম ঐ অচেতন পিতা এবং অনার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ ও

প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেকশালায় দৃক্‌পাত না করিয়াই মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি স্বভাবত কমনীয়, সুতরাং চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ এই রাজ্যনাশ তাঁহার মুখশ্রীকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁহার মনের ভাব একই রূপ থাকে। ফলতঃ ঐ সময় তাঁহার চিত্ত বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌরজন সমস্তই বিদায় করিলেন। তিনি মনে মনে দুঃখাবেগ বহন এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সমস্ত সংবরণ পূর্ব্বক, এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ফলত তৎকালে কেহই তাঁহার মুখে দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় চন্দ্র যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ ঐ সুধীর তখনও চিরপরিচিত হর্ষকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি মধুর বাক্যে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদর করিয়া জননীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগুণাবলম্বী মহাবীর ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরমধ্যে অভিষেকপ্রসঙ্গে নানা প্রকার উৎসব হইতেছিল। রাম তথায় গিয়া এই বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক জননী জীবন

বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশঙ্কাই উপস্থিত হইতে লাগিল।

---

## বিংশ সর্গ।

ক্রমশঃ অন্তঃপুরে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাসের কথা প্রচারিত হইয়া উঠিল। তখন রাজমহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইবার জন্য আসিতে দেখিয়া আর্ত্ত-স্বরে এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতীতও আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি আজন্ম জননীনির্ব্বিশেষ আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, কেহ কটূক্তি করিলেও যাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় না, যিনি প্রিয় কথায় সকলকে সন্তুষ্ট এবং কেহ কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলি-লেন। হা! রাজা দশরথ অতি নির্ব্বোধ, তিনি প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যিনি সকলের আশ্রয়, আজ তিনি সেই প্রাণাধিক পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে অকস্মাৎ

এই ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিল। পরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার বহুমানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল।

ঐ সময়ে কৌশল্যা সংযম পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন। পরে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপন পূর্ব্বক পুলকিতমনে ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে দধি, ঘৃত, অক্ষত, মোদক, হবনীয় দ্রব্য, লাজ, শ্বেতমাল্য, পায়স, কৃশর * সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্লেশে কৃশাঙ্গী, তিনি দৈবকার্য্যসাধনে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত। তখন

---

* তিল মাষ ও তণ্ডুল মিশ্রিত অন্ন।

তিনি দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্দ্ধন রাম তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনিও দৈবকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রবাৎসল্যে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান পূর্ব্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন। তখন বনগমনোদ্যত স্বভাবতই বিনীত রাম মাতৃগৌরবরক্ষার্থ ঈষৎ আনত হইয়া অঞ্জলি প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, জননি! তোমার, জানকীর ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহা জান না। এক্ষণে এই আসনে আর আমার প্রয়োজন কি? আমি এই দণ্ডেই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। অতঃপর আমাকে ঋষিগণের কুশাসনে বসিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের ন্যায় নিরামিষাশী হইয়া কন্দমূলফলে দিনপাত করিয়া বনে বনে চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করিতে হইবে। পিতা আজ আমাকে বনবাস দিতেছেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই,

রাম তাঁহাকে কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধরাসনে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভার বহন পূর্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদি না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। 'আমি নিঃসন্তান' বন্ধ্যার কেবল এই একটি মাত্রই দুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। একটি পুত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই আমি এত কাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। হা! এক্ষণে সকলের প্রধানা হইয়াও আমায় মর্ম্মঘাতিনী কনিষ্ঠা সপত্নীদিগের অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। বৎস! সপত্নীগণের বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দুঃখশোকের সীমা নাই এরূপ আর কাহারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত্নীরা আমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিল, তখন তুমি বনবাসী হইলে যে কি হইবে বলিতে পারি না। এক্ষণে আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় মৃত্যু আছে। হা! পতি প্রতিকূল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করী সকল আমাকে কতই অবমাননা করিয়াছে। আমি উহাদের

সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আর আমার সহিত কথা কহে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্ব্বদাই ক্রোধভরে রহিয়াছে, আমি এখন এইরূপ দুর্দশায় পড়িয়া বল কিরূপে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব। উপনয়নের পর আজ তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই আমার কাটিয়া গেল। এক্ষণে তোমার এই রাজ্যনাশ ও বনবাসদুঃখ আর অধিক কাল সহ্য করিতে পারিব না। আর আমি জীর্ণও হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং সপত্নীদিগের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। বৎস! তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ না দেখিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে কৌশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দভাগিনী, কত কষ্ট, কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে সমুদায় পণ্ড হইয়া গেল। বর্ষার জলে নদীকূল যেমন অবসন্ন হয়, সেইরূপ আমার হৃদয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন বোধ হইতেছে ইহা নিতান্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই, যমালয়েও স্থান নাই। সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না হরিণীকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না! এখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার এই হৃদয় লৌহময়। তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম, দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম

কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না, এই দুঃখভারাক্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যদি হইত, তবে বিবৎসা ধেনুর ন্যায় তোমায় হারাইয়া আজই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমাকে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি। ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ আমি অবশ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ যপ করিয়াছি, উষরক্ষেত্রে নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া গেল।

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত দুঃখপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

## একবিংশ সর্গ।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! এই বসুপ্রবীর রাম রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বন প্রস্থান

করিবেন, ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত, কামার্ত্ত ও স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্য্য রাম নির্ব্বাসিত হইতে পারেন এমন কি অপরাধ করিয়াছেন। পরোক্ষেও যাঁহার দোষকীর্ত্তন সাহসী হয়, অদ্যাবধি অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি এমন কাহাকে দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্লোভ। শত্রুর প্রতিও ইঁহার অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরূপ গুণবান পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ পুনর্ব্বার বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হইয়াছেন, কোন্ পুত্রই বা পূর্ব্ব-নৃপতি-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। আর্য্য! এক্ষণে আপনার এই নির্ব্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বরক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয় কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ শরে এই অযোধ্যা নগরী নির্ম্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাহার হিতাভিলাষ করিয়া থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য্য! অধিক আর কি কহিব, পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপ-

ক্ষতা করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে। গুরু যদি কার্য্যা-কার্য্যবিচার-শূন্য ও গর্ব্বিত হন, তাঁহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত। দেখুন জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, সুতরাং মহারাজ কোন্ বলে এবং কোন্ যুক্তিতেই বা কৈকেয়ীকে তাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মুক্ত-কণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া অন্য কেহই ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে পারিবে না।

দেবি! আমি যথার্থতই হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। এক্ষণে সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমি ইঁহার অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি স্ববীর্য্যপ্রভাবে আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য্য রাম আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। বৃদ্ধ হইয়াও বালক, কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত পিতাকে আমি এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমি ত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইঁহারই মতানুবর্ত্তী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্ম্মজনক বাক্যে শোকবিহ্বলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না! যদি তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয়

হইতে পারিবে। পরম তাপস মহর্ষি কাশ্যপ নিয়ত গৃহে থাকিয়া মাতৃসেবা দ্বারা স্বর্গলাভ করেন। দেখ, গুরুত্ব নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়, সুতরাং আমি তোমাকে বনগমনে অনুজ্ঞা করিব না। বৎস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও সুখেই বা প্রযোজন কি, তোমায় লইয়া তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক দিনপাত করাও আমার শ্রেয। আমি একান্ত শোকার্ত্তা, যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক দেহপাত করিব, তখন সমুদ্র যেমন মাতৃদুঃখজনকরূপ অধর্ম্মে নরকবাসতুল্য দুঃখপ্রাপ্ত হইযাছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই অধর্ম্মে লোকপ্রসিদ্ধ নরকে নিমগ্ন হইবে।

রাম জননীকে দীন ভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না, আপনার চরণে ধরিয়া প্রসন্ন করিতেছি, বনগমনে আমায় অনুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাসী সুপণ্ডিত মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম্ম জানিযাও পিতৃ-আজ্ঞায় গো বধ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভূমিখননে প্রবৃত্ত হইযা বিনাশ প্রাপ্ত হন। জমদগ্নিনন্দন মহাবীর রামও পিতৃনিযোগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদন করিযাছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য অনেকেই পিতৃআজ্ঞা পালন করিযাছিলেন, অতএব যাহাতে পিতার মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। দেখুন কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেছি, তাহা নহে, যে সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার

নামোল্লেখ করিলাম, ইহাঁরা অগ্রেই এহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে, আমি এইরূপ ধর্ম্মে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছি না, পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহনীয়। জননি! পিতৃ-আজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই জন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছি। আপনি কিছুতে ইহা অধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে কোন কালে কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না।

মহাত্মা রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বল বীর্য্য ও দুর্ব্বিষহ তেজও সম্যক জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগমন-বার্ত্তায় যার পর নাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্ম্ম-কেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়া-ছেন, তাহা ধর্ম্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সুতরাং আমি যখন পিতার নিদেশ ও দেবী কৈকে-য়ীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোন মতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম্ম অতি কঠোর তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতানুবর্ত্তী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহের্ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিঘ্নাচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ হইতে ভূমিতে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমরা এই কএক জন, পিতা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পরিত্যাগ করুন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্ম্মবুদ্ধির অনুসারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবি কৌশল্যা মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস। আমি তোমাকে অতি যত্নে ও স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকি, সুতরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপূজা ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা আর কি হইবে? যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হস্তী যেমন উল্কাদণ্ডস্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রকার করুণ বাক্যে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রায়, ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখে একান্ত আর্ত্ত ও সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিরই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার উপর তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জানি এবং তোমার পরাক্রম যে অসাধারণ, তাহাও জানি, কিন্তু আমি তোমাকে ভূযোভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত করিও না। এই জীবলোকে পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মের ফলোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্য্যে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদযহারিণী একান্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্য্যার ন্যায় অবশ্যই স্পৃহনীয সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মাদি কিছুই দৃষ্ট হয না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেযস্কর নহে। যাহাতে ধর্ম্মসংগ্রহ হয, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষাদোষে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয, সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মবিরহিত কামও কোনরূপে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতিতে আমাদিগেকে সম্যক উপদেশ দিযাছেন। তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষ বশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্ম্মবোধে কে, তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্ত্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম্ম। অধিক কি তিনি জীবিত আছেন, বিশেষত পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত দূরীভূত হইতে পারেন। অতএব ইনি বন-গমনে আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমায় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। দেবি! আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং অধর্ম্মানুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথি-বীকে হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইবে না।

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

## দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলো-চনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দ্দশা

তাঁহার কোন মতেই সহ্য হইল না ; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক নিবৃত্তির নিমিত্তও সেইরূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতই হউক পিতামাতার নিকট যে সামান্য মাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোক-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। আমি অভিষেকের ইচ্ছায় ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্ম্মবেদনা দিবে, এই কারণে আমি রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া

নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুয়ায়ী কার্য্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন, সুতরাং আমি কোনও মতে দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ। প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহরণ ও আমার নির্ব্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার কারণ, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই, সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা ও গুণবতী হইয়া ভর্ত্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব, জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈব প্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই

দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয়-কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদায়ের মূলই দৈব। দেখ উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংকল্পিত বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিলে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশবলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্ত্তী হও এবং অভিষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপসব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেকসংক্রান্ত এই সমুদায় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে, সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

---

# ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতিভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য। ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোক-দিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবা-দৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইঁহাদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না? ধর্ম্মাত্মন্। আপনি কি জানেন না যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্ম্মের ভান করিয়া

কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্‌যোগ করিয়া, কদাচ তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্যই হইত, তবে অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষেক করা নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদানের ছলই ইহার কারণ, কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ। ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা মাতা, বস্তুত তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আপনি

ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদস্রাবী মত্ত হস্তীর ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ আমি তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিব। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই নির্ম্মূল করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্ব্বিষহ

পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে; তদ্রূপ দৈববল কদাচই তাহার সুখের কারণ হইবেক না। আর্য্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন প্রবেশ করিলে, আপনার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক পূর্ব্বরাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন প্রস্থান করাই শ্রেয়। মহারাজ চপলতা দোষে প্রতিকুল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশঙ্কায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ং যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠ বন্ধন ও এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না, এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্র কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে ছিন্ন হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া

ভুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দাম-শোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া রণাগারে অবতীর্ণ হইব, তখন পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে, বীরদর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহু সংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব নাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতি-পালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপ-নার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব সর্ব্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

## চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্ম্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কখন দুঃখের মুখ দেখিতে হয় নাই, সেই প্রিয়ংবদ রাম কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন! যাঁহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কি রূপে ফল মূল আহার করিবেন! রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্ব্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃসংশয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণ লতা সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে, তোমার অদর্শনরূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে, দুঃখ উহার কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তাজনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব।

পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এই প্রকার বাক্য

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামিপরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতের পতি পিতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামিসেবায় অনুমোদন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ আপনার ভর্ত্তা এবং আমার পরম গুরু পিতা; বিশেষতঃ তিনি সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। নিশ্চয় কহিতেছি আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্য পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রীতমনে আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা দুঃখিতমনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্নীদিগের মধ্যে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বন্য মৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও। এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি!

স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, তত দিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু, সুতরাং মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে আপনাদিগকে নির্ম্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি সর্ব্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন। আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দারুণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিত সাধন করা আপনার বিধেয়। যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়, ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্য্যে দেবগণের অর্চ্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের পূজা করিবেন। এই ভাবে কিছু দিন আমার আগমনপ্রতীক্ষায় ক্ষেপণ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধের কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বনগমনে

কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগ-কাল অতিক্রম করা নিতান্ত কঠিন। যাহাই হউক তুমি এক্ষণে একাগ্র-মনে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইবে। তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রত পালন পূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনায় আমাকে আনন্দিত করিও। বাছা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে, যে দিনে দেখিব তুমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্যা সাদরমনে রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর কৌশল্যা শোক সংবরণ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়ম-

সহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। [illegible] দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাকে প্রতি- [illegible] বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা [illegible] যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান [illegible] তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃ- সেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চির- জীবী হও। সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদি, আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সংবৎসর, দিন; রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কলা, এবং বিরাট্, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি সপ্তর্ষি, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষি- গণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদায় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতি নিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে বনমধ্যে পর্য্যটন করিবে, তখন কুল-পর্ব্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদায় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। ক্রূরকর্ম্মপর ভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার কোন রূপ ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীট সকল বন মধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিশালদশন ভল্লুক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং

অন্যান্য মনুষ্য-মাংস ভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি প্রচুর পরিমাণে ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। আকাশচর ও পার্থিব প্রাণী এবং যে সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল হইতে পারে তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম, এবং ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক রামের শুভোদ্দেশে বিপ্রগণ দ্বারা হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্য্য সমাধা হইবার জন্য ঘৃত শ্বেত মাল্য সমিধ ও সর্ষপ আনাইয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী কৌশল্যা উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর-বিনাশকালে সর্ব্বদেব পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্ব্বে বিনতা অমৃতপ্রার্থী বিহগরাজ

গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করিবার কালে যে শুভ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিক সমুদায় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত ঔষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

পরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাহ্যাত্রে দুঃখিতা হইয়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দেখিব। তুমি আমার নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে আমি তাহাই দেখিব। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চ্চনা করিয়াছি তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইহাঁরা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

## ষড়্‌বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহ-প্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীত মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, নাথ। এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকা-রচিত

শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই। শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত বীজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল গীতি গান করিয়া আজ কে তোমায় স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই। গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না। মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কে তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল। যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল। কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!।

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে আরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটী বরদান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি

করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম। সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না। যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ তাহারা কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্ব্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা; সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্ত্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্ব্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদুঃখিনী, বিশেষত তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপে স্নেহ ও ভিক্ষা ভাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। [illegible] ইচ্ছা ও মতের অনুবর্ত্তন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত

পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে এক জন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

---

## সপ্তবিংশ সর্গ।

তখন প্রিয়বাদিনী জানকী প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, আন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক,

স্ত্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহ-লোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ-শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমল-দল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব সকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও

পবল সকল দর্শন কবিযা কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনও সুখে প্রতিপালন কবিতে পাবিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকেব ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কাবণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমাব সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন মতেই আমাকে পরাঙ্মুখ কবিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনেব ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানেব নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমাব অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহাবান্তে আহার কবিব। এই রূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একান্তই ত্বৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপবাযণা হইয়া আছি। যদি আমায ত্যাগ কবিযা যাও, এ প্রাণ আব কিছুতেই রাখিব না। এখন আমাব অনুবোধ বক্ষা কব, আমাকে সমভিব্যাহাবে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভাব বোধ হইবে না।

---

## অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখ সকল আলোচনা কবিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে

সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরি কন্দর বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুট-রব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্ত্তব্য। তথায় বায়ু

সততই প্রবলবেগে বহিতেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্র-গতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহি-য়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বন-বাস তোমায় সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।

## একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তখন এই মাত্র বনবাসের যে সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐ গুলি আমার পক্ষে গুণেরই

হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে, বন মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ * চমর গবয় প্রভৃতি যে সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা তোমাকে দেখে নাই দেখিলেই, পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ। তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য, কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামি-বিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না, উপদেশকালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত গমন করা সর্ব্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে, সময়ও উপস্থিত, এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নাথ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা

---

* অষ্টপদ মৃগ।

বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পূর্ব্বে এমন অনেক দিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্য্যা করা আমার একান্ত প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। ইহ লোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্ম্মানুসারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণা পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমারি সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় বিষপান না হয় অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

# ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্য্যেরও সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা প্রলাপ মাত্র হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেনতনয় সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিও। আমি কুল-কলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সম-ভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্ব্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবর্ত্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন

করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, তখন পথ বিহার-শয্যার ন্যায় বোধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তুল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা সর্ব্বোত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্র কম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফল মূল পত্র অল্প বা অধিক হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব। বসন্তাদি ঋতুর ফল পুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সংবরণ করিতে পারিব না।

জনকনন্দিনী রামের প্রতিষেধ বাক্যে বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায় একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্ত মনে করুণ বচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পুর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকাল-সঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল। কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় তাঁহার নেত্র হইতে স্ফটিকধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণ-চন্দ্র-সুন্দর মুখমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখ শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ংভু ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয়-সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বন-গমনে সম্যক প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পুর্ব্বে সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব। তুমি সূর্য্যানুসারিণী সুবর্চ্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

জানকি! পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিতৃআজ্ঞায় উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই। এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুক

দিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায়ই ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

---

## একত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহদুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। যে স্থান পতঙ্গ ও মৃগযূথের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় প্রদেশে আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলি পুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলুন, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাম সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ শান্তস্বভাব ও সৎপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্ত্তী হইয়া কৈকেয়ীসংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবেন না। ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন। তিনি কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যে রূপেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উঁহাদিগকে ভরণ পোষণ কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোমার যথার্থতই ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। বৎস! গুরু লোকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি কোন রূপে সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত ও তৎপর হইয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে। যদি সে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, দুরভিসন্ধিক্রমে ও গর্ব্ব-প্রভাবে যদি ইহাঁদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন না করে, তাহা হইলে সেই দুরাশয় ক্রূরকে নিঃশংসয়েই সংহার করিব। ত্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকে বিনাশ করিব। আর দেখুন, যিনি উপজীব্যদিগকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোকের ভরণ পোষণ করিতে পারেন; সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মাতা সুমিত্রার উদরান্নের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান করুন। এই কার্য্যে বিধর্ম্ম কিছুই নাই, প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থসিদ্ধ হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য্য! আমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপযোগি বন্য ফল মূল আনিয়া দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ। তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণ-

দর্শন দিব্য শরাসন দুর্ভেদ্য বর্ম্ম তূণ অক্ষয়-শর এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুক স্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদায় রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি ঐ গুলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বজন-গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে গুরুগৃহে গমন এবং অর্চ্চিত মাল্যসমলঙ্কৃত অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপ-স্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহি-লেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ়-গুরুভক্তি-পরা-য়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত অর্চ্চনা করিয়া অরণ্যযাত্রা করিব।

---

## দ্বাত্রিংশ সর্গ।

তখন সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুযজ্ঞের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অগ্নিহোত্র গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে। আর্য্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাঁহার আলয়ে আইস।

অনন্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদপূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হুতহুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্য্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও। আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই কাঞ্চীদাম বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূর দিতেছেন এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। তুমি এই সমস্তই লও। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম। ইহাও গ্রহণ কর।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্ন সমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চনা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক কৌশেয় বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি; তিনি অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র রত্ন পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠশাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রযাস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র সহস্র বলীবর্দ্দ চনক মুদ্গ এবং দধি দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক দেও এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে উঁহাদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন লক্ষ্মণ রামের নিদেশানুসারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিত

মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যত দিন না আমি প্রত্যাগমন করি তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুচরদিগকে এই রূপ অনুমতি দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা মাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া তথায় স্তূপাকার করিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত দীন দুঃখী আবাল বৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ত্রিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত পিঙ্গলমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ত্রিজটের পত্নী তরুণী, দারিদ্র-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে গিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইবেন। এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি যদি এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই কিঞ্চিৎ লাভ হইবে।

অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অপ্রতিহত গমনে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহি-

লেন, রাজকুমার! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সন্তানসন্ততি হইয়াছে, ভূমিখনন করিয়াই আমাকে দিনপাত করিতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যে পরিমাণে ধেনু থাকিবে, সমুদায়ই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সরযূর পরপারবর্ত্তী বৃষভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল।

তদ্দর্শনে ধর্ম্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল সমুদায়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। দূরে দণ্ডনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর। সত্যই কহিতেছি তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। আমার যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, সমুদায়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মানুসারে সঞ্চিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে।

তখন ত্রিজট হৃষ্ট মনে বহুসংখ্য ধেনু প্রতিগ্রহ করিয়া যশ,

বল, প্রীতি ও সুখ-বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌরুষ রাম বান্ধবগণের নির্ব্বাচনে প্রবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্ম-বলোপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবি দরিদ্র সকলকে আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন

---

## ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদায় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। রাজপথ লোকাকীর্ণ, তথায় গমনাগমন করা নিতান্ত সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দীন-নয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিল, হা! যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও জানকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য্যসুখ ও

ভোগ : ...নের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাচ ধর্ম্মগৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে পূর্ব্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোক সকল অবলোকন করিতেছে। অবশ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীত শীঘ্রই ইহাঁর এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয় পিশাচ-গ্রস্ত হইয়াছেন। নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না। বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করা তাঁহার একান্ত অন্যায় হইল। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার প্রতিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। অহিংসা দয়া শাস্ত্রজ্ঞান সুশীলতা এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজ-কুমার রামের এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহাঁর বিরহে যার পর নাই আকুল হইবে। এই ধর্ম্মশীল মহাত্মা সকল মনুষ্যেরই মূল, অন্যান্য সকলে ইহাঁর শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল, সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহাঁর বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া রামেরই অনুসরণ করি। ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্ম-ণের ন্যায় ভার্য্যা ও সুহৃদ্গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি।

অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম যপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইযা যাইবে। যে সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সর্ব্বস্থল ধূলিধূষর এবং প্রাঙ্গন নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হইযা উঠিবে। মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ এবং ভিত্তি সকল বিপ্লব কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। মূষিকেরা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধূম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাসভূমি ত্যাগ করিযা চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছন্দে অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক। ভুজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহ সকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সুলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিযা পরম সুখে বাস করিব। এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্র-বর্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে এই দেশ শাসন করুন।

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদুমন্দ-গমনে কৈলাশগিরিশৃঙ্গসদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে বিনীত বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। তিনি তাহা অতিক্রম করিযা

অদূরে দেখিতে পাইলেন, সুমন্ত্র ঘন বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া, ফুল্লারবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন।

---

## চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, জলশূন্য তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভয়সম্বিগ্ন মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বিবিধগুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও সুহৃদ্বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন।

তখন সমুদ্রসদৃশ গম্ভীব আকাশেব ন্যায নির্ম্মল ধর্ম্মপবাযণ সত্যবাদী দশবথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এই আলযে আমাব যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনযন কব। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইযা বামকে দর্শন করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র বাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযা বাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান কবিতেছেন। আপনাবা শীঘ্রই তাঁহাব নিকট আগমন করুন। তখন তিন শত পঞ্চাশত বাজপত্নী সুমন্ত্রেব মুখে বাজা দশবথেব এইরূপ আদেশ পাইযা, বামজননী কৌশল্যাকে পবিবেষ্টন পূর্ব্বক তথায উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত। তুমি অন্তঃপব বামকে এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইযা বাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইযা, তাঁহাব নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ, দূব হইতে বামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন কবিতে দেখিযা, দুঃখিত মনে শীঘ্র আসন পবিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহাব সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইযা পডিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে বাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধাবণ কবিবাব নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক 'হা রাম' বলিযা ক্রন্দন কবিযা উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে নিবন্তব কবাঘাত করিতে লাগিলেন, অনববত ভূষণেব শব্দ হইতে লাগিল। তখন বাম লক্ষ্মণ ও সীতা

বাষ্পাকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপ-বেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর। আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক বার বার নিবারণ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা তাহা না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকল-কেই বন গমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্ম্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য পর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সঙ্কেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুল লোচনে কাতর বচনে

কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয় কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর। তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমার মত-পরিবর্ত্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া, আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে তৃপ্তি লাভ করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিও। তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তরসুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ, কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অতিশয় ক্রূর ও গূঢ়, সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় ক্ষান্ত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধর্ম্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফল ভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা নহে।

রাম শোকার্ত্ত রাজা দশরথের এইরূপ কথা শুনিয়া দীন ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ পাইব, কল্য তাহা আমাকে আর কে দিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে।

আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসঙ্কুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি সুরাসুরসংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞাপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া, তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্য দান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না। সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আপনার কথার যে অন্যথা হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও আর থাকিতে পারিতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করিবামাত্র আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম।' এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক, ইহার অন্যথা কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্ত ভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কূজন করিতেছে, আমরা

সেই কানন মধ্যে পরম সুখে পর্য্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা, সেই দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব, তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন? দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাঁদিগকে শান্ত করিয়া রাখা আপনার উচিত, কিন্তু আপনি নিজেই যদি অধীর হন তবে ইহা আর কিরূপে হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা রাখি না, আপনার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা-দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা জানকীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আমি আজ আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাকুন।

রাজা দশরথ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া রামকে

আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য রাজমহিষী রোদন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা হাহাকার করিতে লাগিল। সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

---

# পঞ্চত্রিংশ সর্গ

ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি করে অনবরত কর পরামর্দন এবং দশনে দশন নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সন্তপ্তমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম্ম স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দশরথ তোমার স্বামী। তুমি যখন ইহাঁকেও ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় দুর্জ্জয়, পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহা-

সাগরের ন্যায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে ইঁহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার স্বামী, তুমি ইঁহার অবমাননা করিও না। ভর্ত্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি ক্রমে রাজকুমারদিগের রাজ্যাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদি কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে, তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করুন, আমরা রামেরই সহিত অরণ্যে চলিলাম। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণেরা বাস করিতে পারেন। রামের যে পথ আজ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয় স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে কেবল রাজ্য লইয়া তোমার কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে পৃথিবী কেন সত্যই বিদীর্ণ হইল না, ব্রাহ্মর্ষিগণ ভয়ঙ্কর অগ্নিকল্প ধিক্কারে তোমাকে কেন ভস্মসাৎ করিলেন না। মহারাজ যে তোমার মতানুসরণ করিতেছেন, জানি না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্বের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? মূলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিম্ব বৃক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, এ কথা অলীক নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসক্তি

ছিল। এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কহিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কোন এক মহাতপা মহর্ষি তোমার পিতা কেকয়রাজকে বর দান করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটী স্বর্ণকান্তি জৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়রাজ কহিলেন, দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু হইবে। তখন তোমার জননী পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে হইবে, কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না।

তখন কেকয়রাজ রাজমহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বর-প্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আনুপুর্ব্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পত্নী আত্মহত্যা করুন আর যাই করুন তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসন্নমনে এইরূপ কহিলে তোমার পিতা

তদ্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল; নিবারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার করিও না। মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ইহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য সর্ব্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা উচিত হইতেছে না। এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলা-প্রসঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্য্যকুশল স্বধর্ম্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অতএব ইহাঁকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশ হইবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার অনুকূল হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে মহারাজ পূর্ব্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টান্তে বন প্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভা মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

## ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরণ্যে রামের সুখসেবার্থ চতুরঙ্গ বল শীঘ্র সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা গমন করুক, ধনবান বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া যাক্‌। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যে সকল মল্লেরা বীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অর্থ দিয়া প্রেরণ কর। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকট সকল সমভিব্যাহারে দেও, অরণ্যমর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদায় লোকই গমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া মৃগবধ বন্যমধুপান ও নদ নদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইয়া যাইবে। ধনকোশ ধান্যকোশ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা এই সমুদায় লইয়া প্রস্থান করুক। কুমার পবিত্র স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া ঋষিগণের সহিত পরম সুখে বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইঁহারই সমভিব্যাহারে দেও। পরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র কৈকেয়ীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। মুখ তাহার শু

শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি সমুদায় বিলাস-সামগ্রী বহিভূর্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার সুধার ন্যায় শূন্য রাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদারুণ কথা কহিলে রাজা দশরথ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্য্যে! তুই ভার বহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছিস্, আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত করিস্। তুই এক্ষণে আবার যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলি, রামের বনবাস-প্রার্থনা-কালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ করিস্ নাই।

কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধে কহিল, দেখ, তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে তুমি রামকে সেইরূপেই বহিষ্কৃত কর।

দশরথ কহিলেন, দুঃশীলে! তোরে ধিক্। সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইলেন, কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে কি কহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐ স্থানে মহারাজের প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্ব্বপ্রধান এক জন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। ঐ দুর্ম্মতি পথে যে সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে প্রজারা যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একদা রাজাকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি

অসমঞ্জকে চাহেন ? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব, এইরূপ অভিলাষ করেন ? অবনিপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ ! বল, আজ কি কারণে তোমরা এইরূপ ভীত হইয়াছ ? প্রজারা কহিল, মহারাজ ! আমাদের যে সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতা বশত তাহাদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন নৃপতি প্রকৃতি-গণের শুভোদ্দেশে অনুচরদিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্ব্বাসন-বেশ পরিধান করাইয়া যাব-জ্জীবন ভার্য্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। পাপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন ও পর্য্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়ি ! অসমঞ্জ এইরূপ দুর্ব্বিনীত ছিল বলিয়া ধর্ম্মশীল সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধ আছে যে, তুমি ইঁহার এইরূপ দুর্দ্দশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। এক্ষণে তুমি যদি ইঁহার কোনরূপ দোষ দেখিয়া থাক তো বল, পশ্চাৎ ইঁহাকে বনবাস দিবে। যিনি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ধর্ম্মবিরোধ হেতু সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা খর্ব্ব হইয়া যায়। দেবি ! এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে শোকাকুল বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে ! দেখিতেছি, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা তোর প্রীতিকর হইল না।

আমার ও তোর যাহাতে হিত হইবে সে দিকেই তুই যাইবি না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্য্যের অনুষ্ঠান তোর উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ সম্পদ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুই রাজা ভরতের সহিত বহু দিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ কর।

---

## সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সৎকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূল মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধন-রজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্যগমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন্।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিল এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিল, রাম। আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা

পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবস্ত্র চীর গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়-বসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারা-কুল্ লোচনে গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিম ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বন-বাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চীর বস্ত্রের এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যত দিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এই কথায় বিরত হইলেন না। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পাকুললোচনে জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যত

দুব বাসনা ছিল; এক্ষণে তদপেক্ষাও অধিক কবিতেছ। দুঃশীলে। দেবী জানকীব কখনই বনে গমন কবা হইবে না। ইনিই বামেব রাজসিংহাসন অধিকাব করিযা থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্দ্ধাঙ্গ। সুতবাং সীতা বামেব অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বাজ্য পালন কবিবেন। যদি ইনি বামের সহচাবিণী হন, তাহা হইলে আমবা নগবেব অন্যান্য সকলেবই সহিত যথায রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুব-বক্ষকেবাও গমন কবিবে। ভবত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইযা জ্যেষ্ঠ রামেব অনুসবণ কবিবেন। জীবনযাত্রাব উপযোগী অর্থ দাস দাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপব এই বাজ্য নির্জ্জন, শূন্য এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তুমি প্রজাগণেব অহিতকাবিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কব। যথায বাম বাজা নহেন তাহা বাজ্য বলিযা পবিগণিত হইবে না, এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি কবিবেন, সেই বনই বাজ্য হইবে। যখন মহাবাজ অনুরুদ্ধ হইযা এই বাজ্য দান কবিতেছেন তখন ভবত ইহা কখন শাসন করিবেন না, এবং তিনি যদি দশ-বথেব ঔবসে জন্ম গ্রহণ কবিযা থাকেন তবে তোমাব প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহাব প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভবত নিজেব বংশাচার বিলক্ষণ পবিজ্ঞাত আছেন। তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথাচ তাহাব অন্যথাচবণ কবি-বেন না। সুতবাং তুমি এক্ষণে পুত্রেব বাজ্য কামনা কবিযা পুত্রেবই অনিষ্ট সাধন কবিলে। বামেব প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন কবে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে, বনেব পশু পক্ষীবাও রামেব অনুসরণ

করিতেছে, এবং বৃক্ষ সকল ইহাঁর প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইহাঁকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইহাঁর যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ; কিন্তু যিনি প্রতিনিয়ত বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রামসহবাসে কাল যাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন। দেবি! বরগ্রহণ-কালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে তো লক্ষ্য কর নাই।

তৎকালে জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তিনি তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

---

## অষ্টাত্রিংশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীরধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি!

জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সুখেই কাল হরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, এ কথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই। ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা বিন্যাস করিতে হইবে তজ্জন্য বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইঁহাকেও চীরবাস গ্রহণ করিতে হইবে, আমি কিছু পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকল প্রকার বস্ত্রভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষু হইয়াই শপথ পূর্ব্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গম হইলে বেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্ব্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইঁহাকে জটাচীরধারী হইয়া বন গমনের আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস

পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাৎ নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, অতঃপর আমার বিয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইহাঁকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইহার সে ইচ্ছা নাই, এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইহাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে না হয়।

---

## একোনচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎকালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণহিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বি-বেশ ধারণ করিলেন। হা! আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম! বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবত ইহাতেই তাহা হইত। যে বঞ্চনা দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ী হইতেই এত লোক কষ্টে পড়িল।

রাজা দশরথ জলধারাকুল লোচনে কাতর মনে এইরূপ পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!

নাম গ্রহণ করিবামাত্র বাষ্পভরে আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজল নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগি রথ অশ্বসমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। এক জন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্ব্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবান্‌দিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয় সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসন ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে। যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইঁহাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন তুমি ইঁহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয় সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্ত্তৃহীন হয়, কদাচ সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন কিন্তু জগতে স্বামি ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাহাকে কে না আদর করিবে? আর্য্যে! আমি কি কারণে স্বামির অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়গ্রাহি বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাম সেই সর্ব্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখ শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে। পরেই দেখিবে, আমি, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন

ভ্রান্তি ক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্ম্মানুকূল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

---

## চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা পরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার

গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য, দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীত ভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন সেই গুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম্ম, চর্ম্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কশাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ-তপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান

হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র। তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্ম্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ। তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যে ইঁহার অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীন ভাবে ভার্য্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে, করিণীরা যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এক দিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে পৌরজন রথ-বেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল, সুমন্ত্র কোন দিক্ রাখিবেন, কিছুই স্থির

করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্ম্মল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্ব্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ, নগরবাসিদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎ ভাগে যে সকল লোক ছিল মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্য্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, কতকগুলি লোক হা রাম। অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক জননী বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পাবে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে, তৎকালে তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতা মাতার দুঃখের সেই বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন, আজ তাঁহাদের দুর্ব্বিষহ দুঃখ, তদ্দর্শনে রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এ দিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী

কৌশল্যা সেই রূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুত গমনে আদেশ করিতেছেন দেখিয়া, সুমন্ত্র যুদ্ধার্থী উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে সকল লোক আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া, অধিক-তর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজপরি-বার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহা-দের মন প্রধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরা-গমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহু দূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

# একচত্বারিংশ সর্গ।

রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন! যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন, এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন! যিনি জননী-নির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক, তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন! হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্ম্মিক তাঁহাকেও তিনি বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যার পর নাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রামবিরহে আর কাহারই অগ্নিপরিচর্য্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপপ্রদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন। সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল। চন্দ্র প্রখর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হস্তী সকল

মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল। ধেনুগণ বৎসরক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র সকল নিস্তেজ ও শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইয়া, বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নগরবাসিরা সহসা দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না। শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজপথে ছিল অনবরত রোদন করিতে লাগিল। কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশ মাত্র রহিল না। সমস্ত জগত যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্য্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রামবিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধা সকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

---

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইল দশরথ ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন, তদবধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন; রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতিনিপুণ বিনয়ী ধার্ম্মিক দশরথ বামপার্শ্বে কৈকেযীকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্ না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না। যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি। তুই অত্যন্ত অর্থলুব্ধ, ধর্ম্ম কিরূপ তাহা জানিস্ না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম, ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায় না যায়।

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূলি-ধূসর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামচিন্তায় রাজা দশরথের সেইরূপই হইতে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিয়া রথের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন হন। তাঁহার কান্তি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, হা! যে সকল অশ্ব, আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মা আর দৃষ্ট হইতেছেন না। যিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপধানে অঙ্গ বিন্যাস পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে স্ত্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ তিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া, পাষাণ বা কাষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহার পূর্ব্বক গমন করিবেন, বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। রাজা জনকের প্রিয়তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জানেন না, আজ হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় ভীত হইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে

'তোর কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর্, আমি রাম-বিরহে কোনমতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।'

রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুঃখপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহ সকল সর্ব্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বেদি সমুদায় সংবৃত রহিয়াছে, লোকেরা ক্লান্ত দুর্ব্বল ও দুঃখার্ত্ত, রাজপথে জনসঞ্চার নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক রাম-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং বিহঙ্গরাজ যাহার গর্ভ হইতে ভুজঙ্গ অপহরণ করিয়াছে, সেই অগাধ গম্ভীর হ্রদের ন্যায় উহা শূন্য বোধ হইল। তখন দশরথ গদ্গদ বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বারপ্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনত মুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন একান্ত ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় শূন্য দেখিলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার

জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমাব মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই সুখী।

অনন্তব তিনি, আপনাব কালরাত্রির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি করতল দ্বাবা আমাব অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামেব সঙ্গে গিযাছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শযনতলে রামচিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহাব সন্নিধানে উপবেশন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতব হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ কবিতে লাগিলেন।

---

## ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! কুটিলমতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষ ত্যাগ করিযা নির্ম্মোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে বামকে নির্ব্বাসিত করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপব আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট সর্পেব ন্যায় আমাকে অধিকতর ভয়

প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও বরং আমার শ্রেয় ছিল। পর্ব্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে; এখন বল দেখি, তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে! তাহাদিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স, ভোগের সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফলমূল আহার করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেই দিন উপস্থিত হইবে যে, বৎস রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া, অযোধ্যার অধিবাসিরা পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুলকিত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উঁহাদিগকে পুর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উঁহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল এবং করে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরি-ণতমতি ধর্ম্মপরায়ণ রাম, জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ষার

জলধারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে শিশুগণ দুগ্ধপানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই পাপেই বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বল পূর্ব্বক বিবৎসা করিল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদায়ই তাহার জন্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্র-শোকানল আজ আমাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে।

## চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! তোমার রাম সদ্‌গুণসম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদসম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম সত্যবাদী পিতার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন

করিবেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত পথে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়া-শীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসি-য়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক্ জানিতে পারিলেও ধর্ম্মপরায়ণ রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি। যে সর্ব্বলোক পালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্ব্বকাল-শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণ ভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া, পিতার ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করি-বেন। যিনি রণস্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্য্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রু সকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব! কি সৌন্দর্য্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির

অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা, এবং ভূত সমুদায়ের মহাভূত, তিনি বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহারে কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি। দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিও না, রামের অশুভ সম্ভাবনা কোন রূপই নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া, তোমায় প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধ বাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

---

# পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত, রাজা দশরথ সুহৃৎধর্ম্মানুসারে দূরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিরস্ত হইলেও উহারা ক্ষান্ত হইল না, রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ গুণবান পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় নগরবাসিদিগের একান্তই প্রিয় ছিলেন। উহারা যদিও সকাতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, তথাচ বিরত হইলেন না, তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ীর হৃদয়নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, আমা অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেষ্টই আছে। তিনি এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের অনুরূপ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন তোমাদের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। আমি বন প্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার

সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে তোমরা সেই রূপই করিবে।

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজারা 'রামই রাজা হন' অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষাই করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শিরঃকম্পন পূর্ব্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও গমনে অশক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান্ উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের অন্তঃকরণ নির্ম্মল, ইনি বীর ও দৃঢব্রত পরায়ণ, তোমরা ইহাঁকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস কদাচ পরের বাহির হইও না।

রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের এই রূপ কাতর বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই সজ্জনবৎসল অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ [illegible] পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

[illegible] প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া [illegible] সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি [illegible] ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন

করিতেছেন। অগ্নি সমুদায় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্র সকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে, আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান করিব। আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী, আজ তোমার নিমিত্ত তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই হৃদয়ে রহিয়াছে এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীরাও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংশয় হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু দেখ, তুমি যদি আমাদিগের বাক্য উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্ম্মপথে অবস্থান আর কিরূপ? আমরা এই হংসবৎ-শুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিবিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমায় স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া, একান্ত হতাদর হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া প্রবল বায়ু-বেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ,

বৃক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, যেন তাঁহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমুক্ত হইবা মাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সুমন্ত্র উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

---

## ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহারা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ত্রীপুরুষেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি,

আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের সকলেরই গুণে উহারা বশী-ভূত হইয়া আছে। এক্ষণে জনক জননীর নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয় অন্ধ হইবেন। ধর্ম্মশীল ভরত ধর্ম্মসম্মত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই আত্মীয়িক ভাব স্মরণ করিলে উহাঁদের নিমিত্ত আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ। তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত। বৎস। আজ আমরা এই নদী তীরে আশ্রয় লইলাম, এই স্থানে বন্য ফল মূল যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জল পান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র। তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে সুপ্রচুর তৃণ আহার করাইলেন এবং সন্ধ্যা বন্দনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামও ঐ পর্ণশয্যায় ভার্য্যার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হইল এবং সূর্য্যদেব গগনে উদিত হইলেন।

অনন্তর রাম সেই গোষ্ঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতি-গণের সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে

কহিলেন, বৎস! প্রজারা গৃহধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ, ইহারা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বন-বাসের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যন্তই যত্ন, বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বসংকল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র শীঘ্র অশ্ব যোজনা করিয়া রামের নিকট আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদ শর শরাসন লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক আবর্ত্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্তবিভ্রম

উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একাকীই রথ লইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোন রূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশ মাত্র সুমন্ত্র উত্তরাভিমুখে গমন ও পুনবার আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

---

## সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সজল নয়নে চারি দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার রথগুলিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিষাদে ম্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক, আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশাল-বক্ষ

বৃহৎ-বাহুকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপসবেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়া অরণ্যে গেলেন! আজ আমরা মহাপ্রস্থান* বা এই স্থানেই তনুত্যাগ করিব। এই তমসা তীরে সুপ্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনল-প্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন্ প্রাণে কহিব, যে আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া আইলাম। অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা তাঁহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কি রূপে নগরে যাইব। প্রকৃতিগণ তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক হৃত-বৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষণ্ণ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! এ কি! কি করিব। দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন! এই বলিতে

---

* মরণ নিশ্চয় করিয়া উত্তর দিকে গমন।

বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রাম-বিরহে সকলেই আকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যার পর নাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ যাহার গর্ত্ত হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশূন্য সাগরের ন্যায় ঐ পুরী নিতান্ত হতশ্রী হইয়াছিল। পৌরেরা প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়াতে, প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না এবং অতিকষ্টে গৃহ প্রবেশ করিলেও স্বগৃহ ও পরগৃহ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

---

## অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

পৌর জন পুনর্ব্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দুঃখে বিষণ্ণ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল। আমোদ

আহ্লাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্য্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অনন্তর পৌরস্ত্রীরা ভর্ত্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া, দুঃখিত মনে গলদশ্রু লোচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সুখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্মণই সাধু এবং জানকীই সাধ্বী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে সকল নদী ও সরোবর থাকিবে তাহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে, সুরম্য বৃক্ষপূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্ব্বত সুশোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখিবেন, বৃক্ষে বিচিত্র পুষ্প সকল বিকসিত ও মঞ্জরী উত্থিত হইয়াছে এবং ভৃঙ্গেরা মধুগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্ব্বত সকল, কৃপা করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং প্রস্রবণ, স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যেখানে রাম তথায় ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহু দূর যাইতে না যাইতে, আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহাত্মার চরণচ্ছায়া আমাদিগের সুখজনক হইবে।

তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্য্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধ-লাভ ও লব্ধরক্ষা হইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি, এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতান্ত অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে, ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত পতি পুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্ত্বে তাহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা, রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল; অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে, বলিতে কি কৈকেয়ী হইতে এই সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সব ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষ পান করি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা যথায় কৈকেয়ীর নাম গন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অকারণ নির্ব্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতকসন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায়

প্রিয়দর্শন, তাঁহার জত্রুদ্বয় গূঢ় এবং বাহু আজানুলম্বিত ; সেই পদ্মপলাশ-লোচন অত্যন্ত মধুরস্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ করিয়া থাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদস্পর্শে অলঙ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৌরস্ত্রীরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর মরক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগর মধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারি দিক অবগুণ্ঠিত করিল। নৃত্য গীত বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই বিষণ্ণ, নিরাশ্রয়, আপণ সকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুষ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারকাশূন্য আকাশের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম, পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন ; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, সেই ভাবে আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

---

# একোনপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম পিতৃআজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে, এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রথ মহাবেগে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত রমণীয় দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে তিনি ঐ বেগ অনুভব করিতে পারিলেন না।

গমনপথে গ্রাম্যলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক্। তাঁহার পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র নাই, যিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন। পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাবা, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন গুণবান, দয়াশীল, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকেও বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কোশল দেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত

হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গো সকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়ূর-মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্বে রাজা মনু, ঈক্ষ্বাকুকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাঁহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে পিতা মাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসুমকাননে মৃগয়া করিব। মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু ইহা রাজর্ষিগণের সম্মত বলিয়া, নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানা প্রকার কথোপকথন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত

মিলিত হইয়া, পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্য্য সাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসিরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক-একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যথায় সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট, যে স্থান আম্র-কাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়-শোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল শীতল ও পবিত্র। উহাতে কিছুমাত্র শৈবল নাই। মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তত্তট দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়া-পর্ব্বত। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায়

দেবসেব্য সুবর্ণ পদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাত নিবন্ধন যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন, কোথাও ফেণ ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চলিয়াছে, কোথাও বা আবর্ত্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোথাও প্রবাহ-শব্দ অতি সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকাময়স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের তরু শ্রেণি যেন মালার ন্যায় শোভা পাই-তেছে, কোথাও বা পদ্ম কুমুদ ও কহ্লার সকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে, এবং পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্র নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতে-ছেন। ইহাতে শিশুমার নক্র কুম্ভীর ও উরগগণ বাস করি-তেছে; উহার তীর,তরু লতা গুল্মে একান্ত গহন হইয়া রহি-য়াছে, তন্মধ্যে দিগ্গজ বন্যগজ ও সুরমাতঙ্গ সকল অনবরত গর্জন করিতেছে। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুমসু-শোভিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা

অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী, অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে। তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্ত্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে, দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সংকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্ত্তুল বাহু যুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার দ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ

করিতে পারি না। এক্ষণে চীর চর্ম্ম ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব, পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষ-দিগকে অশ্বের আহার পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

---

## একপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ, সন্তপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি,

কিন্তু তুমি পারিবে না ; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্ব্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহাঁর প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীসহ প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন নিষাদরাজ! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে ; তুমি যখন রক্ষা-ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুল-তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ! ইহাঁকে বনবাস দিয়া, তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না ; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয়, এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্ত্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি-নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও

নিস্তব্ধ হইয়া আসিযাছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শক্রঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে, পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্ব্বনাশ হইল! সর্ব্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিযাছে, যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ

রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব ?

লক্ষ্মণ জাগরণ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ, লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া, বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

---

## দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রাত্রি অতীত ও সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুহুরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহি-লেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিক-সহিত একখানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞা

মাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর, বল, অতঃপর আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণপথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল, অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তুমি যে, বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয়, জগতে ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি, এই কার্য্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট

হইলাম। হা! অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। সারথি সুমন্ত্র রামকে দূর দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাষ্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে, রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ইক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া অত্যন্তই বিষণ্ণ হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ, এই কারণেই আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা কিছু আদেশ করিবেন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধ-কৃত যে কোন কার্য্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকূলাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে পিতা, যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া, আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে, নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি, লক্ষ্মণও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে

পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল ইহাই কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে, মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া, আমাদিগের বিয়োগ-দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগল্‌ভ হইয়া, স্নেহ প্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের তাবৎ লোক যেন পুত্রশোকে আকুল হইয়া আছে, এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কি রূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসিরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে, উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ

সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে। রাম! নিষ্ক্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যে রূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহদুঃখে যৎপরো-নাস্তি দুঃখিত হইয়া যে রূপ চীৎকার করে, এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কি রূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিলে

পারে, কিন্তু আমি থাকিলে, রথী হইয়া তৎসমুদায় নিবারণ করিতে পারিব। তোমার জন্য রথ-চর্য্যা-কৃত সুখ লাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোনমতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি তোমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্ত্তৃ-বৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবেন, কিন্তু তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্ম্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য

পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেই গুলি সকলকে অবিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে কহিলেন, গুহ। অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্ত্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অতএব আমি, পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্য্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্য্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থান কাল সমাগত হইলে রাম, পরম সহায় গুহকে কহিলেন, সখে। রাজ্য অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোশ দুর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে, অনতিবিলম্বে ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাও। পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রাম ও আরোহণ করিলেন, এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিসাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও

যথাবিধি আচমন কবিযা সীতাব সহিত, জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম কবিলেন।

অনন্তব রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি কবিযা নাবিকদিগকে পাব কবিযা দিতে বলিলেন। তবণী ক্ষেপণী-প্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গাব মধ্যস্থলে গিযা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে! এই রাজকুমাব তোমাব কৃপায নির্ব্বিঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসব অবণ্যে বাস কবিয়া পুনরায আমাদের সহিত প্রত্যাগমন কবিবেন। আমি নিবাপদে আসিয়া মনেব সাধে তোমাব পূজা কবিব। তুমি সমুদ্রের ভার্য্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিযা আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম কবি। বাম ভালয ভালয পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিযা তোমাবই প্রীতিব উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান কবিব, সহস্র কলশ সুবা ও পলান্ন দিব। তোমাব তীবে যে সকল দেবতা বহিযাছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয অর্চ্চনা কবিব।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীব দক্ষিণ তীবে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কব, সীতা তোমাব অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিযা তোমাদেব উভযেবই বক্ষক হইযা যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কব কার্য্য সংসাধন কবিতে হইবে, সুতবাং এই রূপে পবস্পব পবস্পবকে রক্ষা কবা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানু-

ষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না এবং গর্ত্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবা মাত্র ব্যথিত মনে অশ্রু বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম সুসমৃদ্ধ শস্যবহুল বৎস দেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

---

## ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস। জনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্য-

শূন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে, সীতার অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কষ্টে সৃষ্টে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভূমিতে শয়ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আজ মহারাজ অতি দুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে রাখিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর কামের অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিভ্রম এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় মূর্খও কি, আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্য্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত, আমাকে নির্ব্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই

কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি, সৌভাগ্য-মদে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দুঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এস্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। কৌশল্যা নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিদ্বেষ বশত অন্যায় আচরণ করিতে পারেন, বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষ প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লালন পালন করিলেন, বহু দুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তু সুখী করিবার সময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! লক্ষ্মণ! আমায় ধিক্ আমি জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম, অতঃপর আর কোন সীমন্তিনী যেন আমার ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সারিকা, মাতার সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শত্রুনির্য্যাতন করিবার কথাও শুনিতে পান, কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম! তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী, শর-নিকরে অযোধ্যা কি, সমগ্র পৃথিবীও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোকভয়

ও অধর্ম্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জ্জনে করুণমনে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায় হৃতবেগ সাগরের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আজ আপনি নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে, অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাঙ্কহীন শর্ব্বরীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এই রূপে দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত হইলে আমরাও বিষণ্ণ হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই বা কি, কিছুই অভিলাষ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবং অদূরে বটবৃক্ষ মূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া, সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য, তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে, তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

# চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া, বন প্রবেশ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভূবিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় দেশ এবং নানা প্রকার কুসুমিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিলে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে, বোধ হয়, ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহ-সঙ্ঘর্ষ-শব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। অদূরেই আশ্রম পদ, বনজীবিরা আশ্রম-বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপাঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন

করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা আমারই ভার্য্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার নিদেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অর্ঘ্য বৃষ নানাপ্রকার বন্য ফল মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম, তোমাকে যে অকারণ নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ক্ষেত্র, নির্জ্জন পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরম সুখে এই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোক সকল বাস করিয়া থাকে, বোধ হয়, তাহারা, আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে জানিলে, সততই গমনাগমন করিবে, এই কারণে এই স্থান আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে বিস্তর গোলাঙ্গুল, ভল্লূক ও বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জ্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশা যাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকূট গমনে আমাদিগকে অনুমতি করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! চিত্রকূটবাস সর্ব্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্ব্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুস্বর, ময়ূরের কেকাধ্বনি সততই শুনা যাইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে। মত্ত মৃগ ও হস্তিযূথ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ

স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইবে, এক্ষণে সেই শুভজনক সুখকর প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর।

---

## পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপে মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া, পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ এক বট বৃক্ষ আছে। উহার দল-গুলি হরিদ্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেষ্টিত, মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা কৃতা-ঞ্জলিপুটে ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর, আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, শল্লকী ও বদরীযুক্ত এবং যমুনা তীরজ অন্যান্য

বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায়। উহা অতি সুদৃশ্য ও বালুকাময়, এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই রূপে চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনকার নির্দিষ্ট পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মুনি যে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যমুনাভিমুখে চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীর দ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা ছেদন পূর্ব্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায় তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসন ভূষণ খনিত্র এবং ছাগচর্ম্মসংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায়

অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র গো ও শত কলশ সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এই রূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা-তটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রত কাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বট বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইহাঁর স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্পগুচ্ছ-সুশোভিত লতা, যাহা কিছু দেখেন, অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে তিনি সেই নির্ম্মল জলবাহিনী হংসসারসনাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গমন

পূর্ব্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

---

# ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে রাম, লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ শুন, বনের পক্ষি সকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদিনের পর্য্যটন-শ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকুটাভি-মুখে যাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দ্দিক দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ ভল্লাতক, বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধু-ক্রম লম্বমান রহিয়াছে। দাত্যূহ চীৎকার করিতেছে,

ময়ূর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ অদূরে চিত্রকূট পর্ব্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হস্তী সকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পরম সুখে বিহার করিব।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্ব্বতে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হয়, এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান, আইস, আমরা এই চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ রামের আদেশ মাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য

হইয়াছে, দেখিয়া রাম পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগবধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর, আমি স্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্ত্তও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্য্যে যত্নবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, রামকে কহিলেন আর্য্য! আমি এই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গৃহযাগ আরম্ভ করুন।

অনন্তর দৈবকার্য্যনিপুণ গুণবান রাম স্নান করিয়া যাগসমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তুশান্তি করিলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষ-প্রশমন নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দৈবকার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে, রাম প্রীতমনে বিধিপূর্ব্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা

যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বায়ুসঞ্চার বিরহিত মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকূট, এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

---

## সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদরাজ গুহ স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে রামের, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান, গুহ-প্রেরিত লোকমুখে এই সকল সম্যক জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞা ক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম নগর সরিৎ সরোবর এবং কুসুমিত

কানন সকল তাঁহার নেত্র-গোচর হইতে লাগিল। পরে শৃঙ্গ-বের পুর হইতে যে দিবস নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্ন কালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জন-শূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে নগরদ্বারে উপনীত হইয়া, শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ সুমন্ত্র আগমন করিতেছেন দেখিয়া "এক্ষণে রাম কোথায়?" কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গঙ্গাতীরে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রাম, আমায় অনুজ্ঞা করিলে, আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যা-গমন করিলাম, ইহার অধিক তাঁহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসিরা রাম গঙ্গাপার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে হা হতোস্মি বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমা-দিগের উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব, তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময়

স্ত্রীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, সুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনিতে পাইলেন এবং বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজ-প্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তৎকালে প্রাসাদ হইতে পুরনারীগণ সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুললোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা হর্ম্ম্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শোকাকুল মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হা! সুমন্ত্র রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আইলেন, জানি না, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিষেকে উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে যখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের, এবং মৃত্যুও সহজে হয় না।

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে প্রদীপ্ত হইয়া অষ্টম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে ম্লান হইয়া পাণ্ডুরাগ-শোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা

কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ। সেই দুষ্কর কার্য্যসম্পাদক রামের বার্ত্তাহারক বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইহাঁর সহিত আলাপ করিতেছ না? রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও। তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে অশঙ্কিত মনে ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে পতিত ও পতিকে অত্যন্তই বিষণ্ন দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতারা নৃপতির অন্তঃপুরে আর্ত্তরব উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, পুনরায় অযোধ্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

---

## অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি, রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধ রাজা দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচিরধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন রামের নিমিত্ত পরিতাপ এবং কখন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র ধূলিধূসরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন, সূত! ধর্ম্মপরায়ণ রাম তরুমূল আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দুঃখ তাঁহার যোগ্য নহে, কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁহার সহিত হস্তী পদাতি ও রথ যাইত, তিনি বনে কিরূপে কালাতিপাত করিবেন? অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল বাস করিতেছে, কাল ভুজঙ্গ নিরন্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কিরূপে তথায় থাকিবেন? হা! বল দেখি, তাঁহারা সুকুমারী জানকীকে লইয়া রথ হইতে কি রূপে পদব্রজে গমন করিলেন? সূত! তুমি তাঁহাদিগকে অরণ্য প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ কি কহিলেন?

সীতাই বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়ন অশন ও উপবেশন সকলই বল। আমি এই সকল শুনিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীলোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গল সমাচার নির্ব্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল নিবেদন করিয়া, আমি ধর্ম্মপথে যে অটল আছি, এই কথা কহিবে, আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্ম্মশীলা হইয়া যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি পরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্য্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত্র! তুমি জননীকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে বলিবে, তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত

করা অকর্ত্তব্য, অতএব তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরূপ কহিয়া দিয়া গলদশ্রু লোচনে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্ অপরাধে নির্ব্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক কিন্তু ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য্য রামের নির্ব্বাসন কৈকেয়ীর লোভ নিবন্ধন, বা বস্তুতই বরদান বশত ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আর বক্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধিলাঘব হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না, রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সকল লোকের হিত সাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। যিনি প্রজাগণের স্পৃহনীয় সেই ধার্ম্মিককে নির্ব্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তিনি কি রূপেই বা রাজা হইবেন।

মহারাজ! ঐ সময় জানকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতাবিষ্টচিত্তার ন্যায় অবান্তর কার্য্য সকল বিস্মৃত ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন, আমাকে কিছুই কহিলেন না, কেবল শুষ্কমুখে স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

## একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর আমি রাম ও লক্ষ্মণের বিয়োগ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আসিবার সময় আমার অশ্বগণ রামের বন গমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখিলাম, আপনার অধিকারে বৃক্ষ সকল

পুষ্প অঙ্কুর ও মুকুলের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী পল্লল ও সরোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লব সকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণি সকল নিস্পন্দ, হিংস্র জন্তুগণও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ব্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্পবাটিকা সকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে না এবং উপবনের রমণীয়তাও বিদূরিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি, তৎকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে রামকে না দেখিয়া, অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরস্ত্রী পুরমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া, রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিল এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া, অতিবিশাল ধবল জলধারাকুল লোচনে স্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। ঐ সময় দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কেইবা উদাসীন, ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসিরা বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে; কাহারই মনে হর্ষের লেশ মাত্র নাই, হস্তী অশ্ব পর্য্যন্ত দীনভাবে কাল যাপন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, যেন, নগরী পুত্রহীনা কৌশল্যারই ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীন-মনে বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি যখন পাপকুলোৎপন্না কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্ব্বাসন অঙ্গীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সুহৃৎ-গণের পরামর্শ না লইয়া স্ত্রীর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছা বশত এই কুল উৎ-সন্ন হইবে, এই জন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখন তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল, তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মুহূর্ত্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুট্মলদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! আমি অনাথের ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না

অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি। আমি রাম বিনা যে দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত্ত, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোল শব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্র কুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্ব্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপন্ন। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার অত্যন্তই অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বলিয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

---

## ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত ও মৃতকল্প হইয়া

সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আজ আমি তাঁহাদের বিয়োগ-যাতনায় আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও, যদি আমি তাঁহাদের অনুসরণ না করি, আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

তখন সুমন্ত্র, কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দুঃখাবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া, পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রান্তমনা হইয়া নির্জ্জন অরণ্যেও গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী পূর্ব্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেই রূপ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা, বালিকার ন্যায় অক্লেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাঁহার হৃদয় মন আসক্ত এবং রামেই যাঁহার জীবন আয়ত্ত রহিয়াছে, এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি নদী গ্রাম নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্মণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদায় সম্যক্ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহার ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া

আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই পর্য্যন্তই জানি, আর তিনি যে, কৈকেয়ীসংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না।

প্রমাদ বশত কৈকেয়ীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, সুমন্ত্র, তাহার আর উল্লেখ না করিয়া, কৌশল্যার যাহাতে তুষ্টি লাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্য্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশু-সদৃশী কান্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদলতুল্য আনন ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তকরাগশূন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং আজিও কমলকলিকাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবং নূপুর দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন, সবিলাসে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং সিংহ ব্যাঘ্র বা হস্তী যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে কিছুই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারাজ, আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অনন্ত কাল জীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া, পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তি লাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রকৃত কথায়

নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

---

## একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কৌশল্যা অবিরলগলিতজলধারাকুললোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকের সর্ব্বত্র তোমার যশ ঘোষিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য, এক্ষণে বল দেখি, তুমি, সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহারা সুখে প্রতি-পালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি সুকুমারী ও তরুণী, এখন কিপ্র-কারে শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জন সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া এখন কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহার করিতেছেন? তিনি গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া, এখন কিরূপে অশোভন সিংহের গর্জ্জন শুনিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দ-প্রদ মহাবীর রাম অর্গলসদৃশ ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিশ্বাসবায়ু পদ্মের ন্যায় সুগন্ধী এবং কেশপ্রান্ত অতি সুন্দর, হা! আবার

কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, যদি রাম পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গুণবান্, তৎকালে তাঁহারা সুধাসদৃশ সুস্বাদু অন্নও স্পর্শ করেন না। শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষদিগের অসহ্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ইঁহাদিগের পক্ষেও সেইরূপ। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য ভোগ করিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাঘ্র তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না, যে ব্যক্তি সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত পুরোডাশ কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ; সুতরাং রাম, হৃতসার সুরা সদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দূল যেমন পুচ্ছ মর্দ্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি, এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভীত

হন। লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, যে ধর্ম্মশীল তাহাদিগকে ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহু যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা সমুদায় প্রাণিকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুমি রামকে কখনই নির্ব্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি গতি, তন্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরগণের সর্ব্বনাশ করিলে, মন্ত্রিরা এক কালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম, এক্ষণে কেবল তোমার পত্নী ও পুত্রই সুখী হইবেন।

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, হা রাম! বলিয়া, দুঃখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

## দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

শোকাতুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, আপনার এই দুঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকন পূর্ব্বক, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমারবধরূপ যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পুত্রশোক ও মুনিকুমারবধজনিত দুঃখ তাঁহাকে যার পর নাই পরিতপ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও। যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি, তাহাও জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণালী যেমন বর্ষার জলধারা বহন করে সেই রূপ নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরথের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ। আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ হইবে, অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি, আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমায় ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি শোক অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, সহিয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল, রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে নিতান্ত নিরানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বৎসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয় মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল।

শোকাকুল রাজা দশরথও কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

---

## ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি মুহূর্তমধ্যে জাগরিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসননিবন্ধন, রাহু যেমন সূর্য্যকে আবরণ করেন, তদ্রূপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ রাজার মনকে আবৃত করিল। পুত্রনির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধ যামে মুনিপুত্রবধরূপ আপনার দুষ্কর্ম্ম তাঁহার স্মরণ হইল। সেই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! মনুষ্য, শুভ বা অশুভ যে রূপ কার্য্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রারম্ভে কর্ম্মফলের গৌরব লাঘব, দোষ গুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আম্রকানন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা দর্শনে ফললুব্ধ হয় বলিয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্ব্বোধ, আমিও আম্রবন ছেদন করিয়া, পলাশ বৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া

অনুতাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত কর্ম্মনির্ব্বন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতা বশত বিষপান করিলে বিষপ্রভাব কি বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেই রূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ পুষ্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রূপ না জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল, স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখা সকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গেরা বর্ষাকালে স্নাত ও পক্ষের উপবিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত-ময়ূর-শোভিত পর্ব্বত নিরন্তর নিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবত নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

দেবি! এই সুখময় কালে মৃগযাবিহারে আমাব ইচ্ছা হইল। তখন আমি বাত্রিযোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শব শবাসন গ্রহণ ও বথাবোহণ পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকাবে চতুর্দ্দিক আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে কবিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিযা আমাব নিশ্চযই হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ কবিবাব নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিযা ভুজঙ্গের ন্যায ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শব তূণীব হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ কবিলাম। শব পবিত্যক্ত হইবামাত্র এক জন বনবাসীব হাহাকাব সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শবে মর্ম্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইযা কহিলেন, আমি এক জন তাপস, কি কাবণে আমাব উপব শস্ত্র নিপতিত হইল! আমি রাত্রিকালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিযাছিলাম, এ সময় কে আমায় শব প্রহাব কবিল? কাহার কি অপকাব কবিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ কবিযা থাকি, যাহাতে অন্যেব ক্লেশ জন্মে, এমন কার্য্য কখন করি না, সুতবাং আমাব প্রতি শস্ত্র প্রযোগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে জটাভাব বহন কবিতেছি, বল্কল ও চর্ম্মই আমাব পরিধান, আমাকে বধ কবিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কি ক্ষতি কবিযাছিলাম? যেমন গুরুদাব গমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল কার্য্যও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রাণ নাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না আমার বিনাশে

আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার যে দুর্দ্দশা হইবে, তন্নিমিত্তই দুঃখিত হইতেছি। আমি তাঁহাদিগকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে দিন-পাত করিবেন? হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন লুব্ধস্বভাব বালক কে আছে যে, আমাদিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে মুনিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হস্ত হইতে শর কার্ম্মুক ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নির্বীর্য্য হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিলাম, সরযূতীরে এক জন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং জলপূর্ণ কলশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন, কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, পিতা মাতার নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণ নাশ করিলে। তাঁহারা দুর্ব্বল অন্ধ ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এই-রূপ প্রত্যাশায় আছেন, এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকি-বেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই

নাই। আমি যে ভূতলে পতিত ও শযান রহিযাছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি স্বযং অশক্ত এবং অন্ধত্ব নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটি বৃক্ষ বাযুবেগে ভিদ্যমান হইলে আর একটি বৃক্ষ তাহাকে কি রূপে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বযংই আমার পিতার নিকট গিযা এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত কর। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন। তুমি এই সূক্ষ্ম পথ দিযা যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইযা যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদী-বেগ যেমন অন্তঃস্ফীত বালুকা-বহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেইরূপ তোমার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিযা লও।

দেবি! ঋষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, যদি শল্য থাকে, অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উত্তোলন করি, এখনই প্রাণ বিযোগ হইবে; এই ভাবিয়া আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও দুঃখিত হইলাম।

অনন্তর মুনিকুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইযা পড়িলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ হইল। তিনি আমাকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৈর্য্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন এবং শোক সংবরণ পূর্ব্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া তোমার মনে যে সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে। মুনিকুমার কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। আমিও যার পর নাই বিষণ্ণ হইলাম।

---

## চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দেবি! অজ্ঞানত এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় কি, তৎকালে আমি একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কলশ লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় দুর্ব্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাঁহারা পুত্রের কথা

আন্দোলন করিতেছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্রই শ্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! আমি একেত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রম-প্রবেশ করিবামাত্র আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস। তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ত্বরিত পদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্নিমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বৎস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না।

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদ্গদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে, আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্নসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্য্য করিয়া এক্ষণে অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হইয়াছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে জলপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে কোন জন্তুই আসুক, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার

বাসনায়, শরাসন হস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জল মধ্যে কুম্ভপূরণ রব আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী আসিয়াছে মনে করিয়া, আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, এক জন তাপসের বক্ষে শরবিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি, পিতা মাতা বৃদ্ধ বলিয়া, শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনকার পুত্র বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে যা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করাইবা মাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না, কহিলেন মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্য্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খলিত হইয়া পড়িত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, অনার্য অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা, জ্ঞানকৃত হইলে, উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ লোকের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক শস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জীবিত রহিয়াছ, যদি জানিয়া করিতে, তাহা হইলে কেবল

তুমি নও, স্ববংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিত-লিপ্ত-দেহে স্খলিতবল্কলে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সরযূতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃত দেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা তদুপরি পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্ম্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ করিলে না? আমি অতঃপর রাত্রিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধুর শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্র-শোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, আর কে সন্ধ্যা বন্দনাবসানে হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক আমায় স্নান করাইবে। আমি একান্ত অকর্ম্মণ্য দরিদ্র ও সহায়হীন, এক্ষণে বন্য মূল ফল আহরণ পূর্ব্বক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বৎস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ মাতাকে কিরূপে ভরণ পোষণ করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্ত্ত অনাথ ও দীন হইলাম, তোমা বিহনে আমাদিগকেও অচিরাৎ মৃত্যুর পথ-

আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমদিগকে ভরণ পোষণ করুন, তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে বীরলোক লাভ কর। বীর পুরুষেরা সমরপরাঙ্মুখ না হইয়া সম্মুখযুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিলে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ এই সকল কার্য্যে যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নির যে গতি, সকল প্রাণির যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অশুভ গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস! যে তোমাকে বিনাশ করিল, ঐ প্রকার গতি তাহারই হইবে। এই বলিয়া মুনি; পত্নীর সহিত জল লইয়া, পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্ম্ম প্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি

আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া দিব্য স্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব না করিয়া, আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া মুনিকুমার সুপ্রশস্ত দিব্য বিমান-যোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর তাপস, ভার্য্যা সমভিব্যাহারে, পুত্রের উদক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর, আমার সবে মাত্র এক পুত্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, সুতরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকটিকে নষ্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং এইক্ষণে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পর্শিতেছে না বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্র বিয়োগদুঃখে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে।

মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়া, ভার্য্যার সহিত বহু-বিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত, চিতায় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া, আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, চিন্তা সহকারে তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ফলিত হইল। উদারাশয় ঋষি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ, ভীতমনে গলদশ্রু লোচনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে, আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর, দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইবে না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং যদি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও, এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া, কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ পুত্রই বা নির্ব্বাসনের আদেশ পাইয়া, পিতার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন না করে। দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে এই সকল যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ রামের অদর্শনশোক আমার প্রাণ শুষ্ক করিতেছে। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। রামের লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্রূযুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাসিকা অতি মনোহর, যাঁহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য, তাঁহারাই সেই শারদীয় শশাঙ্কতুল্য, প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন।

যাহারা উচ্চ স্থানস্থ শুক্র গ্রহের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবান। কৌশল্যে! মোহ বশতঃ আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয়সংযোগে শব্দ স্পর্শ রস কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল শূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপবর্ত্তি যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন নদীতীরকে নিপাতিত করে, সেইরূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা রাম! হা দুঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! আর যে দেখিতে পাই না। হা সুমিত্রে! হা নৃশংসে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তুই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, প্রাণত্যাগ করিলেন।

---

## পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া

প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূত-পূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণ কলসে হরি-চন্দন-সুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্য কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক, এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপ-তির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষণ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন, সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে নানা-প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে সকল মহিষীরা রাজা দশরথের শয্যাসন্নিধানে ছিলেন, তাঁহারা মৃদু ও বিনয় বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয় হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবন অত্যন্তই শঙ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতগর্ত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তৎ-কালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মিল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সঙ্কোচন পূর্ব্বক রাজার পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত রহিয়াছেন। সুমিত্রার মুখকমল নেত্রজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ব্ববৎ আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যূথপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চেতনা লাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, হা নাথ! এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত হইয়া আকাশচ্যুত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপুরের সকলে দেখিলেন, যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্ত্তৃশোকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের রোদন শব্দ কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই তুমুল রোদন ধ্বনি, আত্মীয় স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই, এবং দৃশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহিষীরা রাজা দশরথের মৃত দেহ পরিবেষ্টন এবং

তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক করুণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

---

## ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জ্জন দিয়া তদ্গতমনে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও দেহত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গহীনার ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন্ নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্ন করিলে, ইহার মূলই কুব্জা, লুব্ধ ব্যক্তি লোভ বশত অপরের বিষপান করিয়া, আত্মহত্যাদোষ বুঝিতে পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এ কথা রাজর্ষি জনক শুনিলে আমারই

ন্যায় পরিতাপ করিবেন। আমি যে অনাথা বিধবা হই-য়াছি, আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে মৃগ পক্ষিগণ নিশাকালে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া, সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার ঐ একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চ-য়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই হউক, আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুঃখিত-মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, অমা-ত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপন পূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাত্যগণ, তৈল-দ্রোণি মধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া, মহিষীরা তাঁহার মৃত্যু অবধারণ পূর্ব্বক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া, বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক দীনমনে গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম, অতঃপর রামশূন্য হইয়া দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর

নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, আমরা কিপ্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া, জানকীর সহিত রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? মহিষীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর ন্যায়, নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীরা হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, চত্বর ও গৃহ সমুদায় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশ মাত্র রহিল না। ইত্যবসরে দিনকর করনিকর সংকোচ করিয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন এবং রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া উপস্থিত হইল।

---

## সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর দুঃখের সেই সুদীর্ঘ রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, বামদেব, কশ্যপ, গৌতম

এবং মহাযশা যাবালি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজসভায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্য্য-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, তপোধন! রাজা দশরথ পুত্রশোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সহগামী হইয়াছেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নও রাজগৃহে মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এই অবস্থায় ইক্ষ্বাকু বংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায় মেঘ বিদ্যুতমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জ্জন সহকারে বর্ষণ করে না, বীজ রোপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্য্যা ভর্ত্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট ত হইয়াই থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক, তাহার আর অসম্ভাবনা কি? দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহনির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না, যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন, ধনবান যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না, উৎসব বিলুপ্ত, ও নট নর্ত্তক নিশ্চিন্ত হয় এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়।

অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন, পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন, রমণী সকল গাত্রে মিলিত ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না, গোপালক কৃষকেরা কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শয়ন করে না, এবং বিলাসিরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হন না। অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীর পুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না, অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে, রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়, বিশালদশন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না, কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য মোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরু রাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না, যাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না, অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক

রাজ্যও তদ্রূপ। এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কুলীনদিগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচার সম্পন্ন রাজা, যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য্য উচ্ছিন্নপ্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্য্যালোচনা করিয়া, আপনি কুমার ভরত বা অন্য যাহাকেই হউক অভিষিক্ত করুন।

# অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহা-দিগকে এবং মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন. এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহাদিগকেই আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হই-লেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, তিনি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন এই কয়েকজন দূতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্যানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, তুমি বিলম্ব না করিয়া এস্থান হইতে নির্গত হও, কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন একটী কার্য্য উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় গিয়া রামের নির্ব্বাসন ও রাজার মৃত্যু, এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁহাকে কদাচই শুনাইও না।

অনন্তর দূতেরা কেকয়দেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক বেগবান অশ্বে স্ব স্ব আবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগী কার্য্যবিশেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনা পুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফুল্লকমলসুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলীলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্য্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল। ঐ নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে এবং উহার জল অতি নির্ম্মল। দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রম পূর্ব্বক উহার পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটী গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং ঐ নদীতীরে অঞ্জলিজলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন পূর্ব্বক, বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া, সুদামন্ পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর যে এক পদচিহ্ন ছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী দীর্ঘিকা তড়াগ পল্বল ও সরোবর এবং সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও নানাপ্রকার মৃগ দেখিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যটননিবন্ধন উহাদের বাহন সকল একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত

হইয়া পড়িল, রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রীতি সম্পাদন প্রজাগণের রক্ষা সাধন এবং রাজ-কার্য্যে ভরতের হস্তাবলম্বন এই কএকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়দ্দুর যাইয়া, গিরিব্রজ * নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

---

## একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রাত্রিতে দূতেরা নগর প্রবেশ করিল, সেই রাত্রিশেষে ভরত একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া, তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত, সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভরত ঐ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্যপরিহাস কিছুতেই হৃষ্ট হইলেন না।

অনন্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

* গিরিব্রজ রাজগৃহেরই নামান্তর মাত্র।

বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে অদ্য মনের এইরূপ আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রি-শেষে স্বপ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি এক পর্ব্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হ্রদে ভাসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অধঃশিরাঃ হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন পূর্ব্বক তৈলাক্তদেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদায় বিশ্ব গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি অকস্মাৎ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্ব্বত সকল ধ্বংস এবং বৃক্ষ সমুদায় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণ-লৌহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিঙ্গলদেহ প্রমদা সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন; রক্তবসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতাননা রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষ্মণ,

যে কেহ হউন, এক জনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। 'স্বপ্নে, যে মনুষ্যকে গর্দ্দভ যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎই তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে।' বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া, তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও অসুস্থ হইয়াছে। আমি আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ ভয়-সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

---

# সপ্ততিতম সর্গ।

রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা পরিশ্রান্তবাহনে সুদৃঢ়অর্গল-সম্পন্ন সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, কেকয়রাজ ও যুধাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সংকারে সবিশেষ

প্রীত হইয়া, ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, ‘কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে’। এক্ষণে আমরা বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত, বশিষ্ঠপ্রেরিত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, দূতগণ! মহারাজ ত কুশলে আছেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আমার প্রাজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরী মাতাই বা কিরূপ? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তখন দূতেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের ত্বরা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন, মহারাজ!

দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকট যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল কহিও, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয়রাজ, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি গুণবান বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দ্দভ দিলেন। কিন্তু ভরত গমনত্বরা বশত, তৎকালে কেকয়রাজ-প্রদত্ত ধন লাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন এই দুই কারণে তিনি যার পর নাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্ত্যশ্বসঙ্কুল লোকবহুল রাজপথ অতিক্রম পূর্ব্বক, মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে

সম্ভাষণ ও শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র গো অশ্ব ও গর্দ্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসমূহে পরিরক্ষিত এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

---

## একসপ্ততিতম সর্গ।

মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া, অপরপর্ব্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল, সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া, সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া,

চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা * সরস্বতী-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দীতীরে গিয়া, সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক, পরিশ্রান্ত অশ্ব সকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও তন্মধ্যে স্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ যমুনার জল পান ও কলশে গ্রহণ করিয়া, নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্ব্বক, তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া, প্রাগ্বট পুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া, কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে

* ঐ স্থানে সীতা নামে গঙ্গার এক শাখা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই গঙ্গা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া, একাকী দ্রুত-গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া বহুসংখ্য পার্ব্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতেছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শাল-বন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

ভরত, সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দেখ, আজ এই যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষির যত্নে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতেছি, ইহার মৃত্তিকাও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই নগরীতে নরনারীগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দিকে শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পূর্ব্বে বিলাসীরা ইহার যে সমস্ত উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া, প্রাতে নির্গত হইত, সেই সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া, যেন রোদনই করিতেছে। সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি। এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ব্ববৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না। লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে

বলিয়া, যে সকল উপবন বিহারকালে সর্ব্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতি-পথের বৃক্ষ হইতে পত্র সকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও মত্ত মৃগগণের মধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। নির্ম্মল বায়ু, চন্দন অগুরু ও ধূপে সুগন্ধী হইয়া পূর্ব্ববৎ বহন করি-তেছে না, কি কারণেই বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই অশুভসূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয় স্বজ-নের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু, অমঙ্গলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বার-পালেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহা-দিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থির চিত্তে যাইতে লাগি-লেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে কহিলেন, সূত! দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার অন্তরে সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশই অধীর হইতেছি, রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল আকারই চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাস্তু সকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতি-গৃহের কপাট উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, সমুদায় হতশ্রী, দেবতাদির

বলি ও ধূপবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্পমাল্যে অনলঙ্কৃত, উহার অঙ্গনও পরিষ্কৃত নহে। দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্য-বিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়বিক্রয়ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া, বণিকেরা আপণ সকল রুদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতাম, আজ তাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মৃগ ও পক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিন্তিত দীনবদন অশ্রুপূর্ণলোচন মলিন ও কৃশ দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

---

# দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

তিনি পিতৃগৃহে পিতার দর্শন না পাইয়া, মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া, প্রফুল্লমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস!, বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নির্গত হইয়াছ? দ্রুতগতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি সুখে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনবস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে বাহনেরা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্ত্তাহারকেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন করিবার স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক শূন্য, ইক্ষ্বাকু কুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন, পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ

আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না, ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে কাল-যাপন করিতেছেন?

তখন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন বৎস! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহারাজ জীবসাধারণের যে গতি, এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া, হা হতোস্মি বলিয়া, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিত-মনে কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে নির্ম্মল চন্দ্র যেমন নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেইরূপই সুশোভিত ছিল; আজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত, বসনে বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সূর্য্যচন্দ্র সঙ্কাশ মাতঙ্গ সদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত্ত পুত্র ভরতকে অরণ্যে কুঠারছিন্ন শালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ? গাত্রোত্থান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধু-লোকেরা কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি

শ্রুতি, শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্য্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া, শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অম্ব! পিতা আর্য্য রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপস্থিতি কালে পিতা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন? সেই কীর্ত্তিমান রাজা, আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আমার অঙ্গ ধূলিধূসর হইলে, যে সুখস্পর্শ হস্ত মার্জ্জনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বলিতে কি, যাঁহারা পিতার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক, মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাঁহার কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্য্যে! অন্তকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যনিরত, দৃঢব্রত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস। তোমাব পিতা 'হা রাম।' হা লক্ষ্মণ! হা সীতা।' কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যু-পাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এই মাত্র কহিলেন, যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য।

ভবত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া, বিষণ্নবদনে পুন-র্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাম, এক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেয়ী, রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, বৎস! সেই রাজকুমার চীর পরিধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভবত আপনার কুলনিয়ম সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, মাতঃ। রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কি কাহারো ক্ষতি করিয়াছেন? পরস্ত্রীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বল, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রজ্ঞাভিমানিনী চঞ্চলা জননী, স্ত্রীস্বভাব নিবন্ধন পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাম ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্ত্রীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতির

নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম, সৌমিত্রি ও সীতার সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয় পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহপাত করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর, আমি কেবল তোমারই নিমিত্ত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোক সন্তাপ বিসর্জ্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিয়া, রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

---

## ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

তখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, হা! আমি পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে আর কি হইবে? পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর

যেন ক্ষার প্রদান করিয়াছিস্। তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রিস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলি। আমার পিতা না বুঝিয়াই অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস্। মহারাজ আজ তো হতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল্, তুই কি কারণে আমার ধর্ম্মবৎসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। ধর্ম্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্ব্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই পুত্রকে অক্ষুব্ধমনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস্! রাম সাধুদর্শী যশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, আমি রামকে কি রূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিস্ নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এত দূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস্। এক্ষণে আমি পুরুষপ্রধান রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া, কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইব। সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ব-শিখরসঞ্জাত বন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে আশ্রয় করিতেন। সুতরাং আমি প্রবলধৃত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব? যোগপ্রভাব বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না।

এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্য্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত এই পাপ বুদ্ধি কি রূপে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্ম্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস্। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষত ইক্ষ্বাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই, সেই সকল ধর্ম্মরক্ষক কুলাচার প্রতিপালকদিগের চরিত্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল্ দেখি, এইরূপ গর্হিত বুদ্ধিভ্রংশ কিরূপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুইই আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস্, আমি কোন মতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

---

# চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ।

তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, নৃশংসে ! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, দূর হইয়া যা। তুই অধর্ম্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্ম্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জন্য একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস্, তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তো হতেই পিতা দেহ-ত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমি ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু। পতিঘাতিনি। দুর্ব্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস্ না। তোরই জন্য কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস্, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছিস্। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন এবং লোকের

ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্ম্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্র-বিহীন করিয়া, বল্ দেখি, আজ কোন্ নরকে যাইবি ? ক্রূরে ! সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য আর্য্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস্ না ? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত্র, হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে সঞ্জাত হয়, এই জন্য সে যে, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় অপেক্ষা মাতার অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন এক সময়ে সুরপ্রভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র বলীবর্দ্দ, পৃথিবীতে হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত হল বহনে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতন প্রায় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সুরভি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির ঐ সূক্ষ্ম সুগন্ধি বাষ্পবিন্দু সহসা নিপতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, আকাশে সুরভি শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি! দেবগণের ত কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই ? এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে ?

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, সুররাজ ! অমঙ্গল দূর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ্দ, উন্নতানত ভূমিতে

অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে উহারা কৃশ, জলভাবপীড়িত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুরাত্মা কৃষক উঁহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই, এক্ষণে উহাদিগের দুরবস্থায় আমি যাঁর পর নাই পরিতপ্ত হইতেছি। দেব-রাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই।

যাঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া, পুত্রকে অধিকতর প্রিয় বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ্, যাঁহার পুত্র অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং কৌশল্যা যে, রাম ব্যতিরেকে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র, কিন্তু তো হতেই তিনি নিঃসন্তান হইয়াছেন, বলিতে কি, এই পাপে তোরেও অচিরাৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, আর্য্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাপকার্য্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণ-ত্যাগ কর্, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা

রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বস্ত্র শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

---

## পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত বহুক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে দুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অমাত্যগণ মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা করি না এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য্য রাম, যেরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত নহি।

যখন ভরত জননীকে ভৎ'সনা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা, তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। ভরত দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিতদেহে যথায় ভরত সেই স্থানে চলিলেন। ঐ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, সুবর্ণবর্ণ-নাভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নিহোত্র লইয়া পরম সুখে তথায় যাত্রা করি। কিম্বা, বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ববহুল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভৎ'সনা করিলে, ক্ষত স্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া

রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী, আপনি অকারণ কেন আমায় ভৎর্সনা করিতেছেন? আর্য্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না? এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়, সে পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকুক, সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক, কর্ম্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, পুত্রনির্ব্বিশেষে যে রাজা প্রজা-দিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে দুরাচার তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার করুক এবং যিনি ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন, তাঁহার যে অধর্ম্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া যে তাহার অপলাপ করে, উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক, সে যেন হস্ত্যশ্বসঙ্কুল শস্ত্রসমাকুল সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, বুদ্ধিমান আচার্য্য যে সূক্ষ্মার্থ শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দুর্ম্মতি তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলুক, এবং সে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালস্কন্ধ সূর্য্যচন্দ্রসঙ্কাশ মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত যেন জীবিত না থাকে। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ

শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন করুক, গুরুলোকের অবমাননা নিন্দা ও মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হউক, কেহ বিশ্বাস বশত কাহারও কোন অপযশের কথা কহিলে ঐ দুর্ম্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকুলের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে স্বগৃহে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করুক, অনুরূপ ভার্য্যা না পাইয়া এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হউক; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লৌহ মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে প্রবৃত্ত হউক, অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হউক, উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্ম্মদৃষ্টি না থাকে, সে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক, তাহার যা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক, উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে, তাহার যে পাপ, ঐ দুরাচার তাহাই অধিকার করুক, অগ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে

তাহাই প্রাপ্ত হউক, ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতা মাতার যেন শুশ্রূষা না করে, সে আজি সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্ত্তি এবং সাধুজনসেবিত কার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হউক, নানা প্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে; সে বহু পোষ্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করুক এবং যে সমস্ত যাচক, মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দীনভাবে স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্য্য! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্ম্মিক, রুক্ষ-স্বভাব খল অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ঋতু স্নানানন্তর সন্নিহিত হইলে ঐ দুর্ম্মতি তাহাকে উপেক্ষা করিবে, আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইবে, সে বিপ্রগণের অর্চ্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎসা ধেনুকে দোহন করুক, সে ধর্ম্মানু-রাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপত্নী পরিহার পূর্ব্বক পরদারে আসক্ত হউক, যে পানীয় জল দূষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক, জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপাসার্ত্তকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, যাহারা শাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক। রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া

পতিপুত্রহীনা আর্য্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দুঃখিতমনে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর শোকার্ত্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিলে, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্য ক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধু লোক প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কৌশল্যা, ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে অঙ্কে গ্রহণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক ব্যকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রবল শোক ও মোহ প্রভাবে ভরতেরও মন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল।

---

## ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত, বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন, তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন। অনন্তর ভরত নানাবত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি, আর্য্য রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া কি অকার্য্যই করিয়াছেন? আমি রামশূন্য হইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকান্তর হইয়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায় যত্নবান্ হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন এবং নগরীও শশাঙ্কহীন শর্ব্বরীর ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমার! দশরথের যে সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, আচার্য্য ঋত্বিক ও পুরোহিতদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতে লাগিলেন। অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণ পূর্ব্বক বাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহুসংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুরু ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় আগমন পূর্ব্বক শোক সন্তপ্ত মনে ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণ-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণ পূর্ব্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাষ্পাকুললোচনে পুর প্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

## সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দশাহ অতীত হইলে ভরত, শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া, পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও যান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলন পূর্ব্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত। আপনি, যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাং আপনি আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপনি বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত, যথায় দশরথের অস্থি সকল দগ্ধ হইয়া দেহ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধ্বজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে

উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাত্যেরা ভর্ত্তৃবিয়োগশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে যে শোক সাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম! পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, আপনি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ভোজন, বসন, ভূষণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না? হা! পিতার লোকান্তর লাভ হইয়াছে, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণ ধারণের সামর্থ কি? আমি হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিব, ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্চয়ই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শত্রুঘ্নের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষণ্ণ ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্ত্বপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার!

আজ ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কাল বিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি নির্ব্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থাপন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানা প্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুজল মার্জ্জনা করত আরক্ত লোচনে গাত্রোত্থান করিয়া, বর্ষা ও উত্তাপ প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

---

## অষ্ট সপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন শোকার্ত্ত ভরতকে রামের সন্নিধানে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া কহিলেন, আর্য্য!

সঙ্কটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিল? আর্য্য লক্ষ্মণ মহাবল পরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উহাঁকে কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত ও ভূষণে বিভূষিত করিয়া রজ্জু-বদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপ-কারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া, নির্দ্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যাহার নিমিত্ত রামের বনবাস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা, এক্ষণে তোমার যা অভি-রুচি হয়, তাহাই কর।

শত্রুঘ্ন, ভরতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দুঃখিতভাবে অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুহকিনী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে মর্ম্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ, এখনই এই ক্রূর কার্য্যের ফল ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি সেই সখীজনপরিবৃতা কুব্জাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করি-লেন। কুব্জা আর্ত্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহার সখীরা যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ

দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয় ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধর্ম্মিষ্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই, এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্খলিত হইয়া পড়িল। স্খলিত ভূষণে সুশোভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে তাহাকে গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের কথায় যার পর নাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না।

শত্রুঘ্ন ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত

হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শত্রুঘ্নের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

---

## একোনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রত্যূষে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদিগের গুরুতর গুরু ছিলেন, সেই মহীপাল, রাম ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও, এই রাজ্য অরাজক হইয়াও অমাত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে কদাচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রিরা পৌরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

তখন ভরত অভিষেকের দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার, তদ্বিষয়ে আমায় অনুরোধ করা

তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য তৎসমুদায় অগ্রে করিয়া লইব এবং বন মধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব না। এক্ষণে শিল্পিরা আমার বন গমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে সমস্ত ভূমি অত্যন্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদায় সমতল করিয়া দিক এবং যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, এইরূপ রক্ষক সকল সমভিব্যাহারে চলুক।

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্য দানের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমার শ্রীলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও রক্ষকদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

---

# অশীতিতম সর্গ

অনন্তর সূত্রকর্ম্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, অববোধক, স্থপতি বর্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরু লতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এবং অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানা স্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কঙ্কর চূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জল-নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদি-পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, পক্ষী সকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কুট্টিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দন-জলে সংসিক্ত, কোথায় কুসুম সমূহে অলঙ্কৃত, কোথাযও বা

পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফলবহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদায় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দ্দিক ধূলিধূষরিত সগর্ত্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্ম্মিত হইল। ফলত তৎকালে ঐ সকল নিবেশ শিল্পিগণের প্রযত্নে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নির্ম্মল ও মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী অবধি ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

---

## একাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্ব্বরাত্রির শেষ ভাগে সূত ও মাগধেরা মঙ্গল প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ড দ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। তূর্য্যঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণ পূর্ব্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মমূলা রাজশ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত যার পর নাই পরিতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা দীনমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে

সুরসভাসদৃশ সুবর্ণ-নির্ম্মিত মণি-খচিত সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও যোদ্ধৃগণের সহিত ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদিগের আগমনে চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া, রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনাগসঙ্কুল সুবর্ণবহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া, পূর্ব্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল, সেই রূপই পরিদৃশ্যমান হইল।

## দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ধীমান, ভরত সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে সকল আর্য্য আসনে উপবেশন

করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বস্ত্র ও অঙ্গরাগ প্রভায় উহা উদ্ভাষিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত শারদীয় শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্ম্ম সাধন করিয়া, এই ধনধান্য-বতী বসুমতী তোমায় অর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তাঁর নিদেশানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুক।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কলহংসস্বরে বাষ্পগদ্গদ-বচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনু-ষ্ঠান ও অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীল ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরূ-পেই বা আমি, রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভয়ই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহুষ-সদৃশ আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে

যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এস্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে না পারি; তবে তাঁহার ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় অবস্থান করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভূতিক কর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্য-যাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র পুলকিতচিত্তে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া

অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিণীরা এই সংবাদ পাইয়া ভর্ত্তৃগণকে হৃষ্টমনে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্যদিগকে অশ্ব, গোযান ও মনোবেগ রথে আরোপণ পূর্ব্বক ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্টঅশ্ব-যোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুনরায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর, আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এস্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া, সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রকৃতিপ্রধান ও সুহৃদ্‌গণকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। প্রতিগৃহে সকলেই উদ্যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দ্দভ ও রথ সকল যোজনা করিতে লাগিল।

## ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, ভরত রথে আরোহণ করিয়া রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে

মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টি সহস্র রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী বীর পুরুষেরা তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আর্য্যেরা যাত্রাকালে পুলকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য্য কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসিরাও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন্ সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিরাস করেন, সেইরূপ তিনি দৃষ্ট মাত্রই আমাদিগের শোক সন্তাপ অপনীত করিবেন। ইহাঁদিগের পশ্চাৎ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মার, * মায়ূরক, † ক্রাকচিক, ‡ বেধকার, রোচক, § দন্তকার, ‖ সুধাকার, ¶ গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, $ স্ত্রীগণের সহিত নট, ও কৈবর্ত্তেরা সুবেশে শুদ্ধ বসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত

---

* কামার।
† যাহারা ময়ূরপিচ্ছ দ্বারা ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে।
‡ করাতি
§ যে কাচাদি প্রস্তুত করিতে পারে।
‖ যে হস্তিদন্ত দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য গড়িয়া থাকে।
¶ যে চূর্ণ লেপন করিয়া দেয়।
$ দর্জ্জী।

অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গোযানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণও অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্ত্যশ্ব রথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থান শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে বাস করিয়া আছেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভরতের অনুযায়িনী সেনা ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর তীর আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্য-গণকে গমনে উদ্যোগশূন্য দেখিয়া এবং পুণ্য-সলিলা গঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্য সকল সন্নিবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গস্থ মহারাজের পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণ-যুক্ত সৈন্য সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যব-স্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

## চতুরশীতিতম সর্গ।
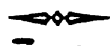
এদিকে নিষাদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্য সকলকে সন্নিবিষ্ট ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার * ধ্বজ উচ্ছ্রিত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্ব্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্ব্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমারা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর সৈন্য আজ নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে

---

* রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।

এই রূপ অনুমতি করিয়া, মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয় সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ, দণ্ডকারণ্যবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। সুমন্ত্র এই কথা কহিলে, ভরত তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্টমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহবিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমন-সংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য-সুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

# পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ভরত কহিলেন, গুহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ, বল এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রযানকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ সংকল্প করিয়া রামের নিকট চলিযাছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই বলবৎ করিয়া দিতেছে।

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্ম্মল ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ! যে কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখন না আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, এক্ষণে আমি তাঁহাকে বন হইতে প্রত্যানযন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি, ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট

হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অগতপ্রসুলভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য, এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন ভরত নিষাদপতির পরিচর্য্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তাজনিত শোক সেই চিরসুখী ধর্ম্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানলশোষিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিন্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্য্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উঁহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শোকরূপ শৈল তাঁহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার—অখণ্ড শিলা, নিঃশ্বাস—ধাতু, বিষয়বিরাগ—বৃক্ষ, দুঃখ ক্লেশ—শৃঙ্গ, মোহ—বন্যজন্তু, এবং সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তৎকালে তিনি মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া, যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তিনি রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন নিষাদরাজ ভরতের এইরূপ অবস্থা

দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

---

## ষড়শীতিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সদ্‌গুণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্মণকে শরশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রামের রক্ষা বিধানার্থ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলাম, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্ব্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইঁহার প্রসাদে ধর্ম্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি বলিয়া, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই। যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে

অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখ-ভোগেরত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না, দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারিগণ আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসি-গণের বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্ব্বনাশ হইল সর্ব্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে

আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম সুখে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব!

লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া যান।

---

## সপ্তাশীতিতম সর্গ।

মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত, গুহের নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই

চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল দুঃখিত হইয়া, আশ্বাস লাভ পূর্ব্বক অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা শোকভরে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ ভর্ত্তৃবিরহ-পরিতাপিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে কহিলেন, বৎস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম, লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই এক-পুত্রার পুত্র, ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্ত্ত মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাদরাজ! আর্য্য রাম কোথায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গুহ

প্রিয় অতিথি রামের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফল মূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুরবরূপ উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদায় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন, এবং তৎকালে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন, সখে! সর্ব্বদা দানই আমাদিগের কর্ত্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবী হইতে জল আনয়ন করিলে, তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মণ শীঘ্র কুশ আহরণ করিয়া, রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্য্যার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলিত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দ্দিক রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করি।

# অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ভরত, নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শন পূর্ব্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। যিনি চর্ম্মাস্তরণকল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কুটাগার, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম, এবং সুবর্ণভিত্তিশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুলমুখরিত শুভ্রমেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান্, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহরাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না।

এই আমার ভ্রাতা রামেব শয্যা ; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চযই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌশেয বসনেব তন্তু সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই।—হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকাবক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখ ভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শযন করিতেছেন। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কটকালে তাঁহাব অনুসবণ করিযাছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম।—হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবলরক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্ত্যশ্ব সকল উন্মুক্ত,

সৈন্য সমুদায় বিষণ্ণ, আজ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া, তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া, নানা প্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

## একোননবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত, ঐ গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে উত্থিত হইয়া অবিলম্বে নিষাদপতি

গুহকে আহ্বান কর। তিনি আসিয়া আমার সৈন্য-দিগকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে সুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ? সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহ! শর্ব্বরী সুখে অতিযোগে আমাবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক্।

গুহ, ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিব, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন নিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উত্থিত হইয়া চারিদিক হইতে পাঁচশত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা সকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণ-খচিত ও পাণ্ডুবর্ণকম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গল বাদ্য বাদন করিতেছিল। গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিয়াছিলেন, পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ

প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়াণ-কালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নি প্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্য দ্রব্য তুলিতে লাগিল, অনেকে তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানা প্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের তুমুল কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর নৌকা সকল আরোহিদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পর পারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কোন খানিতে স্ত্রীলোক, কোন খানিতে অশ্ব এবং কোন খানিতে বহুমূল্য শকট ও বলীবর্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকায় চিত্রগমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডধারী মাতঙ্গেরা আরোহিপ্রেরিত ও সন্তরণপ্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইল। তৎকালে কেহ নৌকা, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ, এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাজের তপোবন এক ক্রোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত, বনমধ্যে সৈন্যদিগকে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে সন্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া, ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

## নবতিতম সর্গ।

যাত্রাকালে ভরত, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিযা কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করিযা মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রীদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠের সহিত আগমন নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরথের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য ও বিবিধ ফল মূল প্রদান পূর্ব্বক, অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া, অগ্নি শিষ্য বৃক্ষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশা মহর্ষিও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামস্নেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রসব

করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত, ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য্য ঘটিবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, এবং আমায় এই রূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণ বন্দনা ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি, আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া, আমার প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই গুরুসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎপথে প্রবৃত্তি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া, তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত, ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি রামকে জানি; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিবে, অদ্য আমার এই

আশ্রমে অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

## একনবতিতম সর্গ।

অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা এই ত আতিথ্য করিলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলমূলে প্রীত হইয়াছ, এবং যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এস্থানে আইলে? কি কারণেই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের অধিকার যত্নপূর্ব্বক

পরিহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমত্ত হস্তী ও মনুষ্যেরা প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপোবনের বাধা জন্মায়, এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি, অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া, সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,—আমি তক্ষণাদি কার্য্যকুশল বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদি তিন জন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখী এবং যাঁহারা তির্য্যক্‌গামী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থানে আসুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষুরসস্বাদু সুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি অন্যান্য দেব গন্ধর্ব্ব দেবী ও গন্ধর্বীদিগকে আহ্বান করিতেছি,—ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা ও পর্ব্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি,—সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর

সহিত এস্থানে আগমন করুন। উত্তর কুরুতে যে দিব্য বন আছে, বসনভূষণ যাহার পত্র, সুন্দরী নারী যাহার ফল, তাহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভগবান্ সোম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রদান করুন। বৃক্ষচ্যুত বিচিত্রমাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানা প্রকার মাংস সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষা-স্বর প্রয়োগ পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঐ সমস্ত দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীরণ, মলয় ও দর্দুর-পর্ব্বত হইতে মৃদু মন্দ ও সুগন্ধ গুণে প্রীতিপ্রদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভিরব; অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। উহার তানলয়সঙ্গত মধুর স্বর ভূলোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ সমস্ত শ্রোত্রসুখকর শব্দ উত্থিত হইলে, রাজকুমার ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য রচনা সকল দেখিতে লাগিল। সেই ভূমি চারি দিকে পঞ্চযোজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদূর্য্যমণিতুল্য হরিৎবর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন, বিল্ব কপিত্থ পনস সুকেশর* আমলকী ও আম্র এই সকল বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া

---

* টাবা নেবু।

আছে। উত্তর কুরু হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন আসিয়াছে। তীবতরুসমাকীর্ণ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ধবল চতুঃশাল গৃহ, মন্দুরা, হর্ম্ম্য এবং শুভ্রমেঘতুল্য তোরণ-শোভিত চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত শুক্লমাল্যে অলঙ্কৃত সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, বস্ত্র, ও নানা প্রকার স্বাদু রসও সঞ্চিত আছে।

রাজকুমার ভরত, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজ-সিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত, মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া, উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া, চামরহস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, ও শিবিররক্ষকেরাও আনুপূর্ব্বিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের-প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিমুক্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দন কানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। গন্ধর্ব্বরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া, ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগি-লেন। অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামনা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে

লাগিল। বিল্ব বৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সম*গ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইল। সরল, তাল, তিলক, ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা † আমলকী, জম্বু প্রভৃতি পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরাপান কর, ক্ষুধার্ত্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে, সাত আট জন স্ত্রীলোক সুরম্য নদী-তীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দ্দন, এবং কেহ কেহবা অঙ্গমার্জ্জন আরম্ভ করিল। পালকেরা, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ ও বৃষভ দিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল, যোদ্ধৃগণের বাহন দিগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরাং অশ্বরক্ষক অশ্বের এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্ত্তাই রাখিল না। সৈন্যেরা পানভোজনে পরিতৃপ্ত রক্ত-চন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুত্রাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাকেই স্বর্গ মনে করিয়া হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য কেহ গান ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ

---

* বাদ্যের তাল বিশেষ। † শিশু গাছ।

কেহ বা গলে মাল্য ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের পুনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস দাসী ও বধূদিগের মধ্যে সকলেরই নূতন বস্ত্র পরিধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট। পশু-পক্ষী সকল সুপুষ্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধূলিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুমস্তবকসুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পাত্রে ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগস্থ কূপ সমূহ পায়সের কর্দ্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। পরিতপ্ত পিঠর-পক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস এবং মদে দীর্ঘিকা সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী, ও হেমময় হস্ত-প্রক্ষালন পাত্র শতসহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও কলসে দধি, হ্রদে সুবিহিত সুগন্ধি কেশরগৌর তক্র, রসাল, দুগ্ধ, ও শর্করা। স্নানঘটে চূর্ণকষায়, * কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্ম্মল কুর্চ্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ, কলঙ্কে শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিষ্কৃত দর্পণ, বসন, পাদুকা, † উপানহ, কজ্জলকরণ্ডিকা, কঙ্কত, ‡ কুর্চ্চ, § ছত্র, ধনু, বর্ম্ম, শয্যা ও আসন সকল প্রস্তুত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্ট্রদিগের প্রতিপান হ্রদ, কমলদলসুশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায়

---

* গন্ধ তৃণ। † খড়ম। ‡ কাঁকুই। § কুঁচি।

শ্যামল সরোবর, এবং নীলবৈদুর্য্যবর্ণ কোমল তৃণ সকলও প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বপ্নকল্প অত্যদ্ভুত আতিথ্যব্যাপার দর্শন করিয়া, যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দন কাননে সুরগণের ন্যায় ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা মদিরা মত্ত এবং মাল্য সকল মর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

---

# দ্বিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া, রামের দর্শনলাভার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তিনি ভরতকে কৃতাঞ্জলি পুটে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথ্যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ভগবন্! আমি সবলবাহনে পরম সুখে নিশা অতি-

বাহন করিযাছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্নপান, আপনাব প্রসাদে প্রাপ্ত হইযাছি। এক্ষণে আমি রামের সন্নিধানে চলিলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি আমায় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন কবিবেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোন্ দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাহাও বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস। এই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রকূট নামক এক পর্ব্বত আছে। উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর। ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা ঐ চিত্রকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত কবিযা বাস কবিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনাব দক্ষিণ তীব দিযা কিযদ্দুর গমন কর। পরে ঐ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইযা যাও, তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তব রাজমহিষীরা গমনের কথা শুনিযা যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রার সহিত দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উহাব চরণে প্রণিপাত কবিলেন। সর্ব্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ীব মনোরথ পূর্ণ হয নাই, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইযা প্রণাম কবিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কবিযা অদূরে দীনমনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডাযমান রহিলেন। তখন ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি তোমাব মাতৃগণের বিশেষ পরিচয লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিলেন ভগবন্! যাঁহাকে শোক ও অনশনে কৃশ দেখিতেছেন, ইনি পিতার মহিষী, ইঁহারই গর্ভে রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবী অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, ইনি সেইরূপ রামকে প্রসব করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইঁহার বামপার্শ্বে বিরসমনে রহিয়াছেন; ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারই পুত্র। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্র বিহীন হইয়া স্বর্গে অধিরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যরূপিণী অনার্য্যা কৈকেয়ী, ইনি অত্যন্ত নির্ব্বোধ ক্রোধনস্বভাব সৌভাগ্যগর্ব্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইহা হইতেই আমার ভাগ্যে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্পগদ্গদ বচনে এই বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্ব্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে; এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র বহুসংখ্য লোক অশ্ব রথ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ আরোহণ করিল। করী ও করেণু স্বর্ণশৃঙ্খলসংগত ও পতাকা শোভিত হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জ্জন সহকারে গমন করিতে লাগিল। লঘুভারযুক্ত বিবিধ যান সকল চলিল। পদাতিরা পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল।

কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন মানসে হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ পুর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত, পরিচ্ছদ পরিধান পুর্ব্বক নবোদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শিবিকায় উত্থিত হইয়া চলিলেন। এইরূপে ঐ চতুরঙ্গ সৈন্য দক্ষিণ দিক আক্রম্ভ করিয়া, উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া, মৃগ ও পক্ষিদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

---

## ত্রিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর অরণ্যে যুথপতি সকল, ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মৃগযূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু, ও ভল্লুকেরা গিরি নদী ও কাননে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগরপ্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ বনভুমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বে পুর্ণ হইয়া উহা বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বাহন সকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকে কহিলেন,

তপোধন। এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্রকূট পর্ব্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ সুরম্য গিরিশৃঙ্গ মর্দ্দিত করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শিখরজাত বৃক্ষ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন! ঐ সমস্ত কিন্নরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। মৃগেরা প্রেরিত হইয়া, চারি দিকে শারদীয় অভ্রের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান হইযাছে। চর্ম্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্য-দিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। তুরগ-খুরোড্ডীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায় শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া, যেন আমার ইষ্ট সাধনই করিতেছে। এই অরণ্য জনশূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহাকে লোক-সঙ্কুল অযোধ্যার ন্যায় দেখি-তেছি। বনমধ্যে রথ সকল অশ্বসাহায্যে কেমন শীঘ্র যাই-তেছে, এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া, বিহ-ঙ্গের বাসভূমি পর্ব্বতে আসিতেছে। ঐ সুসমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদের দেহ যেন কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ। এক্ষণে আমার সৈন্য সকল যথোচিত গমন করুক, এবং যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়, সর্ব্বত্র এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক।

ভরতের আদেশমাত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সন্নিহিত হইয়া কহিল, লোকালয়শূন্য স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি, সুমন্ত্র, ও ধৃতি, আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনন্তর সৈন্যেরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শনপ্রত্যাশায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল। ভরতও যে দিকে ধূমশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

---

## চতুর্নবতিতম সর্গ।

এদিকে রাম বহু দিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্ত বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্‌বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্ব্বতের কি

আশ্চর্য্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে; শৃঙ্গ সকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া, ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্ব্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব, ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতি লাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাক্য মন

ও দেহের অনুকুল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া, কি আনন্দিত হইতেছ না ? আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশশান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণমুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্ব্বতে রজনীতে ওষধি সমুদায় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ ; উহা স্থগর, পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্র, ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে ! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকুট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী, ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া, এই চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্মপালনজনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

---

# পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম, চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে। এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্ব্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহু সংখ্য সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি, ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয়, মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তিগুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার

সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল উত্তো-
লন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়,
পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযুর ন্যায়
অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী, এবং
তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি, যার
পর নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান
বনের ফল মূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার
সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে
কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই
নাই। রাম, মন্দাকিনিপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া,
তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

---

## ষণ্ণবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া, সীতাকে কহি-
লেন, প্রিয়ে! দেখ, এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র, এবং
ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি
সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের
চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল

কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া, এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দ্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করত কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলুন, জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম্ম ধারণ, কার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ, ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! কৈকেয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত

কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগ-গামী তুরগে আরোহণ পূর্ব্বক এই দিকে আসিতেছে, হস্তি-পৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য্য! এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকি, অথবা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাঁহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য, তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্ব্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, দুঃখিত-চিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্নভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুর সকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই

কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া, অদ্য শর-কার্ম্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

---

## সপ্তনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন। আমি পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ করিলে, যে সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি; অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্যই আমার রাজ্য লাভের বাঞ্ছা। লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি

যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়; প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া, আমার জটাচীর ধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্ব্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যার পর নাই কাতর হইয়া, স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া, পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত, সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে। যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইহাঁকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া, লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! বোধ হয়, পিতা স্বয়ংই আপনাকে

দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে যৎপরো-নাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া, তাঁহার ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন! দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া, আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। এই সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করি-তেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না, যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্য সৈন্য-গণকে পর্ব্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

---

# অষ্টনবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত, গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ, শরশরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন, এবং আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আমি, রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবৎ আমার মনে শান্তি লাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য্য রামের সেই নির্ম্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে, তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন, এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ-সঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন

করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূম-শিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যার পর নাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

---

## নবনবতিতম সর্গ।

গমনকালে ভরত, বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া, আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া, উৎসুকমনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমচিহ্ন সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে, অভ্যন্তরে শীত নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে

স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি, জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমন-পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানেই সেই গুরুসুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য রাম নির্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্। তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুটীর শাল তাল ও অশ্বকর্ণের

পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অল্পবিস্তীর্ণ ও অতিসুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য্যসাধক শরাসন আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীরে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ণ শর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত চর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তর-পূর্ব্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন, এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুব ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্ম্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন! তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া, দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশ বিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথাবিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত,

এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক্।

এই বলিতে বলিতে ভরত, ঘর্ম্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন, এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনর্বার রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য্য!— এবারেও তদ্রূপ স্বররুদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসিরা ঐ চারি জন রাজকুমারকে দেখিয়া, বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

# শততম সর্গ।

এ দিকে ভরত, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপর নাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম, সেই যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহুদিনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুর্জ্জেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না, আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্ম্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্য্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপন্ন কার্য্যপরিদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আর্য্য সুযজ্ঞ ত সংকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত আছেন? উঁহারা যথাকালে হোমের সংবাদ

তোমায় ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নির্ণীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেই গুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উঁহারা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা, যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লোকই সর্ব্বতোভাবে শুভ সাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ এক জন

অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নত শ্রেণিতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণিতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণিতে অধম ভৃত্য ত নিয়োগ করিয়াছ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকেই ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সৎকুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেণিপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোক সমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্য্যে

নিযোগ কবিযাছ ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ * ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ † প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্ত চব প্রেবণ কবিযা ত সমুদায জানিতেছ ? যে শত্রু দূবীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন কবিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কব না ? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংশ্রব নাই ? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন কবিযা, নিবর্থক বাক্‌বিতণ্ডা কবিযা থাকে। বৎস ! যথায বহুসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও বথ আছে, পুবদ্বাব দৃঢ ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্ম্মপব উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয আর্য্যগণ বাস কবিতেছেন, এবং বমণীয প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগেব পূর্ব্বপুরুষগণেব বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা কবিতেছ ? যথায বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ বহিযাছে, স্ত্রীপুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে বিস্তর বত্নের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্র সকল হলকৃষিত ও

* মন্ত্রী ১ পুবোহিত ২ যুববাজ ৩ সেনাপতি ৪ দৌবারিক ৫ অন্তঃপুবাধিকাবী ৬ বন্ধনাগাবাধিকারী ৭ ধনাধ্যক্ষ ৮ বাজাজ্ঞানিবেদক ৯ প্রাড্‌বিবাক নামক ব্যবহাব জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত) ১০ ধর্ম্মাসনাধিকাবী ১১ ব্যবহাবনির্ণাযক সভ্য (জুবি) ১২ বেতন দানাধ্যক্ষ ১৩ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী ১৪ নগরাধ্যক্ষ ১৫ আটবিক ১৬ দণ্ডনাধিকাবী ১৭ দুর্গপাল ১৮।

† পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুববাজ এই তিনটী বাদ দিয়া পঞ্চদশ।

শস্য সুপ্রচুর, যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কি রূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদায়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,—না এক কালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গ সকল ধন ধান্য জল যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পি ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা, ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া,

তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমুদায় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ *

---

* মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও বৃথাপর্য্যটন।

পঞ্চবর্গ* চতুর্ব্বর্গ† সপ্তবর্গ‡ অষ্টবর্গ§ ও ত্রিবর্গের ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্গুণ্য|| দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য¶ বিংশতিবর্গ,** প্রকৃতিবর্গ,§§ মণ্ডল,|||| যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি¶¶ সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার বুদ্ধির অনুসারে

---

* জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, ইরিণদুর্গ, (ইরিণ সর্ব্বশস্যপূর্ণ প্রদেশ) ধান্বনদুর্গ, (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।

† সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড।

‡ স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল, ও সুহৃৎ।

§ কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনী, আকর, করাদান, ও শূন্যনিবেশন।

|| সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ।

¶ অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

** বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয় অত্যাশক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষবাসনী, বলব্যসনী, আদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, ও অসত্যধর্ম্মক ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।

§§ অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ ও দণ্ড।

|||| দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

¶¶ সন্ধিবিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক।

চলিতেছ? ইহা আয়ুস্কর যশস্কর এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক। আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য তুমি ত একাকী ভোজন কর না? যে সকল মিত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বৎস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডধারী মহীপাল ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

## একাধিকশততম সর্গ।

রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিয়া, কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অযশস্কর গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে।

রাজ্যসম্ভোগের কথা দূরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্ত্তা হইয়া অন্তে ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন। আর্য্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের বাসনা পূর্ণ করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধব্য হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য পুরুষপরম্পরাগত, ইঁহারা কখন উপেক্ষিত হন নাই, ইঁহাদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাষ্পাকুললোচনে রামের পদতলে নিপতিত হইলেন।

তখন রাম, ভরতকে দুঃখভরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎবংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক, কিরূপে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধুরা, ভার্য্যা পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন কৈঙ্করনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদ্রূপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান

করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অর্পণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। পিতার যতদূর গৌরব, মাতারও তদ্রূপ, আমাকে যখন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্যপ্রকার আচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করি। মহারাজ সর্ব্বজনসমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা আমায় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য কোন মতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

---

## দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত কহিলেন, আর্য্য! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং রাজধর্ম্মে আর আমার প্রয়োজন কি? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের পুরুষপরম্পরায় আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন, এবং বংশের অভ্যুদয়কামনায়

রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য্য ধর্ম্মানুগত ও অলোকসামান্য, সকলে যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু তিনি দেবতা। আর্য্য! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্যবাসে, এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা দেহত্যাগ করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, আপনার নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি শোকভরে অভিভূত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে আপনি উত্থিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন, আমরা পূর্ব্বেই এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। হা! মহীপাল আপনার দর্শন-লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন, তিনি কোন মতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

---

## ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রাম, ভরতের মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের

ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী উৎখাত- কলি-পরিশ্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া, বাষ্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুল-কেশরী-বিরহিত নগরীকে অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশুভজন্মা, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? তিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না। ভরত! তুমি ধন্য, তুমি ও শত্রুঘ্ন তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও, আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না, পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য্য সুচারুরূপ নির্ব্বাহ করিলে, তিনি আমাকে যে সমস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রুতিসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে?

অনন্তর রাম পূর্ণচন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান করিলেন।

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে

প্রবলবেগে বাষ্পবারি বহিতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য। আপনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন।

শ্বশুরের স্বর্গারোহণবার্ত্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস। তুমি ইঙ্গুদীফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্র অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইহাঁর অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। দেখ, শোককালে এই রূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

অনন্তর চিরানুচর সুমন্ত্র রামের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাম দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া, গদ্গদশ্রুলোচনে কহিলেন, পিতঃ। আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদী-পিণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিত। আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন, আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া পর্ব্বতে উত্থিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদন শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত, রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যন্ত সুকুমার, তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী কেহ অশ্ব এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিন হইল, রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল, এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ত্বরিতপদে আশ্রমাভিমুখে চলিল। বনভূমি রথচক্রে দলিত ও তুরগখুরে সমাহত হইয়া, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণু-পরিবৃত মাতঙ্গেরা অতিশয় ভীত হইয়া, মদগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করত বনান্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ, সিংহ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয়, ও পৃষত সকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রৌঞ্চগণ

ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং ভূলোক ও দ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল, নিষ্কলঙ্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিলেন, উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃদঙ্গনাদ সদৃশ রোদনধ্বনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

---

## চতুরধিকশততম সর্গ।

এ দিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষী-দিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনীর এক স্থানে রামলক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপানপথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা

সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহাবা বাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এইটী সেই অনাথদিগেবই তীর্থ। সুমিত্রে। তোমাব পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিবলস হইযা, বামেব জন্য এই সোপানপথ দিয়া জল লইযা যান। তিনি যদিও নীচকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তথাচ নিন্দনীয হইতেছেন না, যাহা জ্যেষ্ঠেব অনাবশ্যক, তাহাই তাঁহাব গর্হিত। যাহা হউক, এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ স্বীকাব করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাঁহাব যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দুঃখজনক জঘন্য কার্য্য পবিত্যাগ করুন।

এই বলিযা কৌশল্যা গমন কবিতেছেন, ইত্যবসবে ভূতলে দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপবি ইঙ্গুদী ফলেব পিণ্ড নিবীক্ষণ পূর্ব্বক সপত্নীগণকে কহিলেন, দেখ এই স্থানে বাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুনাথেব পিণ্ড দান কবিযাছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ কবিযাছিলেন, সেই দেবতুল্য মহাবাজেব কিছুতেই এইরূপ দ্রব্য ভোজন কবা যোগ্য হইতেছে না। যাঁহাব প্রভাব ইন্দ্রেব ন্যায, এবং যিনি সসাগবা পৃথিবীব বাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইঙ্গুদী ফল কিরূপে ভক্ষণ কবিবেন। বাজকুমাব রাম এইপ্রকাব পিণ্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অসুখেব আব আমাব কিছুই নাই। যাহাব যেরূপ অন্ন, তাহার পিতৃলোককে তাহাই আহাব কবিতে হয, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে সত্য বোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয ব্যাপাব দেখিযা, আজ আমার হৃদয কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অনন্তর মহিষীবা নিতান্ত কাতব হইযা, কৌশল্যাকে

নানা প্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগ-পরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট-দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন, এবং সস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উঁহারা সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। উঁহারা রাম নির্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রূগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্য্যা, কিরূপে এই নির্জ্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎসে। তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দাহ করিতেছে।

অনন্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, তদ্রূপ রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া, তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার করিয়া কি বলিবেন, তৎকালে

সকলেরই মনে এই এক কৌতূহল হইতে লাগিল। ঐ সময় ঐ তিন ভ্রাতা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সদস্য সহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

---

## পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাজকুমারগণ আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া, রামের সন্নিহিত হইলেন, এবং তুষ্ণীংভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল-জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না,

আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যার পর নাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল, উহার স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্ব্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল, এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষ লাভ হইবে? আর্য্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন, মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যার পর নাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদায় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির

পতন আছে, সংযোগের বিযোগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলেব বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন রূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যুব্যতীত মনুষ্যেব আব কোনও আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইযা পড়ে। যে বাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, যমুনাব স্রোত পুর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আব ফিবিবে না। যেমন গ্রীষ্মেব উত্তাপ জলাশযেব জলশোষ কবে, সেই-রূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যেব আযুক্ষয কবিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্তত পর্য্যটন কর, তোমাব আযু ক্রমশঃ হ্রাস হইযা আসিতেছে। সুতবাং তুমি আপ-নাব অনুশোচনা কব, অন্যেব চিন্তায তোমাব কি হইবে? মৃত্যু তোমাব সহিত গমন কবিতেছে, তোমাব সহিত উপ-বেশন কবিতেছে, এবং তোমাবই সহিত বহু পথ পবিভ্রমণ কবিযা প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জবানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইযা গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইযা পড়িল, বল দেখি, কি উপাযে এই সকল নিবাবিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদযে আনন্দিত হয, রজনীসমাগমে পুলকিত হইযা থাকে, কিন্তু তাহাব যে আযুঃক্ষয হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নুতনাকাবে ঋতুব আবির্ভাব হয, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঋতুপবিবর্ত্তে যে, তাহাব আযুঃক্ষয হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইযা থাকে, ধনজন, স্ত্রীপুত্রেব বিষয়ও সেইরূপ

জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন এক জন পথিক আর এক জনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকবিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে, শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না, সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এই রূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরু

লোকের বশীভুত হওয়া তাঁহাব বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হও, এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্ম্মপবায়ণ বাম ভরতকে এই বলিয়া তুষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলেন।

## ষড়ধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ, এই জীবলোকে এ প্রকাব আব কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও, ধর্ম্মসংশয়ে উহাঁদের পরামর্শ গ্রহণ কবিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান, যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ কবিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয না। আপনি দেবপ্রভাব সর্ব্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই, সুতরাং দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভুত করিবে?

আর্য্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন, আমি কেবল ধর্ম্মানুবোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব। আর্য্য! মহারাজ আমাদের গুরু পিতা ও দেবতা, কেবল এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধ আছে, যে অন্তকালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভসংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই, পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক

বার্দ্ধক্য ধর্ম্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনাব এতই অভিমত হইযা থাকে, আপনি ধর্ম্মানুসাবে বর্ণ চতুষ্টযকে পালন কবিযা ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্ম্মিকেবা কহেন, যে; চাব আশ্রমেব মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পবিত্যাগের বাসনা কবিযাছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায আপনাব নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্য পালন কবা আমাব কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন; আপনাব সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধাবণ কবিতেও পাবি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গেব সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেবা প্রকৃতিগণেব সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক কবিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায গমন পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেব ন্যায বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পবাভূত কবিযা, বাজ্য রক্ষায প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি তিনি ঋণ হইতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গেব দুঃখবর্দ্ধন ও সুহৃদ্গণেব সুখসাধন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করুন। এবং আমার জননী কৈকেযীব কলঙ্ক দূব কবিযা পূজ্যপাদ পিতা দশবথকে পাপ হইতে বক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বাবংবাব প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বব যেমন সমস্ত ভূতেব প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমাব প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিযা বনান্তবে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাম

তদ্বিষযে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহাব পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢতর অনুবাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন কবিযা, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল, অঙ্গীকার রক্ষায বিশেষ আগ্রহ দেখিযা হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুববাসী, ঋত্বিক, ও কুলপতিগণ এবং বাজমহিষীবা বাষ্পাকুললোচনে ভরতের ভূযসী প্রশংসা কবিলেন, এবং বামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বাবংবাব অনুবোধ করিতে লাগিলেন।

---

# সপ্তাধিকশততম সর্গ।

তখন বাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশবথ হইতে জন্মগ্রহণ করিযাছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে, তাহা তোমাব সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে পিতা তোমাব মাতাব পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিযাছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ কবিব। অনন্তর দেবাসুব-সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তিনি তোমাব জননীব শুশ্রূষায সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বব অঙ্গীকাব কবেন। তদনুসাবে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমাব বন এই দুই বর

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি; তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণ-মুক্ত করা, এবং দেবী কেকয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি 'পুং' নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র, এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান্ বহু পুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্তত একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমা-য়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব, তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিতমনে দণ্ডকা-রণ্যে যাত্রা করিব, শ্বেত ছত্র আতপ নিবারণ পূর্ব্বক, তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব,

ধীমান্ শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এই রূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

## অষ্টাধিকশততম সর্গ

অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম। তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া, যাহার স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে, গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে, সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর, সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া, দেবলোকে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও, তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, বস্তুত মাতা ঋতুকালে গর্ভে যে শুক্র-শোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার, গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব, কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। "যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে? কখনই না। যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান, ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোক-সাধন ধর্ম্মনামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের

অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভবত তোমাকে অনুবোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক রাজ্যভাব গ্রহণ কর।

---

## নবাধিকশততম সর্গ।

জাবালীর এই কথা শুনিযা বামেব কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি তখন ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমাব হিত কামনায এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্ত্তব্যবৎ প্রতীযমান হইতেছে, বস্তুতই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার কবিযা থাকে, সে সাধুলোকেব নিকট কখনই সম্মান পায না। উচ্চ কি নীচ বংশীয, বীব কি পৌরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহাব পরিচয দিযা থাকে। এক্ষণে আপনি যে রূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচবণ কবিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে, লোক, কার্য্যত অনার্য্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচাব হইলেও যেন শুদ্ধস্বভাব, এবং দুর্দ্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান

করিয়া থাকে। আমি যদি এইরূপ লোকদূষণ অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না। এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমায় অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন, অনাদি-শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজত্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজ্যকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম সকলের মূল, সত্যই ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃসংশ লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নাম-মাত্র ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কর্ম্মপাতক তিন প্রকার, কায়িক বাচিক ও মানসিক; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যত

দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে, অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। এক জনই কুল রক্ষা করে, এক জনই নরকস্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অপহেলা করিব। আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই হউক, কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্যপ্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত বোধ হইতেছে। আমি পিতার অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভবতের কথায় কিরূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া, যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অগ্নি বায়ু ও সোম

ইহাঁরা শুভ কর্ম্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্য যজ্ঞ আহরণ পূর্ব্বক দেবলোক লাভ করিযাছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দযা, প্রিযবাদিতা, এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা ঐ গুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিযা শ্রবণ এবং তর্কদ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া, যথা বিহিত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিযা থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিস্কৃত বলিযা পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইযা শুভকার্য্য সাধন করিযাছেন, এবং এখনও অনেকে অহিংসা তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিযা থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরাযণ দানশীল অহিংস্রক ও পবিত্র সেই সকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইযা থাকেন।

রাম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার

অবসর ক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

---

## দশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐরূপ কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অগ্রে সমুদায়ই জলময় ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার পূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইহঁা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ।

বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা তেজস্বী অনরণ্য, ইহাঁর শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, এবং তস্করের নামও ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু, ইনি স্বীয় সত্যের বলে স্বশরীরে স্বর্গ লাভ করেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু ইহারা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল। দুর্ব্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, মহিষী দ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন পূর্ব্বক, মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বাছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভৃগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী স্বপত্নীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়া-

ছিলেন, মহাভাগে! তোমাব গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিবাৎ গরলের সহিত জন্মিবেন, এবং তাঁহা হইতেই বংশ-ৱক্ষা হইবে।

অনন্তব কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম কবিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ কবিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায যে বিষ প্রযোগ কবিযাছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবাব কালে তাহাও নির্গত হয, এই কাবণে উহাঁব নাম সগব হইল। ইনিই দীক্ষিত হইযা সকলের মনে ভয উৎপাদন পূর্ব্বক সাগব খনন কবেন। ইহাঁব পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাপাত্মা ছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর পিতা জীবদ্দশাতেই ইহাঁকে নগব হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানেব পুত্র দিলীপ, দিলীপেব পুত্র ভগীবথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ কবেন। রঘুব পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইহাঁর অপর নাম কল্মাষ-পাদ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণেব পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুব পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্ববীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভা-গের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্য গ্রহণ এবং রাজ-কার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীযদিগের মধ্যে

সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চিরপ্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরত্নসঙ্কুল রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শাসন কর।

---

# একাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস। আচার্য্য, পিতা, ও মাতা, পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্ম দান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকেও গুরু বলা যায়। রাম। আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইহাঁদিগের রক্ষা-সাধন করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্ম্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইহাঁর বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাঁকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন। মাতা পিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন,

নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেন এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইহাঁর উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র, আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি

ইহাঁকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভবও যে, পিতৃআজ্ঞা পালনে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইহাঁরা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্য পালন এবং এইরূপে কাল যাপন যদি ইহাঁর অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধি রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, এবং পিতা

যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদা-রক্ষক। ইহাঁর কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ইহাঁরই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

---

## দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উহাঁরা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উহাঁদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্ম্মবীর যাঁহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইহাঁদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সৎবংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা

কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালন পুর্ব্বক পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উহাঁরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উহাঁরা প্রস্থান করিলে, প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উহাঁদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজা-রঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজিবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত, এই বলিয়া, রামের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণ পুর্ব্বক কলহংসসদৃশ মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভার বহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের পরামর্শ লইয়া,

তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ বশতই হউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম* বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক, জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা

---

* অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা সাধন

কবিও, তাঁহাব প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নযনে তাঁহার প্রতি চাহিযা রহিলেন।

অনন্তব সুশীল ভবত, ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গেব মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক, বামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্ম্মে হিমাচলেব ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা কবিযা, অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময তদীয মাতৃগণেব কণ্ঠ বাষ্পভবে অবরুদ্ধ হইযাছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহাবা আব বাক্যস্ফূর্ত্তি কবিতে পাবিলেন না। বামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিযা রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

---

# ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

অনন্তর ভরত, মস্তকে রামেব পাদুকা লইয়া, শত্রুঘ্নেব সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ইহাঁরা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন, এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বিবিধ ধাতু অবলোকন পূর্ব্বক উহার পার্শ্ব দিযা যাইতে লাগিলেন।

অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া, রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য্য ত সফল হইয়াছে? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা, রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্ন-মনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকাযুগল অর্পণ কর, এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র পূর্ব্বাস্য হইয়া, রাজ্যের রক্ষা বিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বাজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সৎব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভি-মুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্ম্মবৎসল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এক-কালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন, ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত

অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল হস্ত্যশ্বে রথে ও শকটে আরোহণ পূর্ব্বক নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে ঊর্ম্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে উহা পার হইয়া, শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে সুমন্ত্রকে কহিলেন- সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভা-হীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

---

## চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্তত বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বার সমুদায় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিল-সলিলা উত্তাপ সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা

গিরিনদীর ন্যায দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায যান বাহন চূর্ণ, বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীবেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিষণ্ণ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গাব পূর্ব্বক উত্থিত হইযাছিল, এক্ষণে যেন সমীরণেব মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানেব সেই বেদিব ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বৃষবিবহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইযা যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মবাগ প্রভৃতি মণিহীন নববচিত মুক্তাবলীব ন্যায ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন নিস্প্রভ হইযা যেন গগণতল হইতে স্খলিত হইযাছে। বসন্তেব অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিযাছে। রাজপথে লোকেব সমাগম নাই, আপণ সকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র তাবকা অন্তর্হিত হইযাছে। সুবা নাই, শরাব সকল ভগ্ন, এবং মদ্যপাযীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপবিচ্ছন্ন পানভূমিব ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্ব্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইযা শরাসন হইতে স্খলিত হইযাছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্ববৎ গীত বাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্ব্বত্র কেন বহিতেছে না। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি কেন শুনিতেছি না। তরুণ বয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলত অযোধ্যার সেই শ্রী, ভ্রাতা রামের সহিত এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, নিদাঘের মেঘের ন্যায় উপস্থিত হইয়া, সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগর প্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন। এবং উহা সংস্কারশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া, দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া, শোক-সন্তপ্তমনে বশিষ্ঠপ্রভৃতি পুরোহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ!

আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিযা ভ্রাতৃবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়, তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্ব যোজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রি ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দিগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্ব-বহুল সৈন্য সকল ও পুরবাসিরা আহূত না হইলেও উঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দিগ্রাম, ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য্য রাম অযোধ্যা-রাজ্য

উৎপীড়ন করিতেছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দুরাত্মা সেই পর্য্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত করিতেছে। কখন ক্রূর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তু সকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন ও উহাঁদিগকে বাহুপাশে বন্ধন পূর্ব্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নষ্ট করে, কলশ চূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে ঋষিরা আশ্রমত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া, অন্যত্র যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমায় ত্বরা দিতেছেন। অদূরে মহর্ষি কণ্বের এক সুরম্য তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফল মূল বিলক্ষণ সুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই তথায় প্রস্থান করিব। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে কখনই সুখে থাকিতে পারিবেনা।

কুলপতি এইরূপ কহিলে, রাম আর তাঁহাকে নিষেধ

করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া, স্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি রামকে পুনঃ পুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর উঁহার অনুগমন করিলেন, এবং প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে যে সকল ঋষি ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উঁহার বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া, উঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

## সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসিদিগকে দেখিতে পাইলাম, উঁহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোন মতে উঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষত ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপনে এবং হস্তী ও অশ্বের করীষে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে।

এই চিন্তা করিযা, রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রিব আশ্রমে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইযা তাঁহাকে প্রণিপাত কবিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিযা, সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসবে তাঁহাব সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপবাযণা অনসূযা তথায় আগমন কবিলেন। তপোধন সেই সর্ব্বজনপূজনীযা তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিযে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিগ্রহ কব। অত্রি অনসূযাকে এই কথা বলিযা, বামকে কহিলেন, বৎস! দশবৎসব অনাবৃষ্টিপ্রভাবে লোক সকল নিবন্তব দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে এই অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি কবিযাছিলেন, এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত কবিযা দেন। তপ ও ব্রতে ইঁহাব অত্যন্ত নিষ্ঠা। ইঁহাব তপস্যায দশসহস্র বৎসব অতীত হইয়া যায, এবং কঠোব ব্রতে তাপসগণেব তপোবিঘ্ন নিবারিত হয। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষিপত্নীকে 'বাত্রি প্রভাতে বিধবা হইবি' বলিযা অভিসম্পাত কবিযাছিলেন। তখন এই তাপসী প্রতিশাপে দশরাত্রি পবিমিত কাল এক বাত্রিতে পবিণত কবেন। বৎস! তুমি ইঁহাকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীযা ও বৃদ্ধা। এক্ষণে অনুবোধ করি, তোমাব সহচাবিণী জানকী ইঁহাব সন্নিহিত হউন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে, বাম জানকীকে নিবীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাজপুত্রি! তুমি ত মহর্ষিব কথা শুনিলে? এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত্ত শীঘ্র ঋষিপত্নীর নিকটে যাও।

যিনি স্বকার্য্য প্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সীতা অনসূয়ার সন্নিহিত হইলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, এবং কেশজাল জরাপ্রভাবে শুক্ল হইয়া গিয়াছে। তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত-তপস্যার ন্যায় সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রা সকল অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।

# অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের কি। কিন্তু আর্য্যে! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় গুণবান দয়ালু স্থিরানুরাগী ও ধার্ম্মিক, এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলত পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন। আপনি উহাঁরই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণীও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহূর্ত্তকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি!

বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।

অনসূয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া, তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া, বিস্তর তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় বরপ্রদান করিব। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সর্ব্বাংশে সঙ্গত, শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সঙ্কল্প কি, প্রকাশ কর? তখন সীতা অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার দিব্য বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। এক্ষণে এই সুরুচির মাল্য বস্ত্র আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদায় কখন মসৃণ বা ম্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে, সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রীতি-দান গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! শুনিয়াছি, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তখন জানকী কহিলেন, দেবি! শ্রবণ

করুন। জনক নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ন্যায়ানুসারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞ-ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকা মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখি-লেন, আমি ধূলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহ-পূর্ব্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে যেন মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ! ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শুনিয়া জনক যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং আমাকে পাইয়া অবধি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

পরে তিনি আমায় লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পুণ্যশীলা স্নিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষীও মাতৃ-স্নেহে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থ-নাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া, অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন

ভাবিলেন, ধর্ম্মত কন্যার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে।

দেবি! পূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া, যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহীপালগণ বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা সন্নত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্ম্মুক প্রাপ্ত হইয়া, নৃপতি-সমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, যিনি এই শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ইহাতে জ্যা-গুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। পরে নৃপতিগণ গুরুত্বে পর্ব্বততুল্য সেই ধনু দর্শন করিয়া, উহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তপোধন বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূজিত হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, কার্ম্মুক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই দেবদত্ত ধনু আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবল রাম মুহূর্ত্তমধ্যে উহা আনত করিলেন, এবং উহাতে গুণসংযোগ করিয়া মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনু তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। উহা ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত

হইলেন। কিন্তু সুশীল রাম তৎকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। ঊর্ম্মিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শনা ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্ম্মত স্বামীর প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছি।

---

## একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

ধর্ম্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতিমধুর বাক্যে স্বয়ংবর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে। শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য্য রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন, বিহঙ্গেরা সমস্ত দিন আহারান্বেষণে পর্য্যটন ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থান পূর্ব্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া স্কন্ধে জলপূর্ণ কলশ গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্রবল্কলে আসিতেছেন। যথাবিধি হুত অগ্নিহোত্র হইতে কপোতকণ্ঠের

ন্যায় অরুণ বর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ঘনীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে শয়ান। রাত্রিচর জীবজন্তুগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। দূরতর প্রদেশে দিক সকল আর অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সন্তুষ্ট কর।

অনন্তর সুরকন্যারূপিণী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া তাপসীর পাদবন্দন পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অনসূয়ার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তৎকালে উহার অমানুষসুলভ সৎকার নিরীক্ষণে লক্ষ্মণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহর্ষিগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানা প্রকার

রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন, উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ।" এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।